বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ১০/২০২১

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ১০/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
০১	মুখবন্ধ	vii
	অধ্যায়- ০১	
০২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	০৩-০৬
০৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	০৭-০৮
০৪	শব্দ সংক্ষেপ	০৯-১১
	অধ্যায়-০২	
০৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৫-১৬
০৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৭-১০৪

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী সকল Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০০৯ সাল হতে ২০১৬ সালের আর্থিক কার্যক্রমের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ২৭ (সাতাশ)টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: .... বঙ্গাব্দ
১৩/১০/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-০১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

এই রিপোর্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০০৯ সাল হতে ২০১৬ সালের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী অর্থ বছরসমূহের লেনদেনও দেখা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

সোনালী ব্যাংক লিঃ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক। দি বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার-১৯৭২, রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং-২৬, মোতাবেক ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, দি ব্যাংক অব বাহ্ওয়ালপুর এবং দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড অঙ্গীভূতকরণ এবং জাতীয়করণের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের জন্ম হয়। কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুসারে যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের পরিদপ্তরে ৩ জুন, ২০০৭ খ্রি. তারিখে "সোনালী ব্যাংক লিমিটেড" পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ মোতাবেক ৫ জুন, ২০০৭ খ্রি. তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর অনুকূলে ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর মধ্যে "Vendor's Agreement" সম্পাদনপূর্বক ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ তারিখ হতে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। বিক্রয় চুক্তি (Vendor's Agreement) স্বাক্ষরের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড পূর্বতন সোনালী ব্যাংকের ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় সম্পদ, দায়, সুযোগ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, দেনা, কর্জ এবং দায়-দায়িত্ব অধিগ্রহণ করে। দেশের অভ্যন্তরে ১২০৯টি এবং দেশের বাইরে ০২টি শাখাসহ মোট ১২১১টি শাখা নিয়ে বর্তমানে এটি দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। এছাড়াও ৪৬টি প্রিন্সিপাল অফিস, ১৬টি রিজিওনাল অফিস, ১১টি জিএম অফিস, ৩২টি কর্পোরেট শাখা ও ৪৫টি এডি শাখা রয়েছে। সোনালী ব্যাংক লিঃ বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে এবং ঋণ ও অগ্রিম প্রদান ছাড়াও সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত স্থায়ী পদসংখ্যা
০১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১
০২	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০৫
০৩	মহাব্যবস্থাপক	৩০
০৪	উপ-মহাব্যবস্থাপক	১৪৬
০৫	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	৩৭২
০৬	সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার	১,২৭৪
০৭	প্রিন্সিপাল অফিসার	২,৭৯৩
০৮	সিনিয়র অফিসার ও সমমান	৫,৩৪৬
০৯	অফিসার ও সমমান	১২,৯৩৭
	মোট=	২২,৯০৪

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

- জনগণকে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় আনয়ন করে জনগণের আর্থিক অবস্থা সচল রাখতে ভূমিকা পালন করা;
- পরিকল্পিত ও গুণগতমানসম্পন্ন ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহয়তা প্রদান;
- জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখা;
- ডিজিটালাইজড ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে জনগণকে দ্রুত ও সহজে ব্যাংকিং সেবা প্রদান;
- আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া;
- আমানত গ্রহণ করে এবং ঋণ ও অগ্রিম প্রদান ছাড়াও সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI)

- বিভিন্ন প্রকার ঋণ প্রদান, আদায় ও বিভিন্ন খাতে অর্থ বিনিয়োগ;
- নতুন ঋণ শ্রেণিকরণরোধ ও শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাসকরণ;
- শ্রেণিকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ নগদ আদায়;
- সুদবিহীন ও স্বল্পসুদে আমানত সংগ্রহ করা;
- আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স সংগ্রহে ভূমিকা পালন;
- এজেন্ট বুথের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা;
- জাতীয় বেতন স্কেল (আর্থিক প্রতিষ্ঠান) অনুযায়ী নির্ধারিত হারে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান।

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণের পর সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় ও এর অধীন বিভিন্ন শাখার মধ্যে নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত ইউনিটসমূহের ২০০৯ সাল হতে ২০১৬ সালের নিম্নবর্ণিত হিসাব সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্প ঋণ;
- প্রকল্পের চলতি মূলধন ঋণ;
- সিসি (হাইপোঃ);
- সিসি (প্লেজ);

- এস এম ই;
- কৃষি ঋণ ও ভোগ্য পণ্য ঋণ;
- ঋণ পত্র (Letter of Credit);
- ডিমান্ড লোন;
- Loan Against Trust Receipt (LTR);
- Loan Against Imported Merchandise (LIM);
- Inland Bill Purchase (IBP);
- Payment Against Document (PAD);
- Foreign Bill Purchase (FBP);
- ঋণ পুনঃতফসিলকরণ;
- ঋণ নবায়ন;
- ঋণের সুদ মওকুফ;
- আইডিসিপি।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

অডিটের বিষয়বস্তু

ঋণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে।

অডিট কৌশল

- উপর্যুক্ত বিষয়ে সরকারি আইন-কানুন ও নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা এবং প্রযোজ্য বিধি-বিধান পরিপালন করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে:
- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ;
- নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ;
- নিরীক্ষা দল গঠন এবং নিরীক্ষার নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন;
- কেন্দ্রীয়ভাবে নিরীক্ষার কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ।

অডিট সময়কাল :

১৫-০২-২০১৫ খ্রি. হতে ৩১-০৫-২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০০৯ সাল হতে ২০১৬ সালের হিসাব সংক্রান্ত সম্পাদিত কাজের রেকর্ড পত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ২৭টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৭৩৮,৩৭,৯৬,৭০৮ (সাতশত আটত্রিশ কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশত আট) টাকা। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- নবায়ন মঞ্জুরির শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- পুনঃতফসিলের শর্তাদি পরিপালন না করা;
- জামানত গ্রহণ না করে ঋণ বিতরণ করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;
- বীমা না করা;
- ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রি মর্টগেজ না রাখা;
- ইক্যুইটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি না করা;
- প্লেজকৃত মালামাল ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও ঋণ সীমা নবায়ন করা;
- সুদবিহীন ব্লক সুবিধা প্রদান করা;
- সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ না করা;
- ঋণ বিতরণের পূর্বে ব্যাংক অনুমোদিত রেটিং এজেন্সী কর্তৃক ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নামে ক্রেডিট রেটিং না করা;
- কিস্তি পরিশোধ না করা;
- এলটিআর দায় ১৮০ দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা;
- প্লেজ গুদামের মজুদকৃত পাট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নবায়ন সুবিধা প্রদান করা;

- ঋণ হিসাবে ঋণসীমার ন্যূনতম দ্বিগুণ লেনদেন নিশ্চিত না করা;
- অপর্যাপ্ত সহায়ক জামানত এর বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরি করা;
- রপ্তানি (LC) ইস্যুর তারিখ হতে ১২০ দিনের মধ্যে মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়া;
- ক্রেডিট রেটিং সম্পাদন না করা;
- প্লেজ ঋণের মালামাল ঘাটতির ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ না করা;
- নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঋণ সমন্বয় না করা;
- ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ না করা;
- চলতি মূলধন হিসাবে ঋণ সীমার দ্বিগুণ লেনদেন করার কথা থাকলেও ঋণের আয় হতে টাকা পরিশোধ না করা;
- প্রতি ত্রৈমাসিকের আরোপকৃত সুদ পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা;
- মর্টগেজ দলিলের সঠিকতা যথাযথভাবে যাচাই না করে ঋণ বিতরণ করা;
- অনিয়মিতভাবে এলসি স্থাপন;
- আমদানিতব্য যন্ত্রপাতির নির্ধারিত ইক্যুইটির আনুপাতিক হারে নগদ জমা না করা;
- প্রকল্পের প্রয়োজনে যে কোনো বাড়তি ব্যয় উদ্যোক্তা বহন করবেন মর্মে অঙ্গীকারনামা সংগ্রহ না করা;
- স্থানীয় প্রতিনিধি, আমদানিকারক ও ব্যাংকের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিনামা সম্পাদন না করা;
- পিএডি দায় সৃষ্টি করা;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫, তারিখ- ২৩-০৯-২০১২ ও বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ- ২৯-০৫-২০১২ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

১	Acceptance	Commitment to pay Against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
২	BMRE	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম।
৩	BTB	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্রের প্রকার।
৫	Bordereaux	Bordereaux	পুনঃবীমা প্রিমিয়াম, কমিশন ও লসেস পেইড সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী, যাতে সাবীকের সাথে স্ব স্ব বীমা কোম্পানির দেনা পাওনা সংরক্ষিত থাকে।
৬	CC (HYPO)	Cash Credit Hypothecation	জমি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ সুবিধা অর্থাৎ ঋণাংকের কমপক্ষে ১.৫ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে।
৭	CC (Pledge)	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে ঋণ সুবিধা (গুদামে রক্ষিত মালামালের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা)।
৮	CF	Cost of Fund	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নাম Cost of Fund. Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৯	CIB	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
১০	CRC	Central Rating Committee	বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্স মূল্যায়ন।
১১	DL	Defered LC	বিশেষ ধরনের ঋণপত্র।
১২	DP	Down Payment	পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের সপক্ষে ডাউনপেমেন্ট নেয়া হয়।
১৩	ECC	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিপূর্ব ঋণ সুবিধা।
১৪	EEF	Equity and Entrepreneurship Fund	উদ্যোক্তা এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের ঋণ ব্যবহারের আনুপাতিক হারের চুক্তিপত্র সংক্রান্ত প্রকল্প।
১৫	ETP	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।

১৬	FBC	Foreign Bill Collection	রপ্তানিকারক রপ্তানি কাজ সম্পাদন করে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনের জন্য রপ্তানি এলসির বিপরীতে ডকুমেন্টসমূহ ক্রেতার ব্যাংকে প্রেরণের জন্য রপ্তানিকারকের ব্যাংকে জমা দেয়া।
১৭	FBP	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১৮	FBPN	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হলে স্থানীয় ব্যাংক বিদেশি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে দায় সমন্বয়ের চেষ্টা করে।
১৯	FC (Account)	Foreign Currency Account	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে FC Account খুলতে হয়।
২০	FL	Funded Liability	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমনঃ সিসি (হাইপোঃ), সিসি (প্লেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহ নির্মাণ ঋণ, ভোগ্য পণ্য ঋণ, ওডি, এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন: আমদানি ঋণ লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
২১	FL/DL	(Forced Loan/ Demand Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতায় আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করে পার্টির নামে ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়।
২২	IDCP	Interest During Construction Period	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ (প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।
২৩	LC	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
২৪	LDBP	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৫	LIM	Loan Against Imported Merchandise	আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে LIM গুদাম না থাকা সাপেক্ষে আমদানিকারককে এ সুবিধা দেয়া হয়।
২৬	LTR	Loan Against Trust Receipt	আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে সৃষ্ট ঋণ।
২৭	Non-funded Liability	-	এলসি খোলার বিপরীতে আর্ন্তজাতিক ঋণ। যেমন: ব্যাক টু ব্যাক এলসি, এলসি গ্যারান্টি ইত্যাদি দায় নন-ফান্ডেড দায়।

২৮	NIA-1881	Negotiation Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonors) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
২৯	PAD	Payment Against Document	Arrangement under which a buyer can get the delivery (shipping) documents only upon full payment of the invoice or bill of exchange. Cash L/C at sight (Import L/C) এর ক্ষেত্রে Documents ব্যাংকে রেখে এ ঋণ সুবিধা দেয়া হয়।
৩০	PC	Packing Credit	রপ্তানিপূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা (রপ্তানি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০%)।
৩১	PSC	Pre-Shipment Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে রপ্তানিপূর্ব ঋণ সুবিধা।
৩২	STL	Short Term Loan	স্বল্প মেয়াদী ঋণ।
৩৩	SMA	Special Mention Account	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা অশ্রেণিকৃত ঋণের প্রকার।
৩৪	UCPDC	Uniform Customs and Practices for Documentary Credit	UCPDC বা সাধারণভাবে UCP নামে পরিচিত। এই রুলটি শুধুমাত্র Documentary Credit এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ICC কর্তৃক প্রণীত একটি আইন। বর্তমানে UCPDC-৬০০ এর ধারাসমূহ প্রচলিত রয়েছে।
৩৫	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	-	কোনো ঋণ হিসাব মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
৩৬	পুনঃতফসিল	-	কোনো ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হলে গ্রাহকের অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলীকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
৩৭	আরোপিত সুদ	-	ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
৩৮	অনারোপিত সুদ	-	ঋণ হিসাব মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
৩৯	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোনো একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারণত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।

অধ্যায়-০২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১	সিসি প্লেজ, সিসি হাইপোঃ ঋণ সীমাতিরিক্ত এবং পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৮৬,৫৭,২৫,১১৬
২	সিসি (হাইপোঃ) ও (হাইপোঃ) ব্যাংক গ্যারান্টির দায় অনাদায়ি হওয়া সত্ত্বেও ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে দায় বৃদ্ধি এবং রপ্তানি ব্যর্থতার পরও ঋণ পত্রের সুবিধা প্রদানের ফলে ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৮০,৬৯,৪৯,৭০০
৩	প্লেজে মজুদকৃত পাট সুষ্ঠুভাবে যাচাই ছাড়া নবায়ন সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও শ্রেণিকৃত ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৭৩,৬৯,৫৩,০০০
৪	ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান এর উপর অডিট আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তা আমলে না নিয়ে নতুন করে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৫৫,৩৩,৭৪,০০০
৫	পুনঃতফসিল ও ব্লক সুবিধা প্রদান এবং ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৫৩,৮১,৩৬,০০০
৬	প্রকল্প ঋণ, সিসি (হাইপোঃ) ও এলটিআর এর বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরি ও ঋণের টাকা উত্তোলনের পর ঋণ হিসাবে লেনদেন বন্ধসহ বিতরণকৃত অর্থ আদায় করতে না পারায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় টাকা অনাদায়ি	৪৭,১৩,১৯,৫২৫
৭	সিসি প্লেজ গুদামের মজুদকৃত বিপুল পরিমাণ পাট ঘাটতি সংঘটিত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৪৫,৫৫,০০,৯৪০
৮	সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৪৫,৪৪,৭৪,২০৩
৯	প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরি ও পুনঃ ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) সৃষ্টি করে ঋণের দায় বৃদ্ধি এবং গ্রাহক কর্তৃক ঋণের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৩৮,৬৮,০৬,৩৫৭
১০	নবায়ন ও সুদ মওকুফসহ পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও প্রকল্প ঋণ, প্রকল্প ঋণ ব্লক (হাইপোঃ), পিএডি ও ডিমান্ড লোনের দায় আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৩৩,৭৬,৫৪,০০০
১১	গ্রাহকের সিসি প্লেজ হিসাবে পাট ঘাটতি ও পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত না থাকায় মিশ্র ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	২২,২৮,৭৯,০৩৬
১২	প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধণ ঋণ (সিসি হাইপোঃ) একাধিক বার পুনঃতফসিল এবং ঋণ মঞ্জুরি শর্ত প্রতিপালন না করার ফলে মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	২০,৭৭,২২,৩০৬
১৩	অনিয়মিতভাবে বিতরণকৃত প্রকল্প ঋণ, সিসি প্লেজ ও হাইপোঃ ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদয়ি	১৮,২১,৮৪,০০০

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১৪	গ্রাহকের মিশ্র ঋণ হিসাবে অপর্যাপ্ত সহায়ক জামানত রেখে ও গুদাম হতে পাট অন্যত্র স্থানান্তরে পাট ঘাটতি ও মেয়াদোত্তীর্ণ হবার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	১৫,৭৭,৫৮,৫৪৮
১৫	যথাসময়ে বিতরণের পরও আদায়ে ব্যর্থতায় ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিমানে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	১৩,৮১,৭৯,০০০
১৬	সিসি প্লেজ, সিসি হাইপোঃ ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	১৩,৪৮,৩৯,৩৯২
১৭	প্রকল্প ঋণ এবং সিসি (হাইপোঃ) ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	১১,৬১,৯৩,৭৪৬
১৮	চলতি মূলধন সিসি (হাইপোঃ) ঋণ সীমাতিরিক্ত এবং ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি।	১০,৬৬,৭২,৯১৭
১৯	ঋণের টাকা বিতরণের পর দীর্ঘদিন যাবৎ ঋণ হিসাবে লেনদেন বন্ধ ও বিতরণকৃত ঋণ আদায় করতে না পারায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৮,৮২,৩৪,৯৮২
২০	কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ঋণ, আইডিসিপি ও চলতি মূলধন সিসি (হাইপোঃ) ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৭,৬৯,২৩,৭৯৪
২১	ঋণ গ্রহীতার মঞ্জুরিকৃত ঋণগুলো ব্লক সুবিধা প্রদান এবং ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৭,৪৯,৩৭,১৩২
২২	প্রজেক্ট ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ার পর পুনঃতফসিল করা হলেও শর্তানুযায়ী আদায় না হয়ে খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৬,৮৫,৫১,৮৪৪
২৩	প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণ পুনঃতফসিল করার পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৫,৫৪,৪২,৭৮৭
২৪	গ্রাহকের মিশ্র ঋণের অর্থ খেলাপি হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৫,৩৮,৩০,৪৩৯
২৫	প্রকল্পে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির মূল্য অনিয়মিতভাবে পিএডি দায় সৃষ্টি করে পরিশোধ করা হলেও ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৪,৪৩,৫৫,২৭৬
২৬	প্রকল্প ঋণের অর্থ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৪,২৯,৯৮,৬৬৮
২৭	বিতরণকৃত সিসি (হাইপোঃ) ঋণের অর্থ নবায়ন সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসাবে কোনো অর্থ জমা প্রদান না করায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ি	৫২,০০,০০০
	সর্বমোট=	**৭৩৮,৩৭,৯৬,৭০৮**
	কথায় : **সাতশত আটত্রিশ কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশত আট টাকা** মাত্র।	

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : সিসি প্লেজ, সিসি হাইপোঃ ঋণ সীমাতিরিক্ত এবং পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ৮৬,৫৭,২৫,১১৬ (ছিয়াশি কোটি সাতান্ন লক্ষ পঁচিশ হাজার একশত ষোল) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০১৫ হতে ২০১৬ সালের ঋণ বিভাগের নথিপত্র নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, (ক) মেসার্স কোস্টাল সি ফুড লিঃ এবং (খ) মেসার্স আবুল কাশেম এর সিসি প্লেজ, সিসি হাইপোঃ ঋণ সীমাতিরিক্ত এবং পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ৮৬,৫৭,২৫,১১৬ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

(ক) মেসার্স কোস্টাল সি ফুড লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- মেসার্স কোস্টাল সি ফুড লিঃ, চট্টগ্রামকে ২০০৭ সালে পরিচালনা পর্ষদের ৯৫৯তম সভায় ৩১/০৭/২০০৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে ঋণ সীমা ১৮,০০,০০,০০০ টাকা হতে বর্ধিত করে ২৫,০০,০০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয় এবং ২০/১২/২০১২ খ্রি. তারিখে ১২৮৮ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে ঋণ সীমা ২৫,০০,০০,০০০ টাকা ৩১/০৭/২০১৩ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরি দেয়া হয়।
- ২০১৩ সালে ঋণ গ্রহীতার বিদ্যমান ঋণ সীমা পরবর্তী ০১ (এক) বছর মেয়াদে ৩১/০৭/২০১৪ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন দেয়া হয়। সর্বশেষ পরিচালনা পর্ষদের ০৩/১১/২০১৪ খ্রি. তারিখের ৩৯৪তম সভায় বিদ্যমান ঋণ সীমা ২৫,০০,০০,০০০ টাকা (প্লেজ ২৪,০০,০০,০০০ + হাইপোঃ ১,০০,০০,০০০) হতে ঋণ সীমা ৩৩,০০,০০,০০০ টাকায় (প্লেজ ৩০,০০,০০,০০০ + হাইপোঃ ৩,০০,০০,০০০) উন্নীত করে ৩১/০৭/২০১৫ খ্রি. মেয়াদে বর্ধিতকরণসহ নবায়ন সুবিধা মঞ্জুরি দেয়া হয়। কিন্তু গ্রাহক মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ পরিশোধ করেনি।
- অন্যদিকে ২০০৮ সালে প্রবল বর্ষণ ও সামুদ্রিক জোয়ারের ফলে সৃষ্ট বন্যায় প্লেজকৃত মালামাল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ২৫/০১/২০০৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ১১তম সভায় ২৩,১৫৫ মাস্টার কার্টুন চিংড়ী/মাছ এর অগ্রিম মূল্য বাবদ ১০,৮৭,০০,০০০ টাকা ০৭ (সাত) বছর মেয়াদে ৮% হারে সুদবাহী ব্লকড ঋণ মঞ্জুরি নিম্নবর্ণিত শর্তে অনুমোদন দেয়া হয়।

শর্তাবলী :

(১) ৮% হারে সুদ ত্রৈমাসিকভিত্তিতে আরোপ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬(২)(১)];

(২) সকল অনিয়মিত দায় নিয়মিত করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬(২)(২)];

(৩) ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬(২)(৩)];

(৪) ইন্সুরেন্স Claim বাবদ যে টাকা পাওয়া যাবে তা সম্পূর্ণ ব্যাংকের অনুকূলে ঋণ হিসাবে পরিশোধ করা হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-৬(২)(৪)];

(৫) মার্চ/২০০৮ মাস থেকে (ব্লকড ঋণ মঞ্জুরির পর থেকে) কার্যকর করে প্রতি রপ্তানি বিল হতে ২% হারে কর্তন করে পরিশোধ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬(২)(৫)];

(৬) ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না হলে অবশিষ্ট টাকা ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬(২)(৬)]।

- গ্রাহকের প্রণোদনা ব্লক ঋণ হিসাবের স্থিতি ১০,৬৮,০০,০০০ টাকা বিদ্যমান মেয়াদ ৩০/০৬/২০১৫ খ্রি. হতে ০৩ (তিন) বছর বৃদ্ধি করে ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত করে অক্টোবর/২০১৪ হতে ১ম ত্রৈমাসিক কিস্তি আদায়যোগ্য করে পুনতফসিলকরণ নিম্নোক্ত শর্তে অনুমোদন করা হয়।

  শর্তাবলী :

  (১) পুনতফসিলকৃত ব্লক ঋণ হিসাবে পর পর ২ (দুই)টি কিস্তি বা সমপরিমাণ অংক খেলাপি হলে পুনতফসিল সুবিধা বাতিল হবে মর্মে গণ্য হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫]।

  (২) প্রথম ত্রৈমাসিক কিস্তি প্রদানের নির্ধারিত তারিখ হতে প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর ঋণের বিপরীতে আদায়ের অগ্রগতির তথ্য পর্ষদকে অবহিত করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৭]।

  (৩) ০৩(তিন) বছর বর্ধিতকরণের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে। [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৮]।

- কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ পুনতফসিলের আবেদন নাকচ করে এবং ঋণসমূহ বিদ্যমান বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫/২০১২ ও ০৬/২০১৩ এর আলোকে পুনতফসিল করার জন্য পরামর্শ দেয় কিন্তু গ্রাহক উপরোক্ত শর্ত মোতাবক ঋণ পরিশোধ না করলে ঋণসমূহ পুনরায় মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ে। প্রণোদনা ব্লক খাতে বর্তমান দায় ১০,৯৯,৯৫,০০০ টাকা।

- বিদ্যমান সিসি ঋণ (প্লেজ ও হাইপোঃ) এর মেয়াদ ৩১/০৭/২০১৫ খ্রি. তারিখে শেষ হয়ে গেলেও বর্তমান দায় স্থিতি সীমাতিরিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে সিসি প্লেজ ৩৪,৭৩,১০,০০০ টাকা এবং সিসি হাইপোঃ ৩,৪৮,৭৪,০০০ টাকা। কিন্তু ঋণসমূহ নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত নবায়ন করা হয়নি এবং উহা মন্দ/কু ঋণে শ্রেণিকৃত।

- তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় গ্রাহক কোন সময়েই নিয়মিত লেনদেন করেননি। ঋণ আদায়ে সময়মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ঋণ হিসাবসমূহকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা হয়েছে। ফলে ব্যাংকের ক্ষতির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

- ঋণটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা, ব্যবস্থাপকের এখতিয়ারে নোটিশ প্রদান করা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উকিল নোটিশ করা, মামলার জন্য অনুমোদন নেয়া, চূড়ান্ত নোটিশ প্রদানকরত মামলা দায়ের করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু উক্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

- মেসার্স কোস্টাল সি ফুড লিঃ এর ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ২৪/০২/২০১৫, ৩১/০৭/২০১৫ এবং ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পরও ৬৫,৮৬,৭২,৪১৪ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

(খ) মেসার্স আবুল কাশেম এর ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা কর্পোরেট শাখার ঋণ গ্রাহক মেসার্স আবুল কাশেমকে সর্বপ্রথম ২০০৭-২০০৮ পাট মৌসুমে ঋণ সীমা ১,৩৫,০০,০০০ টাকা (প্লেজ ১,০০,০০,০০০ + হাইপোঃ ৫,০০,০০০ + পিসিসি ৩০,০০,০০০) ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন মৌসুমে উক্ত ঋণ সীমা বর্ধিতকরণসহ নবায়ন করা হয়। সর্বশেষ ২৭/১১/২০১৩ খ্রি. তারিখের প্রকা/সাঋবি/পাট/আবুল কাশেম/ ১৩১৫৭ নং মঞ্জুরিপত্রের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে (১) প্লেজ হিসাবে ৩০/০৬/২০১৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনাদায়ি সুদ বাবদ ২,৩০,৪৩,০০০ টাকা ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ১ম কিস্তি জানুয়ারি/২০১৪ হতে আদায়যোগ্য করে প্রচলিত সুদ হারে ব্লক ঋণ হিসাবে স্থানান্তর (২) ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ মৌসুমে পাট এর মূল্য হ্রাসজনিত ক্ষতির কারণে ১৪৬.২৩ লক্ষ টাকা ০৪ (চার) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ১ম কিস্তি জানুয়ারি/২০১৪ হতে আদায়যোগ্য করে প্রচলিত সুদ হারে ব্লক ঋণ হিসাবে স্থানান্তর এবং (৩) বিদ্যমান মিশ্র ঋণ সীমা ১১,২৫,০০,০০০ টাকা (প্লেজ ১০,০০,০০,০০০ + হাইপোঃ ২৫,০০,০০০ + পিসিসি ১,০০,০০,০০০) ২০১৩-২০১৪ মৌসুমের জন্য নবায়ন সুবিধা দেয়া হয়। কিন্তু গ্রাহক মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ পরিশোধ করেনি।

- সর্বশেষ ঋণ হিসাব নবায়ন এবং বকেয়া পাওনাসমূহ পরিশোধের জন্য ১০/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের ৩৯৯তম সভায় ক্যাশ ক্রেডিট (পাট) ঋণ গ্রাহক প্রতিষ্ঠান মেসার্স আবুল কাশেম এর অনুকূলে ব্যাংকের বিদ্যমান প্রচলিত শর্তাদি অপরিবর্তিত রেখে (i) প্লেজ ও হাইপোঃ হিসাবে ০১/০৭/২০০৯ খ্রি. তারিখ হতে ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) বছরের আরোপিত সুদ ৬,৯৬,৭২,০০০ টাকার ২% ডাউন পেমেন্ট বাবদ ১৫,০০,০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৬,৮১,৭২,০০০ টাকা সুদবাহী ব্লক হিসাবে নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুরি করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) অনুমোদিত ব্লক সীমার বিপরীতে ২৫% সহায়ক জামানত হিসেবে সোনালী ব্যাংক লিঃ এর এফডিআর অথবা স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে ৪০% তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্যের সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১(ক)]।

(২) প্লেজ ও হাইপোঃ হিসাবের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের সুদ ব্লক করার পর ঋণ হিসাবে সৃষ্ট কুশন পর্যন্ত শাখার প্রত্যক্ষ তদারকি ও তত্ত্বাবধানে প্লেজকৃত পুরাতন পাট ডেলিভারি দিতে হবে। পরবর্তীতে নতুন পাট প্লেজ গ্রহণপূর্বক বিধি মোতাবেক প্লেজ এবং হাইপোঃ হিসাবে উত্তোলন সুবিধা প্রদান করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১(খ)]।

(৩) মার্চ/২০১৬ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। প্রতি রপ্তানি বিল/স্থানীয় বিক্রয় বিল হতে বিল মূল্যের ১০% কর্তন করে ব্লক হিসাবে জমা করতে হবে। কর্তনকৃত অর্থ দ্বারা যদি ব্লক হিসাবের ত্রৈমাসিক কিস্তি সমন্বিত না হয় তাহলে ঘাটতি অর্থ ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করতে হবে। পর পর ০২ (দুই) কিস্তি সম্পূর্ণভাবে পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্লক সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সকল ঋণের স্থিতি আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১(গ)]।

(৪) প্লেজ গ্রহণ, প্লেজকৃত মালামাল ডেলিভারি এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে এবং এর কোন ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১(ঘ)]।

(৫) ব্লক ঋণের সুদের হার ১০% যা ত্রৈমাসিকভিত্তিতে আরোপযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১(ঙ)]।

(৬) ০১ বছর ০৬ মাস মোরাটোরিয়াম সুবিধাসহ ব্লক ঋণের মেয়াদ হবে ০৫ (পাঁচ) বছর অর্থাৎ আগস্ট/২০১৯ পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১(চ)]।

(ii) ২০১৩-২০১৪ মৌসুমে মঞ্জুরিকৃত, সুদ ব্লক সীমা ২,৩০,৪৩,০০০ টাকা এবং মূল্য হ্রাসজনিত ক্ষতির ১,৪৬,২৩,০০০ টাকার সুদসহ বকেয়া প্রস্তাবিত ব্লক ঋণ হতে সমন্বয় করতে হবে।

(iii) বিদ্যমান মিশ্র ঋণ সীমা ১১,২৫,০০,০০০ টাকা (প্লেজ ১০,০০,০০,০০০ + হাইপোঃ ২৫,০০,০০০ + পিসিসি ১,০০,০০,০০০) ২০১৪-২০১৫ মৌসুমের জন্য নবায়ন সুবিধা দেয়া হয়।

- তবে আরো শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট শাখা ও নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় কর্তৃক ঋণ হিসাবসমূহ পরিচালনা সিআরজি ও ক্রেডিট রেটিং এর মান উন্নয়ন এবং মজুদ মালের সংরক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে নিবিড় তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।
- কিন্তু ঋণ হিসাবসমূহ অনুমোদনের পর ০২ (দুই) বছর অতিবাহিত হলেও বর্ণিত শর্তের কোনোটিই ঋণ গ্রাহক কর্তৃক পরিপালন করা হয়নি। গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় প্লেজ ঋণ হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ, সীমাতিরিক্ত হয়ে পড়েছে ও ব্লক ঋণ হিসাবের কোনো কিস্তিই পরিশোধ করা হয়নি। ফলে ব্লক ঋণ হিসাব সুবিধা বাতিল হয়েছে এবং ঋণ হিসাবসমূহ মন্দ ও ক্ষতিজনক ঋণে শ্রেণিকৃত হয়ে পড়েছে।
- শর্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট শাখা ও নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় কর্তৃক সিআরজি ও ক্রেডিট রেটিং এর মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিবিড় তদারকি নিশ্চিত করা হয়নি। ১(গ) ও ১(ঘ) এর শর্তানুযায়ী সকল ঋণের স্থিতি আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- মেসার্স আবুল কাসেম এর ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ৩১/০৭/২০১৫ এবং ৩০/০৮/২০১৯ খ্রি. তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পরও ২০,৭১,৫১,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- নবায়ন মঞ্জুরির শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- পুনতফসিলের শর্তাদি পরিপালন না করা;
- জামানত গ্রহণ না করে ঋণ বিতরণ করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঋণ আদায়ের জন্য সর্বশেষ ১০/০১/২০১৭ খ্রি. তারিখে চূড়ান্ত নোটিশ এবং ০১/০২/২০১৭ খ্রি. তারিখে ব্যাংক মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিগত বছরসমূহে ঋণ গ্রহীতার রপ্তানি/বিক্রয় হ্রাস পাওয়ার কারণে অপারেটিং মুনাফা কমে যাওয়ায় ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং নিম্নমান হয়েছে। প্রস্তাবিত সুদ ব্লক সুবিধা অনুমোদনের পর ঋণ গ্রহীতা পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবসা করতে সক্ষম হলে তার রপ্তানি/বিক্রয় কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়ে অপারেটিং মুনাফা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত হবে মর্মে ধারণা করা হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা পাট ব্যবসা ও রপ্তানিতে অচলাবস্থার সৃষ্টির কারণে ঋণ গ্রহীতা প্রকৃত অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী ব্লক সুবিধাসহ ঋণ সীমা নবায়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, 'ক' অংশে বর্ণিত ঋণগুলোর বিষয়ে চূড়ান্ত নোটিশ এবং লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণের কথা বলা হলেও এবং 'খ' অংশে বর্ণিত গ্রাহক কর্তৃক নবায়ন মঞ্জুরির কোন প্রকার শর্ত পরিপালন না করায় ব্লক ঋণের নবায়ন মঞ্জুরি বাতিল হলেও প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। উল্লিখিত বিষয়ে ১৭/০১/২০১৭ খ্রি. এবং ১০/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৩/১৭ খ্রি. এবং ১৫/১১/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২১/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি.তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, 'ক' অংশে বর্ণিত ঋণ মন্দ এবং ক্ষতি মান শ্রেণিতে পরিণত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে ১৪/০৩/২০১৭ খ্রি. তারিখে মামলা দায়ের করা হয়েছে, মামলা নং- ৭০/২০১৭ এবং শুনানীর ২৩/০২/২০২০ খ্রি. এবং 'খ' অংশে বর্ণিত ঋণ মন্দ এবং ক্ষতি মান শ্রেণিতে পরিণত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে ০৪/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে মামলা দায়ের করা হয়েছে, মামলা নং- ৬০/২০১৯ চলমান আছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৮৬,৫৭,২৫,১১৬ টাকার বিপরীতে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক ৮৬,৫৮,২৩,৪১৪ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : সিসি (হাইপোঃ) ও সিসি (হাইপোঃ) ব্যাংক গ্যারান্টির দায় অনাদায়ি হওয়া সত্ত্বেও ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে দায় বৃদ্ধি এবং রপ্তানি ব্যর্থতার পরও ঋণ পত্রের সুবিধা প্রদানের ফলে ব্যাংকের ৮০,৬৯,৪৯,৭০০ (আশি কোটি উনসত্তর লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশত) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকার ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষায় শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের ঋণ সংশ্লিষ্ট নথি, লেজার কার্ড ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য নথিপত্র এবং বৈদেশিক বিনিময় বিভাগের ঋণ সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সিসি (হাইপোঃ) ও সিসি (হাইপোঃ) ব্যাংক গ্যারান্টির দায় অনাদায়ি হওয়া সত্ত্বেও ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে দায় বৃদ্ধি এবং রপ্তানি ব্যর্থতার পরও ঋণ পত্রের সুবিধা প্রদানের ফলে ব্যাংকের ৮০,৬৯,৪৯,৭০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স নাসের গার্মেন্টস লিঃ ১৭/১০/২০০৪ খ্রি. তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০০% রপ্তানিমুখী টি-শার্ট/পোলো শার্ট, শর্টস ট্রাউজার উৎপাদনের লক্ষ্যে শাখার পত্র নং-স্থা:কা:/সাঋবি/১৬৯৮, তারিখঃ ০৯/১১/২০০৪ খ্রি. মোতাবেক বার্ষিক ১৩% হার সুদে ১ বছর মেয়াদকালের মধ্যে পরিশোধ শর্তে ৩ কোটি টাকা এবং ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ ১১,২৬,৭০০ টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- ঋণ গ্রহীতার ১৭-১২-২০০৭ খ্রি. তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর পত্র নং- স্থাকা/শিঋবি/১০৮, তারিখঃ ১৪/০১/২০০৮ এর মাধ্যমে ৩০/১২/২০০৮ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে বিদ্যমান সিসি (হাইপোঃ) ঋণ সীমা ৩ কোটি টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে পুন:নবায়ন করা হয় এবং ব্যাংক গ্যারান্টি নং-৩৮১ তারিখঃ ১৫/০১/২০০৩ খ্রি. মোতাবেক ১১,২৬,৭০০ টাকা পরবর্তীতে ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধ শর্তে নবায়ন করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) কারখানা প্রাঙ্গনে/গুদামে রক্ষিত ও প্রদর্শিত যাবতীয় কাঁচামাল ও তৈরী পণ্যসহ প্রক্রিয়াধীন পণ্য স্টোরস ও খুচরা যন্ত্রাংশ প্যাকিং দ্রব্যাদি হাইপোথিকেশন অধীনে থাকবে। অগ্নি, দাঙ্গা, ধর্মঘট ও সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির বিপরীতে ব্যাংকের বিধি মোতাবেক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে বীমা করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে এবং ব্যাংকের বিধি মোতাবেক অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ওয়ারহাউস/ওয়ার্কশপ লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) ঋণ মঞ্জুরির পর সমুদয় ঋণ সীমা কভার করে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিষ্ট্রি মর্টগেজ রাখা [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩ (ক)]।

(৩) সুদের হার বার্ষিক ১৩% যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য ও আদায়যোগ্য এবং যে কোন সময় এই হার পরিবর্তনযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬]।

(৪) ঋণ সীমা ০১(এক) বছর অর্থাৎ ৩০/১২/২০০৮ খ্রি. পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৭]।

(৫) তৈরী পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় হতে অথবা এককালীন যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধযোগ্য যদি ঋণ সীমা নবায়ন বিবেচিত না হয় [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৮]।

(৬) ইক্যুইটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১০(ক)]।

(৭) সকল দায়-দেনা নিয়মিত থাকতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১০(খ)]।

(৮) হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১০(গ)]।

- বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত নথি হতে পরিলক্ষিত হয় যে, গ্রাহককে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ব্যাক টু ব্যাক ও পিসি লিমিট মঞ্জুরি আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক শাখা ১৩/০১/২০০৮ খ্রি. মেয়াদে ২৫.০০ কোটি টাকা ব্যাক টু ব্যাক ও ৩.০০ কোটি টাকার পিএসসি লিমিট ৩১/১২/২০০৮ খ্রি. তারিখের মধ্যে পরিশোধের শর্তে নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- মঞ্জুরিকৃত অর্থ বিতরণের পর গ্রাহকের নামে রপ্তানি এলসি লিয়েন রেখে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা হয়। গ্রাহক কর্তৃক ২টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ৯৪ টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হলে গ্রাহক বার বার রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ৩০/০৪/২০০৮ খ্রি. হতে ১১/০৩/২০০৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ২৬০৬.৭২ লক্ষ টাকা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে গ্রাহকের রপ্তানি কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে বিভিন্ন সময়ে পুনঃতফসিলিকরণ সুদ মওকুফ ও ব্লক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায়ের চেষ্টা করা হলে ঋণ গ্রহীতা ঋণ হিসাবে কোনো টাকা জমা প্রদান করেনি। ঋণ মঞ্জুরির শর্তানুযায়ী ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হয়ে ৮০,৬৯,৪৯,৭০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।
- ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ০৪/০১/২০১২ খ্রি. তারিখে সুদ মওকুফের মাধ্যমে মওকুফোত্তর অবশিষ্ট অর্থ আদায়ের প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট জমা দেওয়ার জন্য ঋণ হিসাব সমূহের ঘাটতি ডাউন পেমেন্ট বাবদ ৬.৯৯ কোটি টাকা ১৫ দিনের সময় দেয়ার পরও ঋণ গ্রহীতা প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট জমা দেননি কিংবা ব্যাংকের সুদসহ সমুদয় পাওনা পরিশোধের কোনো কার্যকরী পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়নি। তদুপরি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত কোনো প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর পত্র নং-স্থাকা/বৈবিবি/আমদানী/০৮/৮০৯, তারিখ:১৪/০১/২০০৮ খ্রি. মোতবেক ব্যাক টু ব্যাক এলসি ও পিএসসি লিমিট পরবর্তী ১ বছর অর্থাৎ ৩১/১২/২০০৮ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলীর ১ নং ক্রমিকে সুস্পষ্ট বলা আছে এলসি লিমিট ২৫.০০ কোটি টাকার মধ্যে সেলস্ কন্ট্রাক্টের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকার এলসি স্থাপন করা যাবে এবং তৈরী পোশাক অবশ্যই ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানি করতে হবে। কিন্তু গ্রাহক উক্ত শর্তানুযায়ী মালামাল রপ্তানি করতে ব্যর্থ হন।
- সিসি (হাইপোঃ) ৩০/১২/২০০৮ খ্রি. তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে ৭,৯১,৩১,০০০ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় রয়েছে। সিসি (হাইপোঃ) ঋণের মঞ্জুরিপত্রের ৭নং শর্তানুযায়ী তৈরী পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় হতে অথবা এককালীন যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। প্রতি মাসে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে মজুদ মালের বিবরণী গ্রাহক কর্তৃক শাখায় দাখিল করতে হবে। কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক এ সকল শর্তাবলীর কোনোটিই পরিপালন করা হয়নি।
- মঞ্জুরিপত্রের ৩(চ) নং শর্তানুযায়ী প্রত্যেক অর্থ বছর শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর কপি দাখিলের নির্দেশনা থাকলেও তা সংগ্রহ করা হয়নি।
- তাছাড়া গ্রাহকের নামে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনসহ রপ্তানি কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ থাকায় ব্যাংকের পাওনা ক্ষতির সম্মুখীন (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২)।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- নবায়ন মঞ্জুরির শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- বীমা না করা;
- ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রি মর্টগেজ না রাখা;
- ইক্যুইটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি না করা;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রকল্পটি রুগ্ন শিল্প হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে আবেদন করায় উক্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-১ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি রুগ্ন শিল্প হিসেবে বিবেচনার জন্য শাখার ০২/০৪/২০১৫ খ্রি. তারিখের পত্রে প্রধান কার্যালয়কে সুপারিশ করা হয়। ঋণ আদায়ের নিমিত্ত ঋণ গ্রহীতার সাথে সরাসরি/টেলিফোনে তাগিদ প্রদান অব্যাহত আছে। এছাড়া ০৩/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে এগিয়ে না আসলে ব্যাংককে পাওনা আদায়ের নিমিত্তে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২৮/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক ঋণ হিসাবসমূহের লেজার বকেয়া ৩২২২.৪৫ লক্ষ টাকা। ০৫/০২/২০১৫ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক পরিদর্শন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ঋণের বিপরীতে বিদ্যমান জামানত তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্য ২৩৩৪ লক্ষ টাকা।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে "ঋণ আদায়ের নিমিত্তে ঋণ গ্রহীতার সাথে সরাসরি/টেলিফোনে তাগিদ প্রদান অব্যাহত আছে। এছাড়া ০৩/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখের ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে এগিয়ে না আসলে ব্যাংককে পাওনা আদায়ের নিমিত্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।" বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, অর্থ ঋণ আদালতে ০২/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে মামলা নং-৮৪৪/২০১৬ দায়ের করা হয়েছে যা চলমান আছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৮০,৬৯,৪৯,৭০০ টাকা বিপরীতে পরবর্তীতে ১২-১৪ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক ৭৪,০৭,৮৫,৭৭৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম : প্লেজে মজুদকৃত পাট সুষ্ঠুভাবে যাচাই ছাড়া নবায়ন সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও শ্রেণিকৃত ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৭৩,৬৯,৫৩,০০০ (তিয়াত্তর কোটি ঊনসত্তর লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে জেনারেল ক্রেডিট বিভাগের আওতাধীন দৌলতপুর ও খুলনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স ইস্টার্ণ ট্রেডার্স ও মেসার্স সবুজ বাংলা জুট লিঃ এর ঋণের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্লেজে মজুদকৃত পাট সুষ্ঠুভাবে যাচাই ছাড়া নবায়ন সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও শ্রেণিকৃত ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৭৩,৬৯,৫৩,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স ইস্টার্ণ ট্রেডার্স এর অনুকূলে ২০০৭-২০০৮ খ্রি. হতে ২০১০-২০১১ খ্রি. পর্যন্ত প্লেজ, হাইপোঃ ও পিসিসি সুবিধা এবং সুদবিহীন ব্লক ঋণ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও গ্রাহক প্রকৃত অর্থে সে সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। ফলে শাখার সুপারিশক্রমে ২৮/১২/২০১১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩২ তম সভায় ঋণ গ্রহীতার আবেদন, সংশ্লিষ্ট শাখা, প্রিন্সিপাল অফিস, জিএমও অফিস এবং সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এবং ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায়ের স্বার্থে কস্ট অব ফান্ড কভার করে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর শাখা, খুলনা এর কাঁচাপাট রপ্তানিকারক ও ক্যাশ ক্রেডিট গ্রহীতা মেসার্স ইস্টার্ণ ট্রেডার্স এর অনুকূলে সুদবিহীন ব্লক হিসাবের বকেয়া ৭.৯৯ কোটি টাকা এবং অন্যান্য হিসেবসমূহে আরোপিত সুদ বাবদ ১১.৬১৫৯ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১৯.৬০৫৯ (তিয়াত্তর কোটি ঊনসত্তর লক্ষ তিপান্ন হাজার) টাকা সুদ মওকুফ প্রস্তাব বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি সাপেক্ষে অনুমোদন করে প্রদান করা হয়েছে।

শর্তাবলী :

(১) ডাউন পেমেন্ট বাবদ ৬.৫১০৬ কোটি টাকা প্রদত্ত সুদ মওকুফ সুবিধা অবহিতকরণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-ক)।

(২) সুদ মওকুফোত্তর অবশিষ্ট পাওনা ৩৮.৯৮৯৩ কোটি (৪৫.৪৯৯৯ কোটি- ৬.৫১০৬ কোটি) টাকা ০৫-(পাঁচ) বছর মেয়াদে কস্ট অব ফান্ড হারে সুদারোপ করে সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-খ)।

(৩) বিদ্যমান মজুদ মালামাল বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৩১/১২/২০১১ খ্রি.তারিখের মধ্যে উপরোক্ত হিসাবে জমা দিতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-গ)।

(৪) বিদ্যমান সহায়ক জামানত হিসেবে গৃহীত এফডিআর শেষ কিস্তির সাথে সমন্বয় করে জমা দিতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-ঘ)।

- কিন্তু গ্রাহক ৬.৫১ কোটি টাকার ডাউন পেমেন্ট পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় পুনতফসিল বাতিল হয়ে যায়।
- সর্বশেষ মেসার্স ইস্টার্ণ ট্রেডার্স কর্তৃক প্লেজ ঋণ সুবিধা ভোগ করেছিলেন ১৫ কোটি টাকা। উক্ত হিসাবে ট্রানজেকশনের অভাবে ও ডিপি ঘাটতির কারণে ঋণের অংক গিয়ে দাঁড়ায় ২০.৫০ কোটি টাকা। দীর্ঘ ৫ বছর পূর্বে প্লেজকৃত পাটের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়াতে মজুদকালীন পাটের বাজার মূল্য মণ প্রতি ১,৭০০ টাকার স্থলে হ্রাসকৃত মূল্য ৮৫০ টাকা দরে মেসার্স বাবুল জুট ট্রেডিং দৌলতপুরের অনুকূলে শাখা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রস্তাবনা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আমলে না নেওয়াতে ঋণের দায় ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে ও মজুদকৃত পাটের গুণাগুণ নষ্ট হয়েছে।
- শাখার প্রস্তাবনা ও ২৯/১২/২০১১ খ্রি. তারিখের বোর্ড মেমো ও এর নথির নোটাংশ হতে দেখা যায়, পূর্বে মঞ্জুরিকৃত ৬ (ছয়) টি ব্লক ঋণের ৩৪.০৪ কোটি টাকা আদায় না হওয়াতে ২০১৪ সালে উক্ত ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৩৭১৪.৫৮ লক্ষ টাকা যা মন্দ ঋণে পরিণত হয়। তাছাড়া সিসি প্লেজ, সিসি (হাইপোঃ) ও পিসিসি ঋণের মোট ২২.৩০ কোটি টাকা মঞ্জুরির বিপরীতে অনাদায়ি মন্দ ঋণের পরিমাণ ২৭৮৯.১৬ লক্ষ টাকা (প্লেজ ঋণসহ)। ফলে গ্রাহকের অনুকূলে মোট অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ হয় ৬৫০৩.৭৪ লক্ষ টাকা।
- মেসার্স সবুজ বাংলা জুট লিঃ এর ২৯/১১/২০১২ খ্রি. তারিখের ১১,৯০৮ নং পত্রমূলে চলতি মূলধন হিসাবে মঞ্জুরিকৃত ঋণ সুবিধা এবং পূর্বের ঘাটতিকৃত মালের ব্লক ঋণের সুবিধা গ্রাহক বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩১/০৩/২০১০ খ্রি. তারিখের পরিদর্শনে ঘাটতি মালামাল পাওয়ায় গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন না হওয়াতে ব্লক ঋণের ৮৯.২৬ লক্ষ টাকা বর্তমানে অনাদায়ি রয়েছে। তাছাড়া সিসি (প্লেজ) ও সিসি (হাইপোঃ) ঋণের অনাদায়ি টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ৭৬৩.২৯ লক্ষ টাকা ও ১৩.২৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট (৭,৬৩,২৯,০০০+ ১৩,২৪,০০০+৮৯,২৬,০০০) = ৮,৬৫,৭৯,০০০ টাকা অনাদায়ি।
- আলোচ্য দুটি মিলের মালের বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন দীর্ঘদিন করা হয়নি। ঋণ দুটি শ্রেণিকৃত হওয়া সত্ত্বেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণ আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত ও পুনতফসিলের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- প্লেজকৃত মালামাল ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও ঋণ সীমা নবায়ন করা;
- সুদবিহীন ব্লক সুবিধা প্রদান করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- মেসার্স ইস্টার্ণ ট্রেডার্স এর প্লেজ এর পাট ঋণের তুলনায় কম মূল্য হওয়াতে প্রধান কার্যালয় হতে অনুমোদন দেয়া হয়নি এবং সর্বোচ্চ নিলাম মূল্যে ০৭/০৭/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুমোদনে বিক্রয়ের জন্য শাখাকে অবহিত করা হয় যার প্রেক্ষিতে পাট বিক্রয় করা হয়েছে। মেসার্স সবুজ বাংলা জুট লিঃ এর জামানত দায়ের তুলনায় অধিক। ২০১১-২০১২ সালে নবায়ন দিলেও গ্রাহক শর্ত পূরণ না করায় তা কার্যকরী হয়নি এবং আর ঋণ সুবিধা নবায়ন হয়নি। মেসার্স সুবজ বাংলার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ০৯/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখে মারা গেলে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও ওয়ারিশগণকে ঋণ পরিশোধের জন্য তাগিদ দেয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে মেসার্স ইস্টার্ণ ট্রেডার্স এবং মেসার্স সুবজ বাংলার এর বিষয়ে জানানো হয় যে, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ০৯/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখে মারা গেলে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও ওয়ারিশগণকে ঋণ পরিশোধের জন্য তাগিদ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৭/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১১/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি.তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, মেসার্স ইস্টার্ণ ট্রেডার্স এর বিপরীতে ঋণটি আদায়ের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ আদালতে ১৭/১১/২০১৪ খ্রি. তারিখে, মামলা নং-৯৬/২০১৪ দায়ের করা হয়েছে যা চলমান আছে এবং মেসার্স সবুজ বাংলা জুট লিঃ এর ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় অর্থ আদালতে ২৮/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে মামলা নং-৮৯/১৬, দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৭/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখে জারি মামলা নং-৩৯/২০১৯ দায়ের করা হয়েছে যা চলমান রয়েছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৭৩,৬৯,৫৩,০০০ টাকার বিপরীতে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের Bank Statement, অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব এবং যাচাইকারী দলের সর্বশেষ তথ্য মোতাবেক ১০৪,১৭,৫৯,৪৩৫ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান এর উপর অডিট আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তা আমলে না নিয়ে নতুন করে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ৫৫,৩৩,৭৪,০০০ (পঞ্চান্ন কোটি তেত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকার ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষায় সিএল, ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাখার গ্রাহক মেসার্স ফারুক ডাইং নিটিং এন্ড ম্যানুফেকচারিং লিঃ এর উপর অডিট আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তা আমলে না নিয়ে নতুন করে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ৫৫,৩৩,৭৪,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- গ্রাহকের অনুকূলে চাহিদা মোতাবেক ০৯/০৩/২০০৪ খ্রি. তারিখে ৯৮৭.১৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। প্রকল্প কার্যক্রম সন্তোষজনক না হওয়াতে প্রকল্প সম্প্রসারণকল্পে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ এর পত্র নং- স্থাঃকাঃ/শিপ্রঅডি/৩৪১৪, তারিখঃ ২০/১২/২০০৯ খ্রি. এর মাধ্যমে ১২০২.৮৪ লক্ষ টাকা বিএমআরই করণার্থে ৫০:৫০ ঋণ ইক্যুইটি অনুপাতে ১০(দশ) বছর মেয়াদে (১৫ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ) নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুরি করা হয়।

  শর্ত :

  (১) প্রকল্প ঋণ ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রতিটি ৫৮.৬৪ লক্ষ টাকার ৩৫ টি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। প্রথম বিতরণের তারিখের পর ১৮ তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি আদায় করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১)।

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ এর পত্র নং- স্থাঃকাঃ/শিপ্রঅডি/২০৫৫, তারিখঃ ২১/১১/২০১০ খ্রি. এর মাধ্যমে বিএমআরই এর প্রকল্প ঋণের আওতায় পূরকর্ম খাতে মোট ব্যয় ২৬৫.৫০ লক্ষ টাকার ৬০:৪০ ঋণ ইক্যুইটির অতিরিক্ত ১৫৯ লক্ষ টাকা ঋণ নিম্নবর্ণিত শর্তে অনুমোদন দেওয়া হয়।

  বিশেষ শর্তাবলী :

  (১) ইক্যুইটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এর দপ্তরের প্রত্যয়নকৃত কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হবে।

  (২) হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে মঞ্জুরিকৃত ঋণ সুবিধা কার্যকরী হবে।

  (৩) ঋণ বিতরণের পূর্বে ব্যাংক অনুমোদিত রেটিং এজেন্সী কর্তৃক ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নামে ক্রেডিট রেটিং করে নিতে হবে।

  অন্যান্য শর্তাবলী :

  (১) প্রকল্প ভূমি ও তদুপরিস্থ নির্মিত/নির্মিতব্য ভবন, স্থাপিত যন্ত্রপাতিসহ সমুদয় ঋণ সীমা আবরিত করে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিষ্ট্রি মর্টগেজ রাখা [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ১(ক)]।

  (২) ঋণের মেয়াদ স্থায়ী মূলধন ঋণের জন্য ১৫ (পনেরো) মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ (১৫ মাসের গ্রেস পিরিয়ডের মধ্যে ৯ মাস নিমার্ণকালীন সুদ সহ) ১০(দশ) বছর [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৩]।

(৩) স্থায়ী মূলধন ঋণের জন্য সুদের হার বার্ষিক ১১% যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য ও আদায়যোগ্য এবং ব্যাংকের নীতিমালা পরিবর্তনের সাথে যে কোন সময় এই হার পরিবর্তনযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৫]।

(৪) প্রাক্কলিত পরিশোধসূচি অনুযায়ী প্রকল্প ঋণ ৮.১২ লক্ষ টাকা হিসেবে ৩৫ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

(৫) ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণের তারিখের ১৮তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। কিস্তি আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি রপ্তানি বিল হতে ৫% হারে কর্তন করে ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৬]।

- প্রকল্প ঋণ, বিএমআরই ও চলতি মূলধন (সিসি) দেওয়ার পরও প্রকল্পের কার্যক্রম হতাশাব্যঞ্জক। পরবর্তীতে সময়মত নিয়মমাফিক টাকা পরিশোধ না করায় ঋণসমূহ মন্দ ঋণে পরিণত হয়। ফলে ২০১২ খ্রি. সালের সব ধরনের ঋণের উপর ৩৬৩৯.০৫ লক্ষ টাকা অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়।

- পরবর্তীতে অডিট আপত্তি আমলে না নিয়ে নতুন করে উক্ত ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ এর পত্র নং-স্থাঃকাঃ/শিপ্রঅডি/১২৩৫, তারিখঃ ২৭/০৬/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক উৎপাদনে সহায়তার লক্ষ্যে চলতি মুলধন ১.৭৫ কোটি টাকা হতে ১২ কোটি বৃদ্ধি করে মোট ১৩.৭৫ কোটি টাকাতে উন্নীতকরণ ও কাঁচামাল আমদানির জন্য ১০% মার্জিনে ক্যাশ এলসি লিমিট ১০ কোটি টাকা মঞ্জুরি এবং প্রকল্প ঋণ হিসাব, বিএমআরই ঋণ হিসাব ও অতিরিক্ত বিএমআরই হিসাবের কিস্তি ৩১/১২/২০১২ খ্রি. এর পরিবর্তে ৩১/০৩/২০১৪ খ্রি. হতে আদায়যোগ্যকরণ ও ডিমান্ড লোন হিসাবে বকেয়া ৩১/০৩/২০১৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য ১৭/০৬/২০১৩ খ্রি. তারিখের ৩০৫ তম সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত শর্তে অনুমোদন দেওয়া হয়।

শর্তাবলী :

(১) প্রকল্প ঋণ বিএমআরই হিসাব ও অতিরিক্ত বিএমআরই হিসাব ৩১/০৩/২০১৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ২]। কিন্তু কার্যত দেখা যায় ২৯/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক হিসাব বিবরণীতে মাত্র জমা দেওয়া হয় ১.৬৫ কোটি টাকা এবং (১৬.০৭ – ১.৬৫) = ১৪.৪২ কোটি টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

(২) ডিমান্ড লোন হিসাবে দায় ১.৭২ কোটি টাকা প্রচলিত সুদ হারে ৩১/১২/২০১৩ খ্রি. হতে ৪ (চার) টি সমান মাসিক

কিস্তিতে ৩১-০৩-২০১৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৩]। কিন্তু উক্ত টাকা নিয়মমাফিক পরিশোধ না করায় ঋণ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য করা হয়।

- ঋণ হিসাবটি লেনদেনবিহীন হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের নিকট হতে অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ কোন প্রকার আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৪)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- ইক্যুইটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি না করা;
- সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ না করা;

- ঋণ বিতরণের পূর্বে ব্যাংক অনুমোদিত রেটিং এজেন্সী কর্তৃক ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নামে ক্রেডিট রেটিং না করা;
- কিস্তি পরিশোধ না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তিতে উত্থাপিত ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। তাদের সাথে সরাসরি টেলিফোন এবং পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে উল্লিখিত ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। খেলাপি ঋণ আদায়ের সাথে সাথে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠনের জবাবে জানানো হয় যে, "ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। খেলাপি ঋণ আদায়ের সাথে সাথে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।" কিন্তু দীর্ঘ তিন বছর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। তাছাড়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন পদক্ষেপও নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে ৩১/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখে, ৩২৯/২০১৯ মামলা দায়ের করা হয়েছে যা চলমান রয়েছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৫৫,৩৩,৭৪,০০০ টাকার বিপরীতে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. হতে ৩১/১২/২০২৫ খ্রি. বৃদ্ধি করা হলেও যথানিয়মে কিস্তি পরিশোধ করা হয়নি। তবে অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ও যাচাইকারী দলের সর্বশেষ তথ্য মোতাবেক ৫৫,৩৩,৭৪,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : পুনতফসিল ও ব্লক সুবিধা প্রদান এবং ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৫৩,৮১,৩৬,০০০ (তিপ্পান্ন কোটি একাশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকার ২০১৫ হতে ২০১৬ সালের প্রাথমিক হিসাব নিরীক্ষাকালে কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পুনতফসিল ও ব্লক সুবিধা প্রদান এবং ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৫৩,৮১,৩৬,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বার বার পুনতফসিল ও ব্লক সুবিধা প্রদানের পরেও মঞ্জুরি পত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে কিস্তি পরিশোধ না করায় ঋণ হিসাবসমূহ মন্দ ও ক্ষতিজনক ঋণে শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগের অভাবে ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- সোনালী ব্যাংক লিঃ, খুলনা কর্পোরেট শাখার ঋণ গ্রহীতা লকপুর গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে (১) মেসার্স লকপুর ফিস প্রসেসিং কোম্পানি লিঃ, (২) মেসার্স বাগেরহাট সি ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ও (৩) মেসাস সম্পা আইস এন্ড কোল্ড স্টোরেজ লিঃ এর অনুকূলে বিভিন্ন সময়ে চলতি মূলধন (প্লেজ+হাইপোঃ+আইএলসি) ঋণ বিতরণ করা হয় যা নিম্নে বর্ণিত হলো। যথাক্রমে

১) লকপুর ফিস প্রসেসিং কোং লিমিটেড :

(ক) সর্বপ্রথম ১৯৮৮ সালে সিসি ঋণ ৫০,০০,০০০ টাকা (প্লেজ) মঞ্জুরি দেয়া হয়। পরবর্তীকালে নিয়মিতভাবে ঋণ সীমা বর্ধিতকরণসহ নবায়ন সুবিধা দেয়া হয়। সর্বশেষ ০২/০৪/২০১৩ খ্রি. তারিখে মঞ্জুরিকৃত মিশ্র ঋণ সীমা ১৯,৫০,০০,০০০ (প্লেজ ১৮,০০,০০,০০০ + হাইপোঃ ১,০০,০০,০০০ + আইএলসি ৫০,০০,০০০) টাকা ২৮/০২/২০১৪ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন করা হয়।

(খ) আলোচ্য ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫,১০,০০,০০০ টাকা ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে সুদবাহী ডিমান্ড লোন (ব্লক হিসাব) বিগত ০৮/০২/২০১০ খ্রি. তারিখে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

(গ) ঋণ গ্রহীতা তাদের ০৩/০৩/২০১৪ খ্রি. তারিখের আবেদনে সিসি প্লেজ ও হাইপোঃ, আইএলসি ও প্রণোদনা ব্লক ঋণের একীভূত বকেয়ার উপর প্রয়োজনীয় ১০% ডাউন পেমেন্ট বাদে অবশিষ্ট স্থিতি ২৯,৩২,২১,৫১৮ টাকা ০১ (এক) বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য করে ব্লক ঋণ হিসাব সৃষ্টি করার আবেদন করেন।

(ঘ) আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিচালনা পর্ষদের ০৯/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখের ৩৭১তম সভায় পুনতফসিলিকরণের তারিখ অর্থাৎ ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৩৬ (ছত্রিশ) মাস অর্থাৎ ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি. মেয়াদে ১ম কিস্তি জুলাই/২০১৪ হতে আদায়যোগ্য করে বিদ্যমান ও প্রচলিত সুদ হারে মঞ্জুরিকৃত ব্লক ঋণ (২৯,৩২,২১,৫১৮ টাকা) সুদাসলে স্থিতি দাঁড়াবে ৩০,৪৩,৩৯,৫০০ টাকা যা মাসিক কিস্তিতে (প্রতি কিস্তি ১,০৫,৫০,১০০ টাকা) মোট ৩৬ (ছত্রিশ) কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে এবং এর বিপরীতে ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ৩৬ (ছত্রিশ)টি অগ্রিম চেক নিতে হবে।

(ঙ) ব্লক ঋণ অনুমোদন পরবর্তীতে ঋণ গ্রাহক ০৩/০৭/২০১৪ খ্রি. এবং ০৮/০৭/২০১৪ খ্রি. তারিখের পত্রে ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক ব্লক ঋণের অনারোপিত সুদসহ প্লেজ ও হাইপোঃ ঋণের মোট বকেয়া ৩০,৪২,০৯,১৫৮ টাকা ব্লক ঋণের মেয়াদ পুনতফসিলের তারিখ ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. থেকে ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি., ৩৬ (ছত্রিশ) মাস বহাল রেখে ৬ (ছয়) মাসের গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ কিস্তি পরিশোধের অনুমোদিত তারিখ ০১/০৭/২০১৪ খ্রি. এর পরিবর্তে ০১/০১/২০১৫ খ্রি. নির্ধারণ এবং কিস্তি সংখ্যা ৩৬ (ছত্রিশ)টির পরিবর্তে ৩০ (ত্রিশ)টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ দানের জন্য পুনরায় আবেদন করেন।

চ) পরিচালনা পর্ষদের ৩১/০৭/২০১৪ খ্রি. তারিখের ৩৮২তম সভায় লকপুর ফিস প্রসেসিং কোং লিঃ এর অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত বিভিন্ন ঋণ হিসাবের ৩১/০৩/২০১৪ খ্রি. তারিখের (প্লেজ+হাইপোঃ) স্থিতি ২৯,৩২,২১,৫১৮ টাকা সৃষ্ট ব্লক ঋণ মঞ্জুরির শর্তাবলী এবং মেয়াদ ৩৬ (ছত্রিশ) মাস ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি. অপরিবর্তিত রেখে ৩৬ (ছত্রিশ)টি মাসিক কিস্তির পরিবর্তে ৬ (ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ড সুবিধাসহ ৩০ (ত্রিশ)টি মাসিক কিস্তিতে জানুয়ারি/২০১৫ থেকে প্রচলিত সুদ হারে পরিশোধযোগ্য করে Exit প্রস্তাব বিদ্যমান ও প্রচলিত শর্তসহ অনুমোদন করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) ৩১/০৩/২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবের স্থিতি ২৯,৩২,২১,৫১৮ টাকা শর্তাবলী সৃষ্ট ব্লক ঋণ বিবেচনায় পরবর্তী সময় তথা ০১/০৪/২০১৪ খ্রি. তারিখ থেকে হালনাগাদ আদায়যোগ্য সুদ ও অন্যান্য খরচ ৮৯,৩৫,০৭৩ টাকা এবং পরিশোধের দিন প্রচলিত সুদ হারে আদায়যোগ্য অর্থ পরিশোধ করার পরই প্রস্তাবিত সুবিধা কার্যকর হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ক)।

(২) আগামী ০৬(ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ড কালে বিদ্যমান ও প্রচলিত সুদহারে মঞ্জুরিকৃত/সৃষ্ট ব্লক ঋণ (২৯,৩২,২১,৫১৮ টাকা) এর পরিবর্তিত মাসিক কিস্তি ১,২৮,৪৪,০০০ টাকা ৩০ (ত্রিশ)টি মাসিক কিস্তিতে জানুয়ারি, ২০১৫ হতে আদায়যোগ্য হবে এবং বিপরীতে ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (৩০টি) অগ্রিম চেক নিতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- খ)।

(৩) পরপর ০৩(তিন)টি মাসিক কিস্তি অথবা ০৩ টি মাসিক কিস্তির সমঅঙ্কের অর্থ অনাদায়ি থাকলে আলোচ্য ঋণ হিসেবটি শ্রেণিকৃত এবং অনুমোদিত উক্ত ব্লক ঋণ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- গ)।

(৪) সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্লক ঋণের উপর প্রচলিত হারে সুদ হিসাবায়ন এবং আদায় করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ঘ)।

(৫) ঋণ হিসাবটি সমন্বয়কালে হিসেবের গরমিল জনিত কারণে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায়যোগ্য হলে তা পরিশোধে বাধ্য থাকবেন মর্মে ঋণ গ্রহীতা কোম্পানির নিকট হতে ৩০০ টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা নিতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ঙ)।

২) অনুরূপভাবে বাগেরহাট সি ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এবং সম্পা আইচ এন্ড কোল্ড স্টোরেজ লিঃ এর ক্ষেত্রেও উপরোল্লিখিতভাবে কয়েক বার বর্ণিত সুবিধাদি দেয়া হয়। কিন্তু গ্রাহক বার বার শর্ত ভঙ্গ করে ঋণ পরিশোধে বিরত থাকেন।

- অবশেষে ০৯/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সোনালী ব্যাংক লিঃ, পরিচালনা পর্ষদের ৪৬৪ তম সভায় খুলনা কর্পোরেট শাখার হিমায়িত মৎস্য খাতের ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান (১) লকপুর ফিস প্রসেসিং কোং লিঃ, (২) বাগেরহাট সি ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এবং (৩) সম্পা আইচ এন্ড কোল্ড স্টোরেজ লিঃ ও (৪) সাউদার্ণ ফুডস লিঃ এর বিদ্যমান ঋণ হিসাবসমূহ Exit (নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় নিশ্চিত করা) এর আওতায় মঞ্জুরিকৃত/সৃষ্ট একীভূত ব্লক ঋণ হিসাবসমূহ মার্চ/২০১৬ থেকে ৬ (ছয়) মাস অর্থাৎ আগষ্ট/২০১৬ পর্যন্ত আদায়যোগ্য কিস্তিসমূহ ডেফার্ড করে সেপ্টেম্বর/২০১৬ তারিখের আদায়যোগ্য কিস্তিসমূহের সাথে একীভূত করে বিদ্যমান মেয়াদের মধ্যে পরিশোধের সুযোগ দানের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা, জিএমও, খুলনা, ব্যাংকের ক্রেডিট কমিটি, বিভাগীয় এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে পরিচালনা পর্ষদ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে :

১. (ক) লকপুর ফিস প্রসেসিং কোং লিঃ এর বিদ্যমান ব্লক ঋণ হিসাবের পুনঃনির্ধারিত মাসিক কিস্তি ২,৩৯,৮৩,৯৭৯ টাকা হারে সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে মাসিক কিস্তিতে বিদ্যমান মেয়াদ অর্থাৎ ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি. এর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

(খ) বাগেরহাট সি ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর বিদ্যমান ব্লক ঋণ হিসাবের পুনঃনির্ধারিত মাসিক কিস্তি ২,০৫,০৩,৫০৩ টাকা হারে সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে মাসিক কিস্তিতে বিদ্যমান মেয়াদ অর্থাৎ ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি. এর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

(গ) সম্পা আইচ এন্ড কোল্ড স্টোরেজ লিঃ এর বিদ্যমান ব্লক ঋণ হিসাবের পুনঃনির্ধারিত মাসিক কিস্তি ১,০৪,৭২,৯৮৯ টাকা হারে সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে মাসিক কিস্তিতে বিদ্যমান মেয়াদ অর্থাৎ ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি. এর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে শেষ কিস্তি পরিশোধকালে অন্যান্য চার্জসহ সমুদয় অর্থ পরিশোধযোগ্য হবে। সুদের হার পরিবর্তন হলে কিস্তির পরিমাণ আনুপাতিক হারে পরিবর্তিত হবে।

২. ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহের হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৩)।

৩. ঋণের যাবতীয় দলিলাদি নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় কর্তৃক যাচাই শেষে সঠিকতা সম্পর্কিত প্রত্যয়ন প্রদানের পর অনুমোদিত সুবিধাদি কার্যকর হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৪)।

৪. উদ্যোক্তা/পরিচালকদের সহায়-সম্পদের প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি/দলিলাদি সংগ্রহপূর্বক শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৫)।

৫. Loan Documentation Checklist যথাযথভাবে পূরণকরতঃ ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করেত হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৬)।

অন্যান্য শর্তাবলী :

(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওনা আদায়ে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(খ) ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ৩৬ (ছত্রিশ)টি করে অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক গ্রহণের যে শর্তারোপ করা হয়েছিল সে অনুযায়ী চেক গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা এবং উক্ত চেকের বিপরীতে আদায়ের অগ্রগতি আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে পর্ষদকে অবহিত করতে হবে।

(গ) ঋণের কিস্তি পরিশোধের এ সুবিধাদি শেষবারের মত বলে গণ্য হবে। পরবর্তীতে কোনোভাবেই ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না। গৃহীত সিদ্ধান্ত ১৬/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখে পরিচালনা পর্ষদের ৪৬৫তম সভায় নিশ্চিত করা হয়েছে।

- নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় ৪ (চার)টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধু সাউদার্ন ফুডস লিঃ এর দায় দেনা সমন্বয় হয়েছে। কিন্তু অবশিষ্ট ৩ (তিন)টি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পর ঋণের কোনো টাকাই জমা করা হয়নি। অর্থাৎ প্রদত্ত সুবিধাদি বাতিল হয়েছে।
- ঋণগুলো ৩০/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা, ব্যবস্থাপকের এখতিয়ারে নোটিশ প্রদান করা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উকিল নোটিশ করা, মামলার জন্য অনুমোদন নেয়া, চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করত মামলা দায়ের করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু উক্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- পরিশিষ্টে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ৩০/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে অতিবাহিত হওয়ার পরও ৫৩,৮১,৩৬,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৫]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে কিস্তি পরিশোধ না করা;
- পুনতফসিলের শর্তাদি পরিপালন না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- শর্ত মোতাবেক ৪ (চার)টি ঋণ হিসাবের মধ্যে ১ (এক)টি প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাব (সাউদার্ন ফুডস লিঃ) এর ওভারডিউ ৩.৭৫ কোটি টাকাসহ সমুদয় ব্যাংক পাওনা বাবদ ১৪.৯২ কোটি টাকা পরিশোধ করায় ঋণ হিসাবটি সমন্বিত হয়েছে। অপর ৩ (তিন)টি ঋণ হিসাবের ওভারডিউ কিস্তি পরিশোধের জন্য তাগিদপত্র প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী বিতরণকৃত ঋণগুলোর পরিশোধযোগ্য অর্থ সুদসহ আদায়ের সর্বশেষ তারিখ যথাক্রমে ৩০/০৭/২০১৭ খ্রি. ও ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি. থাকা সত্ত্বেও আদায় না হওয়ায় খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে। এছাড়া ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ তদারকিসহ যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে উক্ত অর্থ অনাদায়ি রয়েছে।
- প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১০/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৫/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২১/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৫৩,৮১,৩৬,০০০ টাকার বিপরীতে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক ৪৬,১৪,২৮,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : প্রকল্প ঋণ, সিসি (হাইপোঃ) ও এলটিআর এর বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরি ও ঋণের টাকা উত্তোলনের পর ঋণ হিসাবে লেনদেন বন্ধসহ বিতরণকৃত অর্থ আদায় করতে না পারায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ৪৭,১৩,১৯,৫২৫ (সাতচল্লিশ কোটি তের লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশত পঁচিশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকার ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের ঋণ সংক্রান্ত নথি, লেজার কার্ড এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্প ঋণ, সিসি (হাইপোঃ) ও এলটিআর এর বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরি ও ঋণের টাকা উত্তোলনের পর ঋণ হিসাবে লেনদেন বন্ধসহ বিতরণকৃত অর্থ আদায় করতে না পারায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ৪৭,১৩,১৯,৫২৫ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স শাহ্ ট্রিমস লিঃ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১০ ও ২০১৪ সালের বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প ঋণ, আইডিসিপিসহ, সিসি (হাইপোঃ) ও এলটিআর ঋণ বিতরণ করা হয়।

- গাজীপুর জেলার টেংরা তেলিহাতী, শ্রীপুর গার্মেন্টস এক্সেসরিজ উৎপাদনকারী প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি সার্বিক দিক দিয়ে উপযুক্ত বিবেচনায় ব্যাংক কর্তৃক ৬০ঃ৪০ ঋণ ইক্যুইটি অনুপাতে ১৯.৫৩ কোটি টাকা আইডিসিপিসহ প্রকল্প ঋণ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ এর পত্র নং স্থাঃকাঃ/শিপ্রঅডি/৯৩৪, তারিখ: ২০/০৫/২০১০ এর মাধ্যমে ১২ (বার) বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী ৩৪ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রকল্প ঋণ এবং ৫টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে প্রতিটি কিস্তি ৩৫.৮০ লক্ষ টাকা হিসাবে আইডিসিপি ঋণ বিতরণের ১ম তারিখের ২১তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করার শর্তারোপ করা হয়।

- নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ এর পত্র নং স্থাঃকাঃ/শিপ্রঅডি/৮৮৬, তারিখ: ২৮/০৫/২০১২ খ্রি. এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণের বিদ্যমান মেয়াদ গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮ মাস হতে আরও ৯ (নয়) মাস বৃদ্ধি করে ২৭ মাসে উন্নীত করে প্রথম কিস্তি ৩০ ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রি. হতে আদায়যোগ্য করে ঋণের বিদ্যমান মেয়াদ ২৯/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখ হতে ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে ৩০শে জুন, ২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত নির্ধারণপূর্বক পুনতফসিল করা হয়।

- গ্রাহকের নিকট হতে কিস্তির অর্থ আদায়ে ব্যাংক শাখা ব্যর্থ হলেও পুনতফসিলের শর্তানুযায়ী পুনতফসিল সুবিধা বাতিল না করে গ্রাহককে সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ হিসাবটি শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং না করায় প্রকল্প ঋণের আদায়যোগ্য ১২ টি কিস্তি বাবদ ১১,৫২,০০,০০০ টাকার বিপরীতে গ্রাহক কর্তৃক কোনো অর্থ পরিশোধ না করায় ওভারডিউ দায় ১১.৫২ কোটি টাকাসহ অনাদায়ি দায় স্থিতি ৩৩,৯৮,১২,৫৯১ টাকা মন্দ ঋণে পরিণত হয়েছে। আইডিসিপি কিস্তি বাবদ আদায়যোগ্য ৯৭,৬৫,৭৭৩ টাকার মধ্যে গ্রাহকের নিকট হতে কোনো অর্থ আদায় না হওয়ায় ঋণ হিসাবটি মন্দ মানে পরিণত হয়।

- গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে সোনালী ব্যাংক লিঃ পরিচালনা পর্ষদের ২৯শে জুন, ২০১০ খ্রি. তারিখের ৩৭৫ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় কার্যালয়ের পত্র নং- স্থাঃকাঃ/শিপ্রঅডি/১৯০২, তারিখঃ ০৪/১২/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে অনুমোদনের তারিখ হতে পরবর্তী ১ (এক) বছর মেয়াদে ৬.০০ কোটি টাকা সিসি (হাইপোঃ) ঋণ এবং ক্যাশ এলসি লিমিট এর ১৫ কোটি টাকা (সর্বোচ্চ ৪,৭৫,০০,০০০ টাকা ৯০ দিনের লিম সুবিধাসহ) বিদ্যমান ও প্রচলিত শর্তসহ নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুর করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) কারখানা প্রাঙ্গনে/গুদামে রক্ষিত ও প্রদর্শিত যাবতীয় কাঁচামাল ও তৈরী পণ্যসহ প্রক্রিয়াধীন পণ্য স্টোরস ও খুচরা যন্ত্রাংশ প্যাকিং দ্রব্যাদি হাইপোঃথিকেশন হিসেবে থাকবে। অগ্নি, দাঙ্গা, ধর্মঘট ও সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির বিপরীতে মোতাবেক ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে বীমা করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে এবং ব্যাংকের বিধি মোতাবেক অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ওয়ারহাউস/ওয়ার্কশপ লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ২(ক)]

(২) ঋণ মঞ্জুরির পর সমুদয় ঋণ সীমা আবরিত করে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিষ্ট্রি মর্টগেজ রাখা [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৩(ক)]

(৩) সুদের হার বার্ষিক ১৪.৫০% যা ত্রৈমাসিকভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য ও আদায়যোগ্য এবং যে কোন সময় এ হার পরিবর্তনযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৬]

(৪) ঋণ সীমা ০১(এক) বছর অর্থাৎ ০২/১২/২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৭]

(৫) তৈরী পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় হতে অথবা এককালীন যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধযোগ্য যদি ঋণ সীমা নবায়ন বিবেচিত না হয় [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৮]

(৬) ইক্যুইটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এর দপ্তরের প্রত্যয়নকৃত কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ১০(ক)(১)]

(৭) এলটিআর এর দায় ১৮০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ১০(ক)(৭)]।

- সিসি (হাইপোঃ) ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী তৈরী পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় হতে অথবা এককালীন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য ছিল। কিন্তু গ্রাহকের সিসি ঋণ হিসাবে আদায়যোগ্য ৬,৭৪,৯৭,০৮৪ টাকার মধ্যে গ্রাহকের নিকট হতে ১,৬১,৮৭৬ টাকা আদায় করতে সক্ষম হলেও ঋণ হিসাবে ৬,৭৩,৩৫,২০৮ টাকা অনাদায়ি; যা মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হয়েছে। নথি হতে দেখা যায়, ব্যাংক শাখা কর্তৃক মজুদ পণ্যের পরিদর্শন করা হয়নি। এমনকি প্রতি মাসে মজুদ পণ্যের বিবরণী সংগ্রহ করা হয়নি। সিসি (হাইপোঃ) ঋণ হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে ২ গুণ লেনদেন নিশ্চিত করা হয়নি।

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ এর পত্র নং স্থাঃকাঃ/শিপ্রঅডি/১০৪১, তারিখঃ ০৫/০৪/২০১৪ এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণের বিদ্যমান আদায়যোগ্য ১ম কিস্তি ৩০ জুন, ২০১৪ এর পরিবর্তে ৩০ জুন, ২০১৫ থেকে আদায়যোগ্যকরণ এবং ঋণের বিদ্যমান মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২১ সাল হতে ০২(দুই) বছর বৃদ্ধি করে ৩০ জুন, ২০২৩ সাল পর্যন্ত পুন:নির্ধারণ, এলটিআর ঋণের ওভারডিউ ৩.৮৪ কোটি টাকা প্রচলিত সুদ হারে ১২টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ১ম কিস্তি ৩০ জুন, ২০১৫ সাল হতে আদায়যোগ্যকরণ এবং সিসি (হাইপোঃ) ব্লক হিসাবে সীমাতিরিক্ত দায় ৭২.০০ লক্ষ টাকা প্রচলিত সুদ হারে ১২ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ৩০ জুন, ২০১৫ খ্রি. হতে আদায়যোগ্য করে নিম্নবর্ণিত শর্তে পুনতফসিল করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) বিধি মোতাবেক ডাউন পেমেন্ট পরিশোধ সাপেক্ষে অনুমোদিত পুনতফসিলসুবিধা কার্যকর হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১)।

(২) প্রতিটি কিস্তির সমপরিমাণ অগ্রিম চেক গ্রহণ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২)।

(৩) পুনতফসিলকৃত ঋণের পর পর ০২টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে পুনতফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩)।

- কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসাবে অদ্যাবধি কোনো টাকা পরিশোধ না করায় দায় স্থিতি ৮২,৬৯,১১৬ টাকা।
- স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক ১০/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে ১৮০ দিন মেয়াদে ৪,০৯,০৪,৪০৬ টাকার এলটিআর সুবিধা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। ঋণ সৃষ্টির তারিখ হতে এলটিআর এর নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ঋণ পরিশোধের শর্তারোপ করা হলেও গ্রাহক কর্তৃক কাঁচামাল আমদানির লক্ষ্যে স্থাপিত এলসির (নং-০৩৩০৬৬১০০০০) বিপরীতে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ না করায় ৪,০৯,০৪,৪০৬ টাকার এলটিআর সৃষ্টি করা হয়; যা ১৮০ দিনের মধ্যে পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়। ঋণ গ্রহীতা এলটিআর হিসাবে মেয়াদকালের মধ্যে কোনো অর্থ পরিশোধ না করায় ৪,৬১,৩৬,১১৬ টাকা অনাদায়ী অবস্থায় পড়ে থাকায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ও কু-ঋণে পরিণত হয়।
- ১৮/০৩/২০১৫ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী গ্রাহকের বন্ধককৃত ভূমি ও নির্মাণাদির তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্য নির্ণিত হয়েছে ১১৭৮.০০ লক্ষ টাকা। যার বিপরীতে গ্রাহকের নিকট সুদাসলে পাওনা রয়েছে ৪৭,১৩,১৯,৫২৫ টাকা [বিস্তারিত : পরিশিষ্ট-৬]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত যথাযথভাবে পরিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা;
- নবায়ন মঞ্জুরি ও পুনতফসিলের শর্তাদি পরিপালন না করা;
- এলটিআর দায় ১৮০ দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা;
- বীমা না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তিতে উত্থাপিত ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। তাদের সাথে সরাসরি টেলিফোনিক এবং পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ঋণ হিসেবসমূহ নিয়মিতকরণসহ ঋণের খেলাপি কিস্তি পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে তাগিদ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ঋণ গ্রহীতা পুনতফসিলের মাধ্যমে ঋণ হিসেবসমূহ নিয়মিত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে "ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে এবং ঋণ গ্রহীতা পুনতফসিলের মাধ্যমে ঋণ হিসাবসমূহ নিয়মিত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন" বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও ঋণ হিসাবসমূহ নিয়মিতকরণের অথবা অর্থ আদায়ের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি, উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিজনিত শ্রেণিকৃত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে ১৬/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখে মামলা নং-৭২/২০১৮, দায়ের করা হয়েছে যা চলমান আছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৪৭,১৩,১৯,৫২৫ টাকার বিপরীতে ১৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখে Bank Statement, অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব এবং যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ৬৫,৩১,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : সিসি প্লেজ গুদামের মজুদকৃত বিপুল পরিমাণ পাট ঘাটতি সংঘটিত হওয়ায় ব্যাংকের ৪৫,৫৫,০০,৯৪০ (পঁয়তাল্লিশ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ নয় শত চল্লিশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৩-২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে মেসার্স আব্দুর রাজ্জাক লিঃ ও মেসার্স এ কে জুট ট্রেডিং এর সিসি প্লেজ ঋণ সংশ্লিষ্ট নথি নিরীক্ষান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, সিসি প্লেজ গুদামে কাঁচা পাট বিপুল পরিমাণে ঘাটতি সংঘটিত হওয়ায় ব্যাংকের ৪৫,৫৫,০০,৯৪০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

মেসার্স আব্দুর রাজ্জাক লিঃ এর ঋণ সংশ্লিষ্ট নথি ও এ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ বিভাগের পত্র স্মারক নং- প্রকা/সাঋবি/সিসি(পাট)/১৭৪৩৬, তারিখ: ২৯/১২/২০১১ খ্রি. মোতাবেক মেসার্স আব্দুর রাজ্জাক লিঃ এর অনুকূলে বিদ্যমান মিশ্র ঋণ সীমা টাকা ৫২ কোটি টাকা, যার মধ্যে সিসি (প্লেজ) ৩০ কোটি টাকা, সিসি (হাইপোঃ) ২ কোটি, পিসিসি ১৫ কোটি টাকা, আইএলসি ৩ কোটি টাকা, আইবিপি ২ কোটি টাকা এবং অনাদায়ি সুদ ৭.৫১৭৩ কোটি টাকা জানুয়ারি/২০১২ খ্রি. মাসের মধ্যে পরিশোধের সুযোগ দান ও সরকার ঘোষিত সুদবিহীন ব্লক ঋণ হিসাবে আদায়যোগ্য খেলাপি কিস্তি মূল বকেয়ার সাথে একীভূত করে কিস্তি পুন:নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) মজুদ মালামাল সমূহ অবশ্যই ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে অগ্নি ও আরএসডি ঝুঁকি বহনযোগ্য পলিসি দ্বারা বীমাকৃত করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) উৎপাদিত পণ্য, কাঁচামাল এবং প্রক্রিয়াধীন পণ্য যা কারখানা বা গুদামে আছে বা থাকবে সেগুলো ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে বন্ধক থাকবে। উক্ত মালামালের জন্য ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথ নামে অনুমোদিত বীমা কোম্পানিতে অগ্নি, আরএসডি, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির বিপরীতে বীমা পলিসি সম্পাদন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(খ)]।

(৩) প্লেজ বহির্ভূত কাঁচাপাট প্লেজ গুদামে রাখা যাবে না এবং কোন অবস্থাতেই ব্যাংকে দায়বদ্ধ পণ্যের বীমাহীন অবস্থায় রাখা যাবে না। এর ব্যতিক্রম হলে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক/কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(গ)]।

(৪) ঋণের সহায়ক জামানত হিসাবে ৮.৬৪৪৪ কোটি টাকার এফডিআর ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত রয়েছে যা চলমান ও বহাল থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩(ক))]।

(৫) মার্জিন ২০% [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৪]।

(৬) সুদের হার ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ১৪% হারে বার্ষিক সুদ আরোপ ও আদায়যোগ্য হবে। সুদের হার সময় সময় পরিবর্তিত হবে এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হারে সুদ আরোপ ও আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬]।

(৭) মৌসুমের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে দ্বিগুণ লেনদেন (টার্ণওভার) নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়বদ্ধ পণ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৭]।

বিশেষ শর্তাবলী :

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট এবং ক্রেডিট রেটিং রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে নবায়িত ঋণ সীমা বিতরণযোগ্য হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-ক]।

(২) ঋণ হিসাবে ঋণ সীমার ন্যূনতম দ্বিগুণ লেনদেন নিশ্চিত করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-খ]।

(৩) অত্র নবায়িত ঋণ বিতরণের পূর্বেই ঋণ ইক্যুইটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-ঢ]।

- ঋণ নবায়নের সময় ৩০/১২/২০১১ খ্রি. তারিখে প্লেজ লেজারে অনাদায়ি ৩৮,১০,৯৪,৯৯৯ টাকা। ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে দেখা যায় ঋণ গ্রহীতার লেনদেন সন্তোষজনক নয়। গুদামে ৩৬৮১২ বেল পাট ঘাটতি সংঘটিত হওয়ার পরও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক ২১/০৫/১৪ খ্রি., ১২/০১/২০১৫ খ্রি. ও ০৩/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে তিন বার নবায়ন দিয়ে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিগত ২৯/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখের পর উক্ত প্লেজ হিসাবে কোন প্লেজমেন্ট ভাউচার নেই। বর্তমানে ঋণটি শ্রেণিকৃত বিএল ঋণে পরিণত হয়ে ২৫,৭৭,৬৪,৮১২ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

অনুরূপভাবে মেসার্স এ কে জুট ট্রেডিং কোং এর ঋণ সংশ্লিষ্ট নথি ও এ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার সাধারণ ঋণ বিভাগের পত্র স্মারক নং- প্রকা/সাঋবি/সিসি(পাট)/১১১২৭, তারিখ: ০১/১১/২০১২ খ্রি. মোতাবেক মেসার্স এ কে জুট ট্রেডিং কোং মালিক ডঃ অশোক কুমার দাস এর অনুকূলে সিসি (মিশ্র) ঋণ সীমা ৫৯৯০.০০ লক্ষ টাকা (প্লেজ-৪০০০ লক্ষ+হাইপোঃ ৭০ লক্ষ+ পিসিসি ১৮০০ লক্ষ + আইএলসি ১২০ লক্ষ) টাকা ২০১২-১৩ মৌসুমের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তে নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) গুদামসহ অন্যান্য পণ্য অবশ্যই ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে বীমাকৃত থাকতে হবে এবং মজুদ পণ্যের বাজার মূল্যের শতকরা ১০% অগ্নি, বন্যা ও আরএসডি ঝুঁকি বহনযোগ্য পলিসি দ্বারা বীমাকৃত করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) উৎপাদিত পণ্য, কাঁচামাল এবং প্রক্রিয়াধীন পণ্য যা কারখানা বা গুদামে আছে বা থাকবে সেগুলো ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে যাবে না এবং কোন অবস্থাতেই ব্যাংকে দায়বদ্ধ পণ্যের বীমাহীন অবস্থায় রাখা যাবে না। এর ব্যতিক্রম হলে বন্ধক থাকবে। উক্ত মালামালের জন্য ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথ নামে অনুমোদিত বীমা কোম্পানিতে অগ্নি, আরএসডি, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির বিপরীতে বীমা পলিসি সম্পাদন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(খ)]।

(৩) প্লেজ বহির্ভূত কাচাঁপাট প্লেজ গুদামে রাখলে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক/কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(গ)]।

(৪) সহায়ক জামানত হিসেবে ঋণ গ্রহীতার নামে ৮৫৪.৮৩ লক্ষ টাকার স্থায়ী আমানত ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত রয়েছে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩]।

(৫) মার্জিন সিসি প্লেজ ২০% এবং সিসি(হাইপোঃ) ৫০% [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫]।

(৬) প্লেজ হিসাব ৩১ জুলাই, ২০১৩ এবং হাইপোঃ হিসাব ৩০ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত।

(৭) কাঁচা পাটের বিপরীতে ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৫.৫০% এবং ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৬.০০% হারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক সুদ আরোপ ও আদায়যোগ্য হবে। সুদের হার সময় সময় পরিবর্তিত হবে এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হারে সুদ আরোপ ও আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬]।

(৮) মৌসুমের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে দ্বিগুণ লেনদেন (টার্ণওভার) নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়বদ্ধ পণ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৭]।

বিশেষ শর্তাবলী :

(১) সিসি প্লেজ ও পিসিসি হিসাবসমূহের অনিয়মিত বকেয়া পরিশোধ করার পরই নবায়ন কার্যকর হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-ক]

(২) ঋণ গ্রহীতার হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট থাকত হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-চ]।

(৩) যথাসময়ে পরবর্তী বছরের ক্রেডিট রেটিং করিয়ে নিতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-জ]।

- মেসার্স এ কে এগ্রো (প্রাঃ) লিমিটেড প্রকল্পের ডুমুরিয়া উপজেলার চক আহসানখালী মৌজায় ফ্যাক্টরি ভবন ও স্থাপনার ৪২৩.৭৩ শতক জমির মোট মূল্য ৯,৭৫,৪৭,৫০০ টাকা বাজার মূল্য ধরে ও ৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য ডুমুরিয়া উপজেলার চক আহসানখালী মৌজায় জমির প্রকৃত মূল্য ১.০০ লক্ষ টাকা শতক হলেও ৫.০০ লক্ষ টাকা শতক ধরে অতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য মঞ্জুরি পত্রের শর্ত মোতাবেক প্লেজকৃত পাটের উপর ১১০% হারে বীমা আবৃত করার শর্ত থাকলেও তা করা হয়নি। ফলে গুদামের ডাস্ট ও নষ্ট পাটের বীমা দাবিও করা হয়নি। নবায়নের সময় ০১/১১/২০১২ খ্রি. তারিখে প্লেজ হিসেবে অনাদায়ী ৪৫,৯৮,৩২,১১১ টাকা। ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে দেখা যায় ঋণ গ্রহীতার লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিপুল পরিমাণ পাট ঘাটতি সংঘটিত হওয়ার পরও আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক ১০/০৬/২০১৫ খ্রি. এবং ২২/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে ২ (দুই) বার নবায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়।
- নিরীক্ষায় দেখা যায়, ০২/০২/২০১৪ খ্রি. তারিখের জিএমওকে/সাঋবি/লাহুরিয়া/অগ্রিম-৫৩১/৪৩৭ সংখ্যক পত্র মোতাবেক বিগত ১৮/০২/২০১৪ খ্রি. তারিখে জনাব পরিমলেন্দু কুমার নাথের নেতৃত্বে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত টিম গঠন করা হয়। দাখিলকৃত তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যাংকের রেকর্ড মোতাবেক গুদামে ২৬০১৮৬ বেল পাট (৫০ কেজি) মজুদ থাকার কথা, কিন্তু পরিদর্শনকালে উক্ত টিম মাত্র ৪৯৩৬২ বেল পাট দেখতে পান অর্থাৎ ২১০৮২৪ বেল পাট গুদামে ঘাটতি দেখতে পান; যার বাজার মূল্য ৪০,২৭,০০,৯৪০ টাকা। এই ঘাটতির জন্য ব্যাংকের দারোয়ান, গুদাম রক্ষক, অগ্রিম অফিসারসহ ব্যাংকের সংঘবদ্ধ চক্রের সহযোগিতায় ঋণ গ্রহীতাকে গোপনে গুদামের পাট সরবরাহ করা হয়েছে।
- ফলে সিসি প্লেজ গুদামে কাঁচা পাট বিপুল পরিমাণ ঘাটতি সংঘটিত করায় ব্যাংকের সর্বমোট (৫,২৮,০০,০০০+ ৪০,২৭,০০,৯৪০)= ৪৫,৫৫,০০,৯৪০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।
- বিগত ০৩/০৬/২০১৮ খ্রি. ও ০৪/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা দল দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা ও ঋণ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহযোগিতায় নিরীক্ষা দল ঋণ গ্রহীতাদের গুদামগুলো পরিদর্শনকালে মেসার্স আব্দুর রাজ্জাক লিঃ এর মানিকতলা ও দৌলতপুর সদরের গুদামের ২১/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখের স্টক রিপোর্ট অনুযায়ী ৯/১০ বছরের পুরাতন স্টক, টি সি বটম ৫০ কেজির ২২৫১০ বেল রোপবাস্ট, ৫০ কেজির ৪৩৯১ বেল তোষা বি টি ই ১৮০ কেজির ২৩১৭ বেল, টি সি বটম (এইচডি) ৫০ কেজি ২৯২৭২ বেল গুদামে দেখা গেলনা। বর্তমান স্টক রিপোর্ট অনুযায়ী ৮৭৭৩৯ বেল পাটের মধ্যে ৮-১০% পাট মজুদ আছে, যা দীর্ঘদিন অব্যবস্থাপনায় পড়ে থাকায় গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে।

- অনুরূপভাবে মেসার্স এ কে জুট ট্রেডিং এর দৌলতপুর প্লেজ গুদামের গুদাম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং মালিক পক্ষের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা গেল ২য় শ্রেণির গুদামসমূহের চাল ছিদ্রযুক্ত, যা দিয়ে বর্ষার মৌসুমে পানি পড়ে পাট ভিজে যায় ও কিছু পাট পঁচে নষ্ট হয়েছে। উক্ত গুদামে ২০% মজুদ পাট রয়েছে, যা দীর্ঘদিন অব্যবস্থাপনার কারণে গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৭(১+২)]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত ও নবায়ন মঞ্জুরির শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- প্লেজ গুদামের মজুদকৃত পাট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নবায়ন সুবিধা প্রদান করা;
- ঋণ হিসাবে ঋণসীমার ন্যূনতম দ্বিগুণ লেনদেন নিশ্চিত না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাবে জানান যে, এ বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন ।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে "এ বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন" বলে জানানো হলেও প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৭/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১১/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ঋণটি মন্দ/কু-মানে শ্রেণিকৃত হওয়ার পরও ঋণ আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৪৫,৫৫,০০,৯৪০ টাকার ঋণটির সাথে ০২টি প্রতিষ্ঠান জড়িত যথাক্রমে **(ক)** মেসার্স আব্দুর রাজ্জাক লিঃ এর জড়িত ৫,২৮,০০,০০০ টাকার ঋণটি পরিশোধের সময়সীমা ৩০/০৬/২০১২ খ্রি. এবং **(খ)** মেসার্স একে জুট ট্রেডিং কোং এর জড়িত ৪০,২৭,০০,৯৪০ টাকার ঋণটি পরিশোধের সময়সীমা ৩১/০৭/২০১৩ খ্রি. তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পরও আপত্তিকৃত অর্থ আদায়/সমন্বয় করা হয়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৪৫,৫৫,০০,৯৪০ টাকার বিপরীতে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখের Bank Statement, অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব এবং যাচাইকারী দলের সর্বশেষ তথ্য মোতাবেক ২২৩,৩৫,৫৯,২৫০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম : সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৪৫,৪৪,৭৪,২০৩ (পঁয়তাল্লিশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার দুইশত তিন) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৫ হতে ২০১৬ সালের প্রাথমিক হিসাব নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-২ এর নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৪৫,৪৪,৭৪,২০৩ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স কুশিয়ারা কম্পোজিট নীট ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ১৯৯৭ সালে তাদের অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত ৬,৯৩,৭৫,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ ও তাদের ইক্যুইটি বিনিয়োগে ১০০% রপ্তানিমুখী কম্পোজিট নীট গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু করে। ২০১১ সালে মূল প্রকল্প ঋণ সমন্বয় করে।
- প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য ২০০৪ সালে ৬,৯২,৬৬,০০০ টাকা ১ম বিএমআরই ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালে ৪ (চার)টি ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানির দায় অন্তর্ভুক্ত করে ২২,১৭,৩২,০০০ টাকা বিএমআরই-২ প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- ২০১০-২০১১ সালে রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি হয়ে ঋণটি মন্দ এবং ক্ষতি মানে শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ে। ২০/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের ৪৭০তম সভায় অনুমোদিত সুদ মওকুফ সুবিধার পরিমাণ (অনারোপিত সুদ ১০০% বাবদ ২৪,২২,৩৪,৬৪১ টাকা) অপরিবর্তিত/বহাল রেখে পরিশোধিতব্য ডাউন পেমেন্ট ১০% এর পরিবর্তে ৫% এ এবং সুদ মওকুফ অনুমোদনের পর ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক জমাকৃত ১,৪০,২৪,৩৭৩ টাকা বাদে মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য বর্তমান বকেয়া ৪৫,৪০,৭৪,২০৩ টাকা চূড়ান্ত পরিশোধের সময়সীমা ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি.তারিখ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব নিম্নবর্ণিত শর্তে অনুমোদন করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) সুদ মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য পাওনা ৪৬,৮৪,৯৮,৫৭৬ টাকা সুদ মওকুফ সুবিধা ঋণ গ্রহীতাকে অবহিতকরণের ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১)।

(২) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রদত্ত সুদ মওকুফ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ব্যাংকের সমুদয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২)।

(৩) অবশিষ্ট ডাউন পেমেন্ট এর বিপরীতে জমাকৃত ৩,৮০,০০,০০০ টাকার অগ্রিম চেক নির্ধারিত ০৭/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখের মধ্যে নগদায়ন না হলে গ্রাহকের বিরুদ্ধে এনআই এ্যাক্ট ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারার বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩)।

(৪) সুদ মওকুফোত্তর পাওনার সমান অংকের ০১ (এক) টি অগ্রিম তারিখ যুক্ত চেক নিতে হবে। নির্ধারিত তারিখে চেক নগদায়ন না হলে গ্রাহকের বিরুদ্ধে এনআই এ্যাক্ট ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারার বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-৪)।

(৫) মওকুফ অবশিষ্ট পাওনা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করবেন এবং হিসাবে গড়মিল জনিত কারণে গ্রাহকের নিকট অঙ্গীকার নিতে হবে (মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-৫)।

- গ্রাহক শর্তের কোনোটিই পালন করেনি ফলে ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখে সুদ মওকুফ সুবিধা বাতিল হয়ে যায়।
- কিন্তু নিরীক্ষাকালীন অর্থাৎ ০২/৫/২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক কোনো শর্তই পালন করেননি। শর্ত ভঙ্গের কারণে মওকুফ সুবিধা বাতিল হলেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ শর্তানুযায়ী গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
- পরিশিষ্টে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী ৩১/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৪৫,৪৪,৭৪,২০৩ টাকা অনাদায়ি রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৮]।

অনিয়মের কারণ :

- সুদ মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য পাওনা ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা;
- সুদ মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য পাওনার সমান অঙ্কের ০১টি অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক না নেয়া;
- মওকুফ অবশিষ্ট পাওনা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করা;
- পুনতফসিলের শর্তাদি পরিপালন না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সুদ মওকুফোত্তর বকেয়া টাকা ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য ঋণ গ্রহীতা কোম্পানিকে শাখা থেকে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মওকুফোত্তর ব্যাংক পাওনা আদায় না হলে এবং ৪৫,৪৪,৭৪,২০৩ টাকার সমান অংকের তারিখ যুক্ত চেক নির্ধারিত ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখে নগদায়ন না হলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১০/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৫/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২১/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৪৫,৪৪,৭৪,২০৩ টাকার বিপরীতে ৩০/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে Bank Statement, অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব এবং যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ৪১,৯০,০৪,৯৫২ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম : প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরি ও পুনঃ ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) সৃষ্টি করে ঋণের দায় বৃদ্ধি এবং গ্রাহক কর্তৃক ঋণের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ৩৮,৬৮,০৬,৩৫৭ (আটত্রিশ কোটি আটষট্টি লক্ষ ছয় হাজার তিনশত সাতান্ন) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এর ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের ঋণ সংশ্লিষ্ট নথি, লেজার কার্ড ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য নথিপত্র এবং বৈদেশিক বিনিময় বিভাগের ঋণ সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরি ও প্রকল্প ঋণের অর্থ নিয়মিত আদায় না হওয়ার পরও পুনঃ ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) সৃষ্টি করে ঋণের দায় বৃদ্ধি এবং গ্রাহক কর্তৃক ঋণের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ৩৮,৬৮,০৬,৩৫৭ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স গোল লাইন নীট ওয়্যার লিমিটেড এর অনুকূলে গ্রে নীট ফেব্রিক্স, টি-শার্ট/পোলো শার্ট তৈরীর লক্ষ্যে (১০০% রপ্তানিমুখী) সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকার পত্র নং স্থাকা/শিঋবি/১৪৫৫, তারিখঃ ০৩/০৮/২০০৫ এর মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত শর্তে ৭(সাত) বছর মেয়াদে প্রাক্কলিত স্থায়ী ব্যয় ৯.২০ কোটি টাকার বিপরীতে ৫০:৫০ ঋণ ইক্যুইটি ভিত্তিতে ৪.৬০ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণ সীমা ব্যাংক কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুরি ও অনুমোদন করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) ব্যাংকের অনুকূলে সম্পূর্ণ ঋণ সীমা কভার করে ব্যাংক বিধি মোতাবেক রেজিস্টার্ড মর্টগেজ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ২(ক)]।

(২) প্রকল্প ভবনে স্থাপিত/স্থাপিতব্য যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, আনুষাঙ্গিক খুচরা যন্ত্রাংশ, প্রাথমিক মালামাল, স্টোর এন্ড স্পেয়ার্স ঋণের জামানত হিসেবে বীমাকৃত অবস্থায় ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশন থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ২(খ)]।

(৩) কোম্পানির গাড়ির ব্লু-বুক, রেজিস্ট্রেশন ব্যাংক ও কোম্পানির যৌথনামে করতে হবে ও যথাযথভাবে যৌথনামে বীমাকৃত অবস্থায় রাখতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ২(গ)]।

(৪) ঋণের মেয়াদ ১৮ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ০৭ বছর [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৩]।

(৫) স্থায়ী মূলধন ঋণের জন্য সুদের হার ৯% হারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে প্রয়োগযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৪]।

(৬) প্রকল্প ঋণ প্রতিটি ২৬.৭৮ লক্ষ টাকার ২২টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এবং নিমার্ণকালীন সুদ ৫.৭০ লক্ষ টাকার ৫ টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। প্রথম ঋণ বিতরণের ২১তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৬]।

(৭) প্রকল্পটি অনুমোদিত ব্যয় সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৯]।

- ঋণ গ্রহীতার ২৫/০১/২০০৭ খ্রি. ও ২৭/০২/২০০৭ খ্রি. তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে পত্র নং- স্থাঃকাঃ/১০৫৬ তারিখঃ ২০-০৬-২০০৭ খ্রি. মোতাবেক স্থায়ী ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ৫২:৪৮ ঋণ ইক্যুইটিতে মঞ্জুরিকৃত প্রকল্প ঋণ সীমা ১০.৮৩৫১ কোটি টাকা থেকে ৫৭:৪৩ ঋণ ইক্যুইটিতে ১.৫৯৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে বিদ্যমান মেয়াদে ১৫-১১-২০১২ খ্রি. ঋণ সীমা ৭.১৮ কোটি টাকা (আইডিসিপিসহ) প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরিশোধ সূচি অনুযায়ী প্রতি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ৪৫.১৬ লক্ষ টাকা ২২ টি কিস্তিতে এবং নির্মাণকালীন সুদ ৫টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে প্রতিটি ৫.৭০ লক্ষ টাকা করে পরিশোধ করতে হবে। ঋণ বিতরণের প্রথম তারিখের ২১তম মাস অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ খ্রি. হতে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করার শর্তারোপ করা হয়। এছাড়া প্রতিটি রপ্তানি বিল হতে ৫ শতাংশ হারে কর্তন করে ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে।
- মঞ্জুরিপত্রের ৭ (৮) নং শর্তানুযায়ী প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি কোনো বর্ধিত ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তা সম্পূর্ণ ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে নির্বাহ করতে হবে। কিন্তু তা না করে বর্ধিত ব্যয়ের অর্থ ঋণ সীমা বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা হয়।
- মঞ্জুরিকৃত অর্থ বিতরণের পর আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রেক্ষিতে গ্রাহকের নামে রপ্তানি এলসি লিয়েন রেখে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা হয়। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ৪টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়। কিন্তু গ্রাহক বার বার রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে আমদানি দায় পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে গ্রাহকের নামে ব্যাক টু ব্যাক এলসি বন্ধ করা হলে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ঋণের টাকা নিয়মিত পরিশোধ না করায় সকল ঋণ হিসাব মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ে। ফলে ঋণ হিসাবে ৩০/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখের স্থিতিভিত্তিক প্রকল্প ঋণ, আইডিসিপি, ফোর্সড লোন ও পিএসসি বাবদ ব্যাংকের মোট ৩৮,৬৮,০৬,৩৫৭ টাকা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।
- ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রান্সজেকশন অ্যাক্ট অনুযায়ী রপ্তানি এলসি ইস্যুর তারিখ হতে ১২০ দিনের মধ্যে মূল্য প্রত্যাবাসিত হতে হবে। এক্ষেত্রে শিপমেন্ট তারিখ অনুযায়ী ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন জরুরী। আলোচ্য ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করায় গ্রাহক রপ্তানি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে বিপুল অংকের ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে ব্যাংকের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়ের ০৪/০৩/২০১০ খ্রি. তারিখের আইটিএফডি/রপ্তানি/গার্মেন্টস/২৮৪ সংখ্যক পত্রে ৩১/১২/২০০৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সকল স্বীকৃত বিল পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হলেও তা পরিপালন করা হয়নি।
- গ্রাহক কর্তৃক ২৭টি এলসির বিপরীতে টাকা ২,৯১,৯৪,৯১৩, ২২/১০/২০০৯ খ্রি. তারিখে ১ টি এলসির বিপরীতে টাকা ৬৮,৫৮০; ০৮/০৪/২০১০ খ্রি. তারিখে ১০টি এলসির বিপরীতে ৪৩,৮৬,১৮৫ টাকা; ১৫/০৪/২০১০ খ্রি. তারিখে ১৪টি এলসির বিপরীতে ১,৪৬,৩৩,৬৭৭ টাকা; ০৪/০৭/২০১০ খ্রি. তারিখে ৬টি এলসির বিপরীতে ৬০,০৫,৭৮৮ টাকা এবং পর্যায়ক্রমে ৩৪টি এলসির বিপরীতে ৩,৩৭,৮৭,৬৭৫ টাকা সর্বমোট ৮,৮০,৭৬,৮১৮ টাকার ফোর্সড লোন সুবিধা গ্রহণসহ পিএসসি ঋণ হিসাবে ৯৩,০০,০০০ টাকা গ্রহণপূর্বক প্রকল্প স্থাপন করে ব্যবসা পরিচালনা করার পর মঞ্জুরি পত্রের শর্ত মোতাবেক এবং পরবর্তীতে পুনতফসিলিকরণের শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে।
- কর্তৃপক্ষের মনিটরিং এর অভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ আদায় না হওয়ায় এবং যথাসময়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উল্লিখিত ৪ (চার) টি ঋণের বিপরীতে মোট অনাদায়ি স্থিতির পরিমাণ (প্রকল্প ঋণ+আইডিসিপি+ফোসর্ড লোন+ পিএসসি) বাবদ ৩৮,৬৮,০৬,৩৫৭ টাকা, যার বিপরীতে সহায়ক জামানতের পরিমাণ মাত্র ২৪.০০ লক্ষ টাকা।
- তাছাড়া গ্রাহকের নামে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনসহ রপ্তানি কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ থাকায় ব্যাংকের পাওনা ক্ষতির সম্মুখীন [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৯]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত ও পুনতফসিলের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- অপর্যাপ্ত সহায়ক জামানত এর বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরি করা;
- বীমা না করা;
- সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ না করা;
- ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রি মর্টগেজ না রাখা;
- রপ্তানি (LC) ইস্যুর তারিখ হতে ১২০ দিনের মধ্যে মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়া;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তিতে উত্থাপিত ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ঋণ পরিশোধ করার জন্য শাখা থেকে বিভিন্ন তারিখে পত্র দেয়া হয়। শাখা থেকে ঋণ আদায়ের জন্য সর্বশেষ লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করার পূর্বে প্রস্তুতি হিসেবে আরজির খসড়া কপি ব্যাংক মনোনীত আইনজীবী কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে "ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করার পূর্বে প্রস্তুতি হিসেবে আরজির খসড়া কপি ব্যাংক মনোনীত আইনজীবী কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে" বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি, উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, অর্থ ঋণ আদালতে ৩১/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে মামলা নং-৮৮৬/২০১৬ দায়ের করা হয়েছে যা চলমান আছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৩৮,৬৮,০৬,৩৫৭ টাকার বিপরীতে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক ৪৮,৯৩,০৩,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১০

শিরোনাম : নবায়ন ও সুদ মওকুফসহ পুনতফসিল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও প্রকল্প ঋণ, প্রকল্প ঋণ ব্লক (হাইপোঃ), পিএডি ও ডিমান্ড লোনের দায় আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ৩৩,৭৬,৫৪,০০০ (তেত্রিশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ চুয়ান্ন হাজার) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এর ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষায় শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন ডিপার্টমেন্ট এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের ঋণ সংশ্লিষ্ট নথি ও ব্যাংক হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নবায়ন ও সুদ মওকুফসহ পুনতফসিল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও প্রকল্প ঋণ, প্রকল্প ঋণ ব্লক (হাইপোঃ), পিএডি ও ডিমান্ড লোনের দায় আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ৩৩,৭৬,৫৪,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স ফেয়ার নিটিং লিঃ কর্তৃক টি-শার্ট ও পলো-শার্ট উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রকল্প ঋণ বাবদ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর পত্র নং-স্থাকা/শিপ্রঅডি/৬৯৬, তাং: ১৩/০৪/২০১১ খ্রি. মোতাবেক (১) প্রকল্প ঋণ, প্রকল্প ঋণ সুদবিহীন ব্লক হিসাবের বিদ্যমান মেয়াদ (৩০/১০/২০১৮ খ্রি.) ত্রৈমাসিক কিস্তি ডিসেম্বর/২০১১ হতে আদায়যোগ্য করে পুনতফসিলিকরণ, (২) সিসি-ব্লক হিসাবে এবং সিসি (হাইপোঃ) হিসাবের সীমাতিরিক্ত দায় একীভূত করে সুদবাহী ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করে ত্রৈমাসিক কিস্তি ৩০ ডিসেম্বর, ২০১১ খ্রি. হতে আদায়যোগ্য করে ৩ (তিন) বছর মেয়াদে পুনতফসিলিকরণ, (৩) বিদ্যমান ডিমান্ড লোন (নতুন) ২.৬২৫০ কোটি টাকা ত্রৈমাসিক কিস্তি ৩০ ডিসেম্বর, ২০১১ খ্রি. হতে আদায়যোগ্য করে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে পুনতফসিলিকরণ এবং (৪) বিদ্যমান সিসি (হাইপোঃ) সীমা ৬ কোটি টাকা ও সাইট এলসি লিমিট ১ কোটি টাকা অনুমোদনের তারিখ হতে ০১(এক) বছর মেয়াদে নবায়ন অনুমোদন দেয়া হয়।

  শর্তাবলী :

  (১) পুনতফসিলকৃত ঋণের ২টি কিস্তির অর্থ অনাদায়ি হলে পুনতফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ পন্থায় ব্যাংকের পাওনা আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১)।

  (২) পুনতফসিলীকরণ অনুমোদন মোতাবেক ঋণ হিসাবসমূহে আদায়যোগ্য কিস্তির পরিমাণ অঙ্কের প্রয়োজনীয় সংখ্যক Post Dated Cheque প্রদান করতে হবে(মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩)।

  (৩) হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি সংগ্রহের পর প্রদত্ত সুবিধা কার্যকর হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৪)।

  (৪) ডিমান্ড লোনের বিপরীতে ডাউন পেমেন্ট বাবদ দাখিলকৃত ০.২৬৫০ কোটি টাকার চেক অনুমোদনের ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে নগদায়ন করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫)।

  (৫) ডিমান্ড লোনের বিপরীতে সৃষ্ট স্টক লটের মজুদ মালামাল অতিসত্বর বিক্রি করে ডিমান্ড লোন হিসেবে জমা করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬)।

- ঋণ হিসাবটি পুনতফসিল করার পর গ্রাহক কর্তৃক প্রকল্প ঋণ হিসাবে ৪৫৩.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৫.২৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়। প্রকল্প ব্লক এর ৫৫.৮০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৫.৬৯ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেন এবং প্রকল্প ঋণ (সুদ মওকুফকৃত) ১৫৭.২৭ লক্ষ টাকার বিপরীতে অদ্যাবধি কোনো অর্থই ঋণ হিসাবে জমা প্রদান করেনি। ফলে প্রকল্প ঋণ হিসাবে বকেয়া স্থিতি (১১৪৮.০৬ লক্ষ + ১০৭.৭৭ লক্ষ + ১৫৭.২৭ লক্ষ) = ১৪১৩.১০ লক্ষ টাকা অনাদায়ি অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

- সিসি (হাইপোঃ) ঋণের ৬০০.০০ লক্ষের বিপরীতে আদায়যোগ্য ৬৯৪.০৯ লক্ষের মধ্যে কোনো টাকাই পরিশোধ করা হয়নি। ফলে অনারোপিত সুদসহ ৮৩২.৪১ লক্ষ টাকা অনাদায়ি এবং সিসি (হাইপোঃ) ব্লক ঋণের ১২৮.৬৭ লক্ষ টাকাসহ আদায়যোগ্য ২২৭.৯৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১ লক্ষ টাকা পরিশোধ করার পর লেজার স্থিতি ২২৬.৯৬ লক্ষ টাকা এবং অনারোপিত সুদসহ বকেয়া স্থিতি ২৭১.২১ লক্ষ টাকা অনাদায়ি অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ হিসাবে (৮৩২.৪১ লক্ষ + ২৭১.২১ লক্ষ) = ১১০৩.৬২ লক্ষ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

- পিএডি ব্লক ঋণ সীমা ১৯৩.৪০ লক্ষ টাকার বিপরীতে আসল ও আরোপিত সুদ বাবদ ২৭৭.০৬ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্যের বিপরীতে গ্রাহক কর্তৃক ২১১.২১ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে জমা প্রদান করে; যার অনাদায়ি লেজার স্থিতি ৬৬.১৫ লক্ষ টাকা এবং অনারোপিত সুদ ৩৫.৬৯ লক্ষ টাকাসহ (৬৬.১৫ লক্ষ + ৩৫.৬৯ লক্ষ) = ১০১.৮৪ লক্ষ টাকা অনাদায়ি। ডিমান্ড লোন ব্লক ইউনিট-১ এর ঋণ সীমা ১৪১.১৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে আদায়যোগ্য ১৮০.৮০ লক্ষ টাকার মধ্যে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ১৩০.৬০ লক্ষ টাকা; যার লেজার স্থিতি ৫০.৪৪ লক্ষ টাকা। অনারোপিত সুদ ২৮.০১ লক্ষ টাকাসহ অনাদায়ি ৭৮.৪৫ লক্ষ টাকা, ডিমান্ড লোন ব্লক ইউনিট-২ এর ঋণ সীমা ২৭২.৪২ লক্ষ টাকার বিপরীতে আরোপিত সুদসহ আদায়যোগ্য ৩৩৩.৮৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫৭.৭৮ লক্ষ টাকা আদায় করার পর লেজার স্থিতি ২৭৬.০৭ লক্ষ টাকা এবং অনারোপিত সুদসহ বকেয়া স্থিতি ৪২৪.২৮ লক্ষ টাকা অনাদায়ি এবং ডিমান্ড লোন (নতুন) ২১১.৫৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে আরোপিত ও অনারোপিত সুদাসলে ৩০৬.৮৮ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসাবে ৫১.৬৩ লক্ষ টাকা জমা প্রদান করেন; ফলে ঋণ হিসাবে ২৫৫.২৫ লক্ষ টাকা অনাদায়ি। ঋণ গ্রহীতার নিকট (১০১.৮৪ লক্ষ + ৭৮.৪৫ লক্ষ + ৪২৪.২৮ লক্ষ + ২৫৫.২৫ লক্ষ) = ৮৫৯.৮২ লক্ষ টাকা অনাদায়ি রয়েছে। ঋণ হিসাবসমূহে গ্রাহকের নিকট (প্রকল্প ঋণের ১৪১৩.১০ লক্ষ + সিসি হাইপোঃ ঋণের ১১০৩.৬২ লক্ষ + পিএডি ও ডিমান্ড লোন বাবদ ৮৫৯.৮২ লক্ষ) = ৩৩৭৬.৫৪ লক্ষ টাকা অনাদায়ির ফলে ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।

- ২৪/০৮/২০০৯ খ্রি. ও ২৪/০৪/২০১১ খ্রি. তারিখে পরপর ২টি ডিমান্ড লোন থাকা সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে রপ্তানি ঋণপত্রের সঠিকতা, ফরেন বায়ারের ক্রেডিট রিপোর্ট এবং রপ্তানি এল.সি এর বিপরীতে খোলা ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের পণ্য দ্বারা মালামাল তৈরী হয়ে যথাসময়ে সিপমেন্ট হবে কি না তার নিশ্চয়তা থাকার পাশাপাশি ১টি রপ্তানি ঋণপত্রের মালামাল রপ্তানি হওয়ার নিশ্চয়তা সাপেক্ষে নতুন রপ্তানি এলসি এর ব্যাক টু ব্যাক এলসি না খোলাই মূলত নতুন করে ডিমান্ড লোন সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

- পরিচালনা পর্ষদের ১১/০৪/২০১১ খ্রি. তারিখের ১৯০ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিমান্ড লোনের বিপরীতে সৃষ্ট স্টক লটের সমুদয় মালামাল অতি সত্বর বিক্রয় করে ডিমান্ড লোন হিসাবে জমা করার শর্তারোপ করা হয়। কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক সৃষ্ট স্টক লটের মালামাল বিক্রয় করে ডিমান্ড লোন হিসাবে প্রদান করা হয়নি।

- নবায়ন অনুমোদনের তারিখ হতে ১ (এক) বছর অর্থাৎ ১০/০৪/২০১২ খ্রি. তারিখের মধ্যে সিসি (হাইপোঃ) ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে এবং প্রতি মাসে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে মজুদ মালের বিবরণী গ্রাহক কর্তৃক শাখায় দাখিল করতে হবে।

- তৈরী পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় হতে অথবা এককালীন যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। চলতি মূলধন ঋণ হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে দ্বিগুণ পরিমাণ লেনদেন করতে হবে। কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক এ সকল শর্তাবলীর কোনটিই পরিপালন করা হয়নি।

- ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের অর্থ আদায়কল্পে শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ কোন প্রকার আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১০]।

অনিয়মের কারণ :

- নবায়ন মঞ্জুরির শর্ত ও পুনতফসিলের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকি না থাকা;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তিতে উত্থাপিত ঋণ গ্রহীতার সংগে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ঋণ পরিশোধ করার জন্য শাখা থেকে বিভিন্ন তারিখে পত্র প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহীতা সাড়া না দেয়ায় সর্বশেষ লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্যোক্তা অক্টোবর/২০১৫ মাসে ঋণ হিসাবগুলো সুদ মওকুফের আওতায় পরিশোধের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট জমাকরণের লক্ষ্যে ২(দুই) মাস সময়ের আবেদন করেছেন। ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে "ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে" বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি, উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ অডিট প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, গৃহীত ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিজনিত শ্রেণিতে পরিণত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে ১৫/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখে, মামলা নং-২৩৩/২০১৭ জারি করা হয় যা চলমান রয়েছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী আপত্তিকৃত ৩৩,৭৬,৫৪,০০০ টাকার বিপরীতে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক ৩২,৮৯,২০,৫৭৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১১

শিরোনাম : গ্রাহকের সিসি প্লেজ হিসাবে পাট ঘাটতি ও পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত না থাকায় মিশ্র ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ২২,২৮,৭৯,০৩৬ (বাইশ কোটি আটাশ লক্ষ উনআশি হাজার ছত্রিশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনার ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের সিসি প্লেজ হিসাবে পাট ঘাটতি ও পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত না থাকায় মিশ্র ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ২২,২৮,৭৯,০৩৬ (বাইশ কোটি আটাশ লক্ষ উনআশি হাজার ছত্রিশ) টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

(ক) মেসার্স এম আর জুট ট্রেডিং এর মিশ্র ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরি পত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/এমআর/ ১৫১৬৩, তারিখঃ ৩০/১২/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স এম আর জুট ট্রেডিং এর অনুকূলে (০১) প্লেজ হিসাবে ৩০/০৬/২০১৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অগ্রিম মূল্যের উর্ধ্বে অনাদায়ি সুদ বাবদ ১৯২.১২ লক্ষ টাকা ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ১ম কিস্তি জানুয়ারি, ২০১৪ হতে আদায়যোগ্য করে প্রচলিত সুদ হারে ব্লক হিসাবে স্থানান্তর, (০২) ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ মৌসুমে পাট মূল্য হ্রাসজনিত ক্ষতির কারণে উত্তোলিত প্লেজ ঋণ সীমা ৫৯৯.৯৮ লক্ষ টাকার ১৫% বাবদ ৯০ লক্ষ টাকা ০৪(চার) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ১ম কিস্তি জানুয়ারি, ২০১৪ হতে আদায়যোগ্য করে প্রচলিত সুদ হারে ব্লক হিসাবে স্থানান্তর এবং (২) বিদ্যমান মিশ্র ঋণ সীমা ২৩০.০০ লক্ষ টাকা (প্লেজ ৬০০.০০ লক্ষ+হাইপোঃ ১০.০০+পিসিসি ৫০.০০) ২০১৩-২০১৪ মৌসুমের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তে নবায়ন মঞ্জুর করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) গুদামসহ অন্যান্য পণ্য অবশ্যই ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে বীমাকৃত থাকতে হবে এবং মজুদ পণ্যের বাজার মূল্যের শতকরা ১০% অগ্নি, বন্যা ও আরএসডি ঝুঁকি বহনযোগ্য পলিসি দ্বারা বীমাকৃত করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(১) হাইপোথিকেশন হিসেবে খোলা ও গাইট (বেল) বাধা কাঁচাপাট ঋণ গ্রহীতার ক্রয় কেন্দ্রে ও বেলিং কেন্দ্রের গুদামে গুদামজাত থাকবে। উক্ত মালামালের জন্য ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথ নামে অনুমোদিত বীমা কোম্পানিতে অগ্নি, আরএসডি, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির বিপরীতে বীমা পলিসি সম্পাদন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(খ)]।

(২) মার্জিন সিসি প্লেজ ২০% এবং সিসি(হাইপোঃ) ৫০% [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১১]।

(৩) ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৫.৫০% এবং ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৬% হারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক সুদ আরোপ ও আদায়যোগ্য হবে। সুদের হার সময় সময় পরিবর্তিত হবে এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হারে সুদ আরোপ ও আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৩]।

(৪) ঋণ সময়সীমা প্লেজ হিসাব ৩১ জুলাই, ২০১৪ এবং হাইপোঃ হিসাব ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৪]।

(৫) মৌসুমের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে দ্বিগুণ লেনদেন (টার্ণওভার) নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়বদ্ধ পণ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৬]।

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী প্লেজকৃত গুদামজাত পাট ব্যাংকের সার্বক্ষণিক কর্তৃত্বাধীনে/তালাবন্ধ থাকবে। প্লেজ গুদামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুদাম প্রহরী ও গুদাম রক্ষক সার্বক্ষণিক পাহারা ও পরিচালনার জন্য নিয়োজিত রাখতে হবে এবং গুদামসহ বন্ধককৃত পণ্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে রাখার সর্বপ্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে প্লেজকৃত পাট ঘাটতি হওয়ায় উপরোক্ত শর্ত পরিপালন করা হয়নি।

- ১৬/৮/২০১৫ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্লেজ গুদামের পাট ঘাটতি ৮০%-৮৫% হওয়ায় সর্বনিম্ন ৮০% হিসাবে ডিপি ঘাটতি ৪,৭৫,৫৭,৩৪৪ টাকা। ১৯/৩/২০১৪ খ্রি. তারিখের পর প্লেজ গুদামে আর কোন পাট মজুদ করা হয়নি। সিসি প্লেজ হিসাবে মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী মার্চ/২০১৪ খ্রি. হতে জুলাই/২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করার শর্ত থাকলেও ঋণ পরিশোধ করা হয়নি। এক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, প্লেজ এর শর্তাদি প্রতিপালন করা হয়নি।

- সিসি (প্লেজ) হিসাবে ৬০০ লক্ষ টাকা লিমিট হলেও ২৯/৩/২০১৪ খ্রি. তারিখে ৩০ লক্ষ টাকা জমার বিপরীতে ১৭ লক্ষ টাকা উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয়। ৩১/৩/২০১৪ খ্রি. তারিখ ৪,৮৮,৫২৯ টাকা জমার বিপরীতে ২ লক্ষ টাকা উত্তোলন সুবিধা দেয়ায় লিমিট অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণের পর ব্লক ঋণের ডাউন পেমেন্ট হিসাবে ৯/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখ ১৬,৫০,০০০ টাকা ও ২১/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখ ২৯,৫০,০০০ টাকা জমা করা হয়। নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত আর কোন টাকা জমা হয়নি ও মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ি সুদসহ ৮,১৭,৮২,৬৬৪ টাকা।

- পরিদর্শন টিম গুদাম পরিদর্শন শেষে ৮০%-৮৫% পাট ঘাটতি রয়েছে বলে প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং ঋণটি মন্দ ও ক্ষতি মানে পরিণত হয়েছে।

- সিসি হাইপোঃ হিসাবে মেয়াদের মধ্যে বা মেয়াদোত্তীর্ণের পর কোন লেনদেন না হওয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি ১২,৫৮,৮০৪ টাকা মন্দ ও ক্ষতি মানে পরিণত হয়েছে।

- প্লেজ হিসাবে ৩০/৬/২০১৩ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক অনাদায়ি সুদ ১৯২.১২ লক্ষ টাকা প্রচলিত সুদ হারে ৩ বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রথম কিস্তি জানুয়ারি/২০১৪ খ্রি. থেকে আদায়যোগ্য করে সুদবাহী ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।

- ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ মৌসুমে মূল্য হ্রাসজনিত কারণে ৩০/৬/২০১৩ খ্রি. ভিত্তিক ভোগকৃত প্লেজ ঋণ সীমা ৫৯৯.৯৮ লক্ষ টাকার ১৫% বাবদ ৯০.০০ লক্ষ টাকা ৪ (চার) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রথম কিস্তি জানুয়ারি/২০১৪ খ্রি. থেকে আদায়যোগ্য করে সুদবাহী ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।

- ২টি ব্লক হিসাবে ১,৯৭,৮৫৫ টাকা ও ১,৯৭,৮৫৫ টাকা জমা হওয়ায় অনাদায়ি ১,০৪,৯৪,৯৮৩ টাকা ও ২,২৬,৬৬,৬৯৪ টাকা যার কিস্তি আদায় না হওয়ায় মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে।

(খ) এছাড়া মেসার্স এইচ এস জুট ট্রেডার্স লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাঋবি/ পাট/এইচএস/ ১৫১৭০, তারিখঃ ৩০/১২/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স এইচ এস জুট ট্রেডার্স লিঃ এর অনুকূলে (১) প্লেজ হিসাবে ৩০/০৬/২০১৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনাদায়ি সুদ বাবদ ১৩০.০২ লক্ষ টাকা ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ১ম কিস্তি জানুয়ারি, ২০১৪ হতে আদায়যোগ্য করে প্রচলিত সুদ হারে ব্লক হিসাবে স্থানান্তর, (২) ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ মৌসুমে পাট মূল্য হ্রাসজনিত ক্ষতির কারণে উত্তোলিত প্লেজ ঋণ সীমা ৪০০.০০ লক্ষ টাকার ১৫% বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা ০৪(চার) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ১ম কিস্তি জানুয়ারি, ২০১৪ হতে আদায়যোগ্য করে প্রচলিত সুদ হারে ব্লক হিসাবে স্থানান্তর এবং (৩) বিদ্যমান মিশ্র ঋণ সীমা ৪৬৫.০০ লক্ষ টাকা (প্লেজ ৪০০ লক্ষ+হাইপোঃ ১৫+পিসিসি ৫০) ২০১৩-২০১৪ মৌসুমের জন্য নিম্ন বর্ণিত শর্তে নবায়ন মঞ্জুর করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) গুদামসহ অন্যান্য পণ্য অবশ্যই ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে বীমাকৃত থাকতে হবে এবং মজুদ পণ্যের বাজার মূল্যের শতকরা ১০% অগ্নি, বন্যা ও আরএসডি ঝুঁকি বহনযোগ্য পলিসি দ্বারা বীমাকৃত করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬ এর ২(ক)]।

(২) হাইপোথিকেশনে হিসেবে খোলা ও গাইট (বেল) বাধা কাঁচাপাট ঋণ গ্রহীতার ক্রয় কেন্দ্রে ও বেলিং কেন্দ্রের গুদামে গুদামজাত থাকবে। উক্ত মালামালের জন্য ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথ নামে অনুমোদিত বীমা কোম্পানিতে অগ্নি, আরএসডি, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির বিপরীতে বীমা পলিসি সম্পাদন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(খ)]।

(৩) মার্জিন সিসি প্লেজ ২০% এবং সিসি(হাইপোঃ) ৫০% [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১১]।

(৪) ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৫.৫০% এবং ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৬% হারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক সুদ আরোপ ও আদায়যোগ্য হবে। সুদের হার সময় সময় পরিবর্তিত হবে এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হারে সুদ আরোপ ও আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৩]।

(৫) প্লেজ হিসাব ৩১ জুলাই, ২০১৪ এবং হাইপোঃ হিসাব ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রি.পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৪]।

(৬) মৌসুমের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে দ্বিগুণ লেনদেন (টার্ণওভার) নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়বদ্ধ পণ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণগ্রহীতার ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৬]।

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী প্লেজকৃত গুদামজাত পাট ব্যাংকের সার্বক্ষণিক কর্তৃত্বাধীনে/তালাবন্ধ থাকবে। প্লেজ গুদামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুদাম প্রহরী ও গুদাম রক্ষক সার্বক্ষণিক পাহারা ও পরিচালনার জন্য নিয়োজিত রাখতে হবে এবং গুদামসহ বন্ধককৃত পণ্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে রাখার সর্বপ্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে প্লেজকৃত পাট ঘাটতি হওয়ায় উপরোক্ত শর্ত পরিপালন করা হয়নি। অথচ ২/৪/২০১৫ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্লেজ গুদামে ৪০% থেকে ৫০% পাট ঘাটতি হওয়ায় সর্বনিম্ন ৪০% ঘাটতি উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, প্লেজ এর শর্তাদি প্রতিপালন করা হয় নি।

- সিসি প্লেজ হিসাবে লিমিট ৪০০ লক্ষ টাকা হলেও ৪/২/২০১৪ খ্রি. তারিখ ১,৯১,২৫,৫০০ টাকা জমার বিপরীতে চেক নং সি এ ডি ৮৮১৪১০৮ এর মাধ্যমে ৫৬,০০,০০০ টাকা উত্তোলন সুবিধা প্রদান করায় ডিপি অতিরিক্ত ঋণ হয়। সিসি প্লেজ হিসাবে ০৪/২/২০১৪ খ্রি. তারিখের পর ২১/৯/২০১৪ খ্রি. তারিখ ব্লক ঋণের ডাউন পেমেন্ট হিসাবে ৮,৭২,১৩০ টাকা জমা দেওয়া হয়। নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত কোন অর্থ জমা হয়নি ও মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী সুদসহ ৫,৪৯,৮৩,২৬৩ টাকার মধ্যে হিসাবে শর্টফল ১,৫৯,৮০,০৮০ টাকা।

- ০৪/০২/২০১৪ খ্রি. তারিখের পর প্লেজ গুদামে আর কোন পাট মজুদ করা হয়নি। ফলে প্লেজ গুদামে মজুদকৃত পাট যা দীর্ঘদিন মজুদ থাকায় ক্রমান্বয়ে গুণগত মান হ্রাস পাচ্ছে এবং মন্দ ও ক্ষতিমানে পরিণত হয়েছে ।

  মঞ্জুরিপত্রের ক্রমিক: ৩/৮ অনুযায়ী বোঝা/আটি আকারে প্লেজ হিসাবে উত্তোলন সুবিধা দেওয়া যাবে না। কিন্তু ২/৪/২০১৫ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্লেজ গুদামে বোঝা আকারে তোষা সি বটম ও তোষা ক্রস বটম মজুদ থাকায় অনিয়মিতভাবে প্লেজে পাট নেওয়া হয়েছে।

- সিসি (হাইপোঃ) হিসাবে বর্তমান মেয়াদে কোন উত্তোলন নাই। শুধুমাত্র ৩,৪০,৪৩৯ টাকা জমা করায় মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী টাকা ১৮,৮৮,১১৫ যা শ্রেণিবিন্যাসিত হয়ে মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে।

- সোনালী ব্যাংক লিঃ, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার পত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পলিসি(পাট)/২০১৩-১৪/৮২০৪, তারিখঃ ৪/৮/২০১৩ খ্রি. এর শর্তাবলীর ৪৩ (৩১/২) ব্লক ঋণ সুবিধা ভোগ করার পর ব্লক সুবিধা প্রদানের ৩ মাসের মধ্যে পুরানো পাট ডেলিভারী নিতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ৪/২/২০১৪ খ্রি. তারিখের পর কোন পাট ডেলিভারী হয়নি। ৩ বছর মেয়াদী ১,৩০,০২০০০ টাকা ব্লক ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু জানুয়ারি/২০১৪ খ্রি. হতে ত্রৈমাসিক কিস্তি শুরু হলেও কোন কিস্তি পরিশোধ করা হয়নি। ঋণ হিসাবে মাত্র ৫০০ টাকা জমা করা হয়েছে ও অনাদায়ী ১,৫৪,৫৬,০৫৬ টাকা।

  অনুরূপভাবে ৪ বছর মেয়াদে ৬০,০০,০০০ টাকা ব্লক সুবিধা দেওয়া হয়, যা জানুয়ারি/২০১৪ খ্রি. হতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ শুরু কিন্তু ঋণ হিসাবে মাত্র ৫,০০,০০০ টাকা জমা করা হয়েছে এবং অনাদায়ী ৭১,৩০,৯০৮ টাকা।

(গ) মেসার্স মোসলেম ভুঁইয়ার মিশ্র ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- খুন/সাঋবি/সিসি(পাট) মোসলেম-৩৩/৩৫, তারিখঃ ১৬/১/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স মোসলেম ভুঁইয়া এর অনুকূলে বিদ্যমান সিসি (মিশ্র) ঋণ সীমা ১৮০ লক্ষ টাকা (প্লেজ ১৫০ লক্ষ+হাইপোঃ ১০+পিসিসি ২০) প্রচলিত অন্যান্য নিয়মাবলী যথাযথভাবে পরিপালন সাপেক্ষে ২০১২-১৩ মৌসুমের জন্য নিম্ন বর্ণিত শর্তে নবায়ন মঞ্জুর করা হয়। তবে শর্ত থাকে যে, সিসি(প্লেজ) হিসাবে অগ্রিম মূল্যের উর্ধ্বে অনিয়মিত/সীমাতিরিক্ত বকেয়া পরিশোধ/সমন্বয় এবং অন্যান্য হিসাবসমূহের অনিয়মিত/সীমাতিরিক্ত বকেয়া পরিশোধ/সমন্বয় করার পর নবায়ন কার্যকর হবে।

শর্তাবলী :

(১) গুদামসহ অন্যান্য পণ্য অবশ্যই ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে বীমাকৃত থাকতে হবে এবং মজুদ পণ্যের বাজার মূল্যের শতকরা ১০% অগ্নি, বন্যা ও আরএসডি ঝুঁকি বহনযোগ্য পলিসি দ্বারা বীমাকৃত করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) হাইপোথিকেশনে হিসেবে খোলা ও গাইট (বেল) বাধা কাঁচাপাট ঋণ গ্রহীতার ক্রয় কেন্দ্রে ও বেলিং কেন্দ্রের গুদামে গুদামজাত থাকবে। উক্ত মালামালের জন্য ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথ নামে অনুমোদিত বীমা কোম্পানিতে অগ্নি, আরএসডি, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির বিপরীতে বীমা পলিসি সম্পাদন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(খ)]।

(৩) মার্জিন সিসি প্লেজ ২০% এবং সিসি(হাইপোঃ) ৫০% [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১১]।

(৪) ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৫.৫০% এবং ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৬.০০% হারে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে বার্ষিক সুদ আরোপ ও আদায়যোগ্য হবে। সুদের হার সময় সময় পরিবর্তিত হবে এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হারে সুদ আরোপ ও আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৩]।

(৫) প্লেজ হিসাব ৩১ জুলাই, ২০১৪ এবং হাইপোঃ হিসাব ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৪]।

(৬) মৌসুমের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে দ্বিগুণ লেনদেন (টার্ণওভার) নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়বদ্ধ পণ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৬]।

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী প্লেজকৃত গুদামজাত পাট ব্যাংকের সার্বক্ষণিক কর্তৃত্বাধীনে/তালাবদ্ধ থাকবে। প্লেজ গুদামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুদাম প্রহরী ও গুদাম রক্ষক সার্বক্ষণিক পাহারা ও পরিচালনার জন্য নিয়োজিত রাখতে হবে এবং গুদামসহ বন্ধককৃত পণ্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে রাখার সর্বপ্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় প্লেজকৃত পাট ঘাটতি ৫০%। এক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, প্লেজ এর শর্তাদি প্রতিপালন করা হয় নি।
- সিসি প্লেজ হিসাবে ১৫০ লক্ষ টাকা ঋণ সীমা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ি ২,৫৯,৫৮,৩৫৪ টাকা মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে। গুদাম পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় গুদামে ৫০% পাট ঘাটতি। গুদামে পাটের অগ্রিম মূল্য ১,৪৯,৯৬,৮৪০ টাকা হওয়ায় ডিপি ঘাটতি/শর্ট ফল ১,৪৯,৯৬,৮৪০×৫০%= ৭৪,৯৮,৪২০ টাকা ফলে মোট অনাদায়ি (২,৫৯,৫৮,৩৫৪ + ৭৪,৯৮,৪২০) = ৩,৩৪,৫৬,৭৭৪ টাকা।
- মিশ্র ঋণের মোট অনাদায়ি ২,৭২,১৭,৫৪৯ টাকা হতে ৫০% মজুদকৃত পাটের মূল্য ৯৩,৭৩,০২৫ টাকা ও এফডিআর বর্তমান মূল্য ৩২,৮৩,২৫৫ টাকা বাদ দিলে অর্থাৎ [২,৭২,১৭,৫৪৯-(৯৩,৭৩,০২৫+৩২,৮৩,২৫৫)] = ১,৪৫,৬১,২৬৯ টাকা সহায়ক জামানত অপেক্ষা অতিরিক্ত দায়।
- মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সিসি হাইপোঃ হিসাবে ১,১৪,৩০০ টাকা আদায় হওয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি থাকে ১২,৫৯,১৯৫ টাকা মন্দ ও ক্ষতিমানে পরিণত হয়েছে [বিস্তারিত : পরিশিষ্ট-১১(১+২+৩)]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- বীমা না করা;
- অপর্যাপ্ত সহায়ক জামানত এর বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরি করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অনাদায়ি ঋণের অর্থ আদায়ের জোর প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে "অনাদায়ি ঋণের অর্থ আদায়ের জোর প্রচেষ্টা চলছে" বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের কোনো অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি, উল্লিখিত ০৩ (তিন) টি অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪-০৪-২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২২-০৫-২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০-০৮-২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে যথাক্রমে (ক) মেসার্স এমআর জুট ট্রেডিং এর বিপরীতে ২৫-০৯-২০১৬ খ্রি. তারিখের

মাধ্যমে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা নং-১১১/২০১৬, দায়ের করা হয়েছে, (খ) মেসার্স এইচ এস জুট ট্রেডার্স লিমিটেড এর বিপরীতে ০১-০৩-২০১৬ খ্রি. তারিখের মাধ্যমে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা নং-৩৩/২০১৬ এবং ১৬-১০-২০১৯ খ্রি. তারিখে ১১৮/২০১৯ জারি মামলা করা হয়েছে এবং (গ) মেসার্স মোসলেম ভুঁইয়া এর জড়িত ২৩/০১১২০১৬ খ্রি. তারিখের মাধ্যমে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা নং-১২৯/২০১৬ এবং ২১-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখে ৩৫/২০১৯ জারি মামলা করা হয়েছে, যা চলমান আছে।

- উত্থাপিত অডিটি আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের ২২,২৮,৭৯,০৩৬ টাকার বিপরীতে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক (১২,৬৭,৬২,৮২৭+ ৭,৮৩,৮৫,১৬২+ ২,৯৭,৭৬,৮৯৬) সর্বমোট ২৩,৪৯,২৪,৮৮৫ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১২

শিরোনাম : প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধণ ঋন (সিসি হাইপোঃ) একাধিক বার পুনঃতফসিল এবং ঋণ মঞ্জুরি শর্ত প্রতিপালন না করার ফলে মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ২০,৭৭,২২,৩০৬ (বিশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ বাইশ হাজার তিন শত ছয়) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আই.পি.এফ.ডি-২ বিভাগের রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র এবং ব্যাংক বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধণ ঋণ (সিসি হাঃ) একাধিক বার পুনঃতফসিল এবং ঋণ মঞ্জুরি শর্ত প্রতিপালন না করার ফলে মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ২০,৭৭,২২,৩০৬ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

(ক) মেসার্স ফুলারিন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানাধীন হাসানপুর নামক স্থানে একটি মেলামাইন শিল্প কারখানা স্থাপনকল্পে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জিএম অফিস, ঢাকা এর পত্র নং- জিএমও/ঢাকা/শিঋবি/শিল্প ভবন কর্পো:/ফুলারিন -১২১৬, তারিখ: ০৩-০৩-২০১০ খ্রি. এর মাধ্যমে শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখার গ্রাহক ফুলারিন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর অনুকূলে প্রাক্কলিত স্থায়ী ব্যয় ৬.৩৩৫০ কোটির ৫০:৫০ ঋণ ইক্যুইটি অনুপাতে সাত (৭) বছর মেয়াদে (গ্রেস পিরিয়ড-১৫ মাসসহ) টাকা ৩,১৫,০০,০০০ (আইডিসিপি- ০.২৮৩৩ কোটি) টাকা নিম্নোক্ত শর্তে প্রকল্প ঋণ সীমা মঞ্জুরির অনুমোদন দেয়া হয়।

শর্তাবলী :

(১) ঋণ সীমা কভার করে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রি মর্টগেজ করা (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২)।

(২) প্রকল্প ভবনে স্থাপিত/স্থাপিতব্য যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, আনুষাঙ্গিক খুচরা যন্ত্রাংশ, প্রাথমিক মালামাল, স্টোর এন্ড স্পেয়ার্স পার্টস ঋণের জামানত হিসেবে বীমাকৃত অবস্থায় ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশন থাকবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩)।

(৩) বন্ধকীতব্য সম্পত্তি ও ক্রয়তব্য সকল প্রকার মেশিনারিজ ব্যাংক ঋণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অন্যত্র হস্তান্তর, উইল, দান ও বিক্রয় করা যাবে না (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৪)।

(৪) ঋণের মেয়াদ ০৭ বছর (৯ মাস নির্মাণকালসহ ১৫ মাসের গ্রেস পিরিয়ড) (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫)।

(৫) সুদের হার বার্ষিক ১২% হারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬)।

(৬) প্রাক্কলিত চলতি মূলধন ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত মূল্যমানের জামানত নিতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৮)।

(৭) প্রকল্প ঋণ ১৮.৫৪ লক্ষ টাকার ২৩টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এবং নিমার্ণকালীন সুদ ৫.৬৬ লক্ষ টাকার ৫ টি বার্ষিক কিস্তিতে (অবশিষ্ট থাকলে সর্বশেষ কিস্তির সাথে আদায়যোগ্য) পরিশোধযোগ্য। প্রথম ঋণ বিতরণের ১৮তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি আদায় করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৯)।

- স্থানীয় যন্ত্রপাতি খাতে অতিরিক্ত ব্যয় টাকা ৮.৪৯৪৪ কোটি প্রাক্কলনের প্রেক্ষিতে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জিএম অফিস, ঢাকা এর পত্র নং- জিএমও/ঢাকা/শিঋবি/শিল্প ভবন কর্পোঃ/ফুলারিন -৩৫৫, তারিখ-১৬-০১-২০১২ খ্রি. এর মাধ্যমে ৫০:৫০ ঋণ ইক্যুইটি অনুপাতে প্রকল্প ঋণ সীমা টাকা ৩.১৫ কোটি হতে টাকা ১.১০ কোটি বৃদ্ধিপূর্বক টাকা ৪.২৫ কোটিতে নিম্নবর্ণিত শর্তে উন্নীতকরণ করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে;

(২) কোম্পানির ইক্যুইটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে;

(৩) প্রতিটি কিস্তির সমপরিমাণ অগ্রিম চেক গ্রহণ করতে হবে;

(৪) বর্ধিত ঋণ সীমার জন্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানিসমূহের নিবন্ধকের নিকট ব্যাংকের আবহ ও স্থায়ী সম্পদের (Fixed and Floating Assets) উপর চার্জ সৃষ্টি করতে হবে।

- বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-২ প্রধান কার্যালয়, ৩৫-৪৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা এর পত্র নং- প্রকা/আইপিএফডি-২/ফুলারিন/৪৮২, তারিখ: ১৪-০৫-২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে চলতি মূলধন হিসেবে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ সীমা ১,৫০,০০,০০০ টাকা এবং কাঁচামাল আমদানির লক্ষ্যে ১০% মার্জিনে ক্যাশ এলসি সীমা টাকা ১,০০,০০,০০০ টাকা শর্ত সাপেক্ষে এক (১) বছর মেয়াদে মঞ্জুরি দেয়া হয় কিন্তু শর্ত প্রতিপালন করা হয়নি।

- উৎপাদনের পর বিপণনের অভাবে ঋণ মঞ্জুরির শর্ত অনুযায়ী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা এর পত্র নং- জিএমও-ঢাকা/আইপিএফডি/শিল্পভবন কর্পোঃ/ফুলারিন ইন্ডাঃ/৮৫৩৩, তারিখঃ ২৪/১১/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণের মেয়াদ ০৭ বছর হতে ০১ বছর বৃদ্ধিপূর্বক ০৮ বছরে উন্নীত করে ২২/০৮/২০১৮ খ্রি. নির্ধারণ এবং প্রকল্প ঋণের ত্রৈমাসিক কিস্তি ডিসেম্বর'২০১৩ হতে আদায়যোগ্য করে শর্ত সাপেক্ষে প্রকল্প ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করা হলেও তা কার্যকর হয়নি।

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-২ প্রধান কার্যালয়, ৩৫-৪৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা এর পত্র নং- প্রকা/আইপিএফডি-২/ফুলারিন/৮৫৬, তারিখঃ ২১-০৮-২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে দ্বিতীয় পুনঃতফসিল কতিপয় শর্তে মঞ্জুর করা হলেও তা কার্যকরী করতে না পারায় ঋণটি পুনরায় ক্ষতিমানে পরিণত হয় বিধায় ৬,৬০,৯৯,৭৪১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা, ব্যবস্থাপকের এখতিয়ারে নোটিশ প্রদান করা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উকিল নোটিশ করা, মামলার জন্য অনুমোদন নেয়া, চূড়ান্ত নোটিশ প্রদানকরতমামলা দায়ের করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু উক্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

(খ) মেসার্স উইমস ব্রিকস লিমিটেড এর প্রকল্প ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর মাধ্যমে এসবিআইসিএস এর আওতায় অটোমেটিক ইট উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা, জেনারেল ম্যানেজারস অফিস এবং প্রধান কার্যালয়ের কারিগরি ও বিনিয়োগ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আবেদনকারী মেসার্স উইমস ব্রিকস লিঃ এর অনুকূলে মোট স্থায়ী ব্যয় টাকা ১৭.৫৯৩৭ কোটির ৬০:৪০ ঋণ ইক্যুইটি অনুপাতে ৭ (সাত) বছর মেয়াদে (গ্রেস পিরিয়ড ১৮ মাসসহ) টাকা ১০.৫৫৫৫ কোটি (আইডিসিপি ০.৯৩৮০ কোটি টাকা) প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরি এবং প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন পরিচালনার জন্য ৭০:৩০ ঋণ ইক্যুইটি অনুপাতে চলতি মূলধন ঋণ সীমা টাকা ০.৬০ কোটি ২৯-০২-২০১২ খ্রি. তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে অনুমোদন দেয়া হয়।

শর্তাবলী :

(১) ঋণ সীমা কভার করে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রি মর্টগেজ করা [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১]।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত এজেন্সী দ্বারা ক্রেডিট রেটিং সম্পাদন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫]।

(৩) হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬]।

- সন্তোষজনক লেনদেন পরিচালনা না করা সত্ত্বেও শাখার ও জিএম অফিসের সুপারিশের ভিত্তিতে ০২-০৯-২০১৩ খ্রি. তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর অনুমোদনক্রমে চলতি মূলধন ঋণ সীমা টাকা ১.৩০ কোটিতে উন্নীত করা হয়।
- পরবর্তীতে বিদ্যমান ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) হিসাবে টাকা ৫.৩৫ লক্ষ সীমাতিরিক্ত বকেয়া রেখে এবং প্রকল্প ঋণের কিস্তি নিয়মিতকরণ না করা সত্ত্বেও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পত্র নং- এসবিএল/বোর্ড-১৮/২৫২, তারিখঃ ০৪-০২-২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে ২৮-০১-২০১৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৩৪৯ তম সভায় চলতি মূলধন ঋণ সীমা টাকা ১.৩০ কোটি হতে ৯০,০০,০০০ টাকা বৃদ্ধি করে ২.০০ কোটিতে নিম্নবর্ণিত শর্তে উন্নীত করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) বিদ্যমান ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) হিসেবে সীমাতিরিক্ত বকেয়া ৫,৩৫,০০০ টাকা পরিশোধ এবং প্রকল্প ঋণের অনিয়মিত কিস্তি (যদি থাকে) নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে আলোচ্য সুবিধা কার্যকর হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-১]।

(২) ঋণ হিসাবের টার্ণওভার দ্বিগুণ করতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-৬]।

- শাখার এবং জেনারেল ম্যানেজার অফিসের সুপারিশের ভিত্তিতে ২৫-০২-২০১৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৭৭ তম ব্যবসা ও বিনিয়োগ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও কর্তৃক প্রকল্প ঋণের বিদ্যমান মেয়াদ ৩০-০৪-২০১৯ খ্রি. হতে ১২ মাস বৃদ্ধি করে ৩০-০৪-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত নির্ধারণ এবং ঋণের প্রথম ত্রৈমাসিক কিস্তি ৩০-০১-২০১৪ খ্রি. তারিখের স্থলে ৩০-০৯-২০১৪ খ্রি. তারিখ হতে আদায়যোগ্য করে ঋণ হিসাব শর্তসাপেক্ষে প্রথম বার পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর- ১৫/২০১২ অনুযায়ী ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ করা হয়নি।
- ঘাটতি ডাউন পেমেন্ট বাবদ টাকা ৮.৭৯ লক্ষ ও আইডিসিপি হিসাবে ওভারডিউ কিস্তি বাবদ টাকা ৮.৪০ লক্ষসহ মোট টাকা ১৭.১৯ লক্ষ পরিশোধের পর আলোচ্য পুনঃতফসিলিকরণ সুবিধা কার্যকর করার কথা। কিন্তু উক্ত দায় নিয়মিতকরণ না করেই পুনঃতফসিলিকরণ সুবিধা কার্যকর করা হয় বিধায় ১৪,১৬,২২,৫৬৫ টাকা অনাদায়ি রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২(১+২)]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত ও পুনঃতফসিলের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- সন্তোষজনক লেনদেন পরিচালনা না করা সত্ত্বেও সিসি (হাইপোঃ) ঋণ বর্ধিতকরণ সুবিধা প্রদান করা;
- বীমা না করা;
- ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রি মর্টগেজ না রাখা;

- প্রতিটি কিস্তির সমপরিমাণ অগ্রিম চেক গ্রহণ না করা;
- সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- (ক) ফুলারিন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ জবাবে জানায় যে, ৩-৩-২০১০ খ্রি. তারিখে ৩.১৫ কোটি টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করার পর দালান পুরকর্ম ও যন্ত্রপাতি খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ১৬-১-২০১২ খ্রি. তারিখের অনুমোদন অনুযায়ী ঋণ সীমা টাকা ৪.২৫ কোটিতে উন্নীত করা হয়। বাণিজ্যিক উৎপাদনের স্বার্থে ১৩-৫-২০১৩ খ্রি. তারিখে চলতি মূলধন মঞ্জুরি দেয়া হয়। গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী ২৪-১২-২০১৩ খ্রি. তারিখে ঋণ পুনতফসিল করলে গ্রাহক তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিপালন করতে পারেনি। পরবতীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে দ্বিতীয় বার পুনতফসিল করা হয়। মেলামাইন ব্যবসা বাস্তবে লাভজনক, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার কারণে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের অভাবে ঋণটি কু-ঋণে পরিণত হয়। গ্রাহককে ঋণ পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। অপর দিকে,
- (খ) মেসার্স উইমস ব্রিকস লিঃ জবাবে জানায় যে, প্রকল্পের স্থায়ী ব্যয়ের উপর ৬০:৪০ ইক্যুইটি ঋণ অনুপাতে ৭ বছর মেয়াদে প্রধান কার্যালয় হতে ২৯-০২-১০১২ খ্রি. তারিখে ঋণ অনুমোদন দেয়া হয়। প্রথমত উৎপাদন পরিচালনার জন্য টাকা ০.৬০ কোটি চলতি মূলধন অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রকৌশলীর কারিগরি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ০২-০৯-২০১২ খ্রি. তারিখে টাকা ১.৩০ কোটি ঋণ সীমা মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহকের আবেদনক্রমে পরিচালনা পর্ষদের ২৮-০১-২০১৪ খ্রি. তারিখের ৩৪৯ তম সভায় ঋণ সীমা পুনরায় টাকা ২ কোটিতে উন্নীত করা হয়। ২০১৩ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ব্যবসা যথাযথ না হওয়াতে বিধি মোতাবেক আদায়যোগ্য ডাউন পেমেন্ট এর স্থলে টাকা ৩ লক্ষ নগদ ও টাকা ৮.৮০ লক্ষ এর তারিখবিহীন চেক গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তিক্রেকে ঋণটি পুনতফসিল করা হয়। ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত রয়েছে। প্রকল্পটি বন্ধ থাকায় শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ের স্বার্থে নিয়মাচার পালন করে ঋণ আদায়ের চেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে ফুলারিন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর "ঋণ পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে" এবং মেসার্স উইমস ব্রিকস লিঃ এর বিষয়ে " নিয়মাচার পালন করে ঋণ আদায়ের চেষ্টা চলছে " বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর পাঁচ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। এ বিষয়ে উল্লিখিত ০২ (দুই) টি অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৭-০৩-২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫-০৪-২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০-০৪-২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি.তারিখের ফলোআপ অডিট প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, 'ক' অংশে বর্ণিত গৃহীত ঋণের কিস্তিসমূহ যথাসময়ে পরিশোধ না করায় ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে

২৮-০৩-২০১৭ খ্রি. তারিখে ১৪৮/২০১৭ নং মামলা করা হলে ব্যাংক ১৩-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখে একতরফা ডিক্রী পায় এবং ০১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখে ১ম জারি মামলা নং-৭১১/২০১৯ করা হয়েছে যা চলমান আছে। 'খ' অংশে বর্ণিত গৃহীত ঋণ ০২টি কিস্তিসমূহ যথাসময়ে পরিশোধ না করায় ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিমানের শ্রেণিকৃত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে ১০-১০-২০১৬ খ্রি. তারিখে ৯৭০/২০১৬ মামলা করা হয় এবং ২৯-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখে মামলা নং-৫৯৯/২০১৮ জারি করা হয়েছে যা চলমান আছে।

- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ০২ টি প্রতিষ্ঠানের ২০,৭৭,২২,৩০৬ টাকার বিপরীতে অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ও যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ২৬,৮২,৬০,৮৬৯ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৩

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে বিতরণকৃত প্রকল্প ঋণ, সিসি প্লেজ ও হাইপোঃ ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ১৮,২১,৮৪,০০০ (আঠারো কোটি একুশ লক্ষ চুরাশি হাজার) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল অফিস, রমনা, ঢাকা ও এর আওতাধীন ১০টি শাখার ২০০৯-২০১৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে মেসার্স পি.এল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, মেসার্স সাদাত ফাইবার্স লিঃ ও মেসার্স সাদাত কর্পোরেশন এর ঋণ নথি সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, অনিয়মিতভাবে বিতরণকৃত প্রকল্প ঋণ, সিসি প্লেজ ও হাইপোঃ ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ১৮,২১,৮৪,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

(ক) সোনালী ব্যাংক জেনারেল ম্যানেজার অফিস, ঢাকা-২ কর্তৃক ২৫-০৮-১১ খ্রি. তারিখে মঞ্জুরিকৃত ৪৮৩.১০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণে শাখার গ্রাহক পি.এল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, বশিগাঁও, জামপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জে পি.পি ও ওভেন ব্যাগ উৎপাদনের লক্ষ্যে স্থাপিত প্রকল্পে ২০১৩ সাল হতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু ঋণের কিস্তি আদায়ে ব্যর্থতায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জেনারেল ম্যানেজারর্স অফিস, ঢাকা-২ এর পত্র নং-জিএমও-ঢাকা-বৃদ্ধিপূর্বক ত্রৈমাসিক কিস্তি জুন/২০১৫ হতে আদায়যোগ্য করে নিম্নবর্ণিত শর্তে ২য় বার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়।

বিশেষ শর্তাবলী :

(১) কোম্পানি ও কোম্পানির পরিচালকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট থাকা সাপেক্ষে আলোচ্য সুবিধা কার্যকর হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১)।

(২) অবশিষ্ট ডাউন পেমেন্ট বাবদ ৯.৩৪ লক্ষ টাকা ৩০-১২-২০১৪ খ্রি.তারিখের মধ্যে জমাকরণ সাপেক্ষে আলোচ্য সুবিধা কার্যকর হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২)।

অন্যান্য শর্তাবলী :

(১) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ সীমা আবৃত করে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন করতে হবে। পুনঃতফসিলকৃত ঋণের দায় আবৃত করে কোম্পানির সকল পরিচালকদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি নিতে হবে এবং প্রতিটি কিস্তির সমসংখ্যক ও সমপরিমাণ অগ্রিম চেক গ্রহণ করতে হবে।

(২) পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিশোধসূচি নির্ধারণপূর্বক আদায়যোগ্য কিস্তি যথাসময়ে আদায় নিশ্চিত করতে হবে এবং ঋণের শেষ কিস্তিতে ঋণ হিসাবের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

(৩) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের যে কোন ০২(দুই) টি কিস্তি পরিশোধে ঋণ গ্রহীতা ব্যর্থ হলে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ঋণ আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের কারখানার সকল প্রকার ঝুঁকির বিপরীতে ব্যাংক বিধি মোতাবেক বীমা পলিসি বিদ্যমান থাকতে হবে।

- পুনঃতফসিলের শর্তে উল্লেখ থাকলেও ঋণের কিস্তি আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল করে ঋণ আদায়ে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ঋণ হিসাবটি মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত এবং ৩১-০৩-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প ও আইডিসিপি ঋণ স্থিতি ৬৯৬.৯৮ লক্ষ টাকা।
- উক্ত প্রকল্পে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-২, প্রধান কার্যালয় এর পত্র নং-প্রকা/আইপিএফডি-২/পিএল/৬৮৬, তারিখঃ ২২-১২-২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে বিদ্যমান চলতি মূলধন ঋণ সীমা ৪ কোটি টাকা (হাইপোঃ ১.৫০ কোটি+প্লেজ ২.৫০ কোটি) ১ (এক) বছর মেয়াদে নিম্নবর্ণিত শর্তে নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) নবায়ন অনুমোদনের ০২(দুই) মাসের মধ্যে শাখার তত্ত্বাবধানে প্রকল্পে ইক্যুইটি বিনিয়োগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি শাখাকে নিশ্চিত করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রামাণিক কাগজপত্রাদি শাখার নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২)।

(২) চলতি মূলধন হাইপোঃ ও প্লেজ ঋণ হিসাবে টার্ণওভার সন্তোষজনক পরিমাণ নিশ্চিত করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩)।

(৩) কোম্পানির সম্পাদিত ক্রেডিট রেটিং এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর পুনরায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত এজেন্সী দ্বারা ক্রেডিট রেটিং সম্পাদন করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৪)।

(৪) চলতি মূলধন ঋণের বিপরীতে ০৩ মাসের মধ্যে উপযুক্ত মূল্যের সহায়ক জামানত গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫)।

(৫) ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট থাকতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬)।

- কিন্তু শর্তানুযায়ী সহায়ক জামানত গ্রহণ করা হয়নি এবং ঋণ হিসাবে টার্ণওভার ন্যূনতম দ্বিগুণ পরিমাণ নিশ্চিত হয়নি। ৩১-০৩-১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত চলতি মূলধন হিসাবে মোট ৬৯.১৬ লক্ষ টাকা সীমাতিরিক্তসহ মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণস্থিতি রয়েছে ৪৬৯.১৬ লক্ষ টাকা।

(খ) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০১৩ ও ২০১৪ সালে নির্ধারিত পণ্য মোড়কে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার সীমিতকরণ করা হলেও শাখার সুপারিশক্রমে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জেনারেল ম্যানেজারর্স অফিস, ঢাকা-২ এর অনুমোদনক্রমে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, নিউ মার্কেট (কর্পোঃ গ্রেড-১) শাখা, ঢাকার পত্র নং- নিমা/ঋণ ও অগ্রীম/প্রকল্প ঋণ/সাদাত ফাইবার্স/২০৪ তারিখ: ১৮-০২-২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে একই গ্রাহকের মালিকানাধীন, একই এলাকায়, একই প্রকৃতির প্রকল্প সাদাত ফাইবার্স লিঃ এর অনুকূলে প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৩৮.৫১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ০৭(সাত) বছর মেয়াদে প্রকল্প ঋণ ৪১৯.২৫ লক্ষ টাকা (আইডিসিপি ২৭.৪০ লক্ষ টাকাসহ) নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

বিশেষ শর্তাবলী :

(১) প্রকল্পের প্রত্যেক খাতে ইক্যুইটি বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১)।

(২) মেসার্স পি এল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর বন্ধকীকৃত সম্পত্তি মেসার্স সাদাত ফাইবার্স লিমিটেড এর ঋণের অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মেসার্স সাদাত ফাইবার্স লিমিটেড এর ঋণের বিপরীতেও বন্ধকী বহাল থাকবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩)।

(৩) কোম্পানির নামে ক্রেডিট রেটিং সম্পাদন করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬)।

(৪) হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৭)।

প্রকল্প ঋণের শর্তাবলী :

(১) প্রকল্প ভূমিতে স্থাপিত/স্থাপিতব্য মেসার্স সাদাত ফাইবার্স লিমিটেড এর রক্ষিত/রক্ষিতব্য সকল প্রকার কাঁচামাল এবং প্রকল্পে স্থাপিত/স্থাপিতব্য সকল আসবাবপত্র, সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হাইপোথিকেশন হিসেবে ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকবে, যার জন্য ব্যাংক ও কোম্পানির যৌথনামে ব্যাংক অনুমোদিত বীমা কোম্পানির সাথে বীমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) সম্পূর্ণ ঋণ সীমার জন্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানিসমূহের রেজিস্ট্রার এর দপ্তরে ব্যাংকের অনুকূলে কোম্পানির আবহ ও স্থায়ী সম্পদের উপর চার্জ সৃষ্টি করতে হবে এবং চার্জ ক্রিয়েশনের সনদ শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ছ)]।

(৩) ঋণের মেয়াদ প্রথম ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ০৭(সাত) বছর (৬ মাসের নির্মাণকালসহ ১৫ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ) [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩]।

(৪) সুদের হার বার্ষিক ১৩% হারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫]।

(৫) পরিশোধসূচি অনুযায়ী প্রকল্প ঋণ ২৭.৮১ লক্ষ টাকার ২৩ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে (অবশিষ্ট থাকলে সর্বশেষ কিস্তির সাথে আদায়যোগ্য) পরিশোধযোগ্য। প্রথম ঋণ বিতরণের তারিখের ১৮ তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি জমা করতে হবে। তাছাড়া নিমার্ণকালীন সুদ ২৭.৪০ লক্ষ টাকা প্রতি কিস্তি ৫.৪৮ লক্ষ টাকা করে ঋণ বিতরণের পর ১৮ তম মাস হতে ৫টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১১]।

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-২ এর ২৪/০৩/১৬ খ্রি. তারিখের ১৪২ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মেসার্স সাদাত ফাইবার্স লিমিটেড এর প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন পরিচালনার জন্য চলতি মূলধন হিসেবে ৩০% মার্জিনে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ সীমা ১৫০ লক্ষ টাকা এবং ১০% মার্জিনে ক্যাশ এলসি সীমা ৭৫.০০ লক্ষ টাকা ১ (এক) বছর মেয়াদে ঋণ বিতরণের পূর্বে ক্লিন সিআইবি সংগ্রহ করার শর্তে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংক স্বার্থ সংরক্ষণ না করার ফলে ঋণ ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রকল্প ঋণের ৩টি কিস্তি আদায় না হওয়ায় ২৬-০৪-২০১৭ খ্রি. তারিখে স্থিতি ৪৮৩.৯১ লক্ষ টাকা নিম্নমানে শ্রেণিকৃত এবং সিসি ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন না হওয়ায় ২১.৭৯ লক্ষ টাকা সীমাতিরিক্তসহ মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ স্থিতি রয়েছে ১৭১.৭৯ লক্ষ টাকা।
- ব্যাংক স্বার্থ বিবেচনা না করে অযৌক্তিকভাবে পর্যায়ক্রমে গ্রাহককে ঋণ সুবিধা প্রদান করায় এবং প্রকল্পের ব্যবসা থেকে আয়ের সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় ২৬-০৪-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক পাওনা (৬,৯৬,৯৮,০০০+ ৪,৬৯,১৬,০০০+৪,৮৩,৯১,০০০+১,৭১,৭৯,০০০) = ১৮,২১,৮৪,০০০ টাকা আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।
- পি এল ইন্ডাস্ট্রিজ এবং সাদাত ফাইবার্স এর বীমার মেয়াদ যথাক্রমে ২২-০৩-২০১৭ খ্রি., ০৫-০৪-২০১৭ খ্রি. ও ২৪-০৩-২০১৭ খ্রি. তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। সুতরাং সমুদয় প্রকল্প এবং হাইপোঃ ও প্লেজের মালামাল বীমাহীন ঝুঁকিতে রয়েছে। যা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক উভয়ের স্বার্থ পরিপন্থী হিসেবে বিবেচ্য।
- উল্লেখ্য যে, বর্ণিত ২টি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ বি এম আনোয়ার সাদাত এর বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ট্যাগ করে এবং জামিনদাতা হিসাবে বারদী বাজারের ১০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের নামে শাখার মঞ্জুরি ক্ষমতায় এসএমই খাতে সিসি হাইপোঃ ঋণ বাবদ ১০.০০ লক্ষ করে মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ফলে বন্ধকী সম্পত্তির কুশন হ্রাস পেয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৩ (১+২)]।

অনিয়মের কারণ :

- নবায়ন মঞ্জুরি ও পুনতফসিলের শর্তাদি প্রতিপালন না করা;
- ক্রেডিট রেটিং সম্পাদন না করা;
- সহায়ক জামানত গ্রহণ না করা;
- ঋণ হিসাবে টার্ণওভার ন্যূনতম দ্বিগুণ পরিমাণ নিশ্চিত না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঋণ গ্রহীতাকে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে, বীমাকৃত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং ঋণ সমন্বয়ের জন্য শাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয় কারণ যাছাই বাছাই না করে পুন:পুন ঋণ সৃষ্টি এবং ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকির অভাব, আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উক্ত টাকা অনাদায়ি রয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১৭-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৩-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ অডিট প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, (ক) মেসার্স পিএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে ০৪-০৪-২০১৮ খ্রি. তারিখে ৬১/২০১৮ মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং (খ) মেসার্স শাহদত ফাইবার্স লিঃ এর ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে ০৪-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখ, ১৬৫/২০১৯ মামলা দায়ের করা হয়েছে যা চলমান রয়েছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ১৮,২১,৮৪,০০০ টাকার বিপরীতে অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ও যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ২১,৪৮,৬৭,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৪

শিরোনাম : গ্রাহকের মিশ্র ঋণ হিসাবে অপর্যাপ্ত সহায়ক জামানত রেখে ও গুদাম হতে পাট অন্যত্র স্থানান্তরে পাট ঘাটতি ও মেয়াদোত্তীর্ণ হবার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ১৫,৭৭,৫৮,৫৪৮ (পনের কোটি সাতাত্তর লক্ষ আটান্ন হাজার পাঁচ শত আটচল্লিশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনার ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঋণ সংশ্লিষ্ট নথি, হিসাব বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি নিরীক্ষান্তে পরিলক্ষিত হয় গ্রাহকের মিশ্র ঋণ হিসাবে অপর্যাপ্ত সহায়ক জামানত রেখে ও গুদাম হতে পাট অন্যত্র স্থানান্তরে পাট ঘাটতি ও মেয়াদোত্তীর্ণ হবার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ১৫,৭৭,৫৮,৫৪৮ (পনের কোটি সাতাত্তর লক্ষ আটান্ন হাজার পাঁচ শত আটচল্লিশ) টাকা অনাদায়ি।

(ক) মেসার্স এম কে এ্যান্ড সন্স এর ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/এমআর/১৫১৬৩, তারিখঃ ৩০/১২/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স এম কে এ্যান্ড সন্স এর অনুকূলে বিদ্যমান সিসি (মিশ্র) ঋণসীমা ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা (প্লেজ ২৫০.০০ লক্ষ+হাইপোঃ ২০.০০ লক্ষ+পিসিসি ৭০.০০ লক্ষ) নিম্নবর্ণিত শর্তে ও প্রচলিত অন্যান্য নিয়মাবলী যথাযথভাবে পরিপালন সাপেক্ষে ২০১২-২০১৩ মৌসুমের জন্য নবায়ন মঞ্জুর করা হয়। তবে শর্ত থাকে যে, ঋণ হিসাবসমূহের অনিয়মিত/সীমাতিরিক্ত বকেয়া পরিশোধ/সমন্বয় করার পর নবায়ন কার্যকর হবে।

শর্তাবলী :

(১) গুদামসহ অন্যান্য পণ্য অবশ্যই ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে বীমাকৃত থাকতে হবে এবং মজুদ পণ্যের বাজার মূল্যের শতকরা ১০% অগ্নি, বন্যা ও আরএসডি ঝুঁকি বহনযোগ্য পলিসি দ্বারা বীমাকৃত করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) হাইপোথিকেশন হিসেবে খোলা ও গাইট (বেল) বাধা কাঁচাপাট ঋণ গ্রহীতার ক্রয় কেন্দ্রে ও বেলিং কেন্দ্রের গুদামে গুদামজাত থাকবে। উক্ত মালামালের জন্য ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথ নামে অনুমোদিত বীমা কোম্পানিতে অগ্নি, আরএসডি, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির বিপরীতে বীমা পলিসি সম্পাদন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(খ)]।

(৩) মার্জিন সিসি প্লেজ ২০% এবং সিসি(হাইপোঃ) ৫০% [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৪]।

(৪) ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৫.৫০% এবং ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৬.০০% হারে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে বার্ষিক সুদ আরোপ ও আদায়যোগ্য হবে। সুদের হার সময় সময় পরিবর্তিত হবে এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হারে সুদ আরোপ ও আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬]।

(৫) প্লেজ হিসাব ৩১ জুলাই, ২০১৪ এবং হাইপোঃ হিসাব ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রি.পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৭]।

(৭) মৌসুমের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে দ্বিগুণ লেনদেন (টার্ণওভার) নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়বদ্ধ পণ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৯]।

- ঋণ পরিশোধ করার শর্ত থাকলেও ঋণ পরিশোধ করা হয়নি। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী পাট ঘাটতি ছিল। এক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, প্লেজ এর শর্তাদি প্রতিপালন করা হয়নি।
- অথচ সিসি প্লেজ ও হাইপোঃ হিসাবে অনাদায়ি ৩,৫৯,৬১,০৮১ টাকা হতে সহায়ক জামানত গুদামে মজুদকৃত পাটের মূল্য ৮,৬৫,৬৮৬ টাকা ও জমাকৃত এফডিআর এর বর্তমান মূল্য ৮১,৯৮,১৮৩ টাকা বাদ দিলে [৩,৫৯,৬১,০৮১-(৮,৬৫,৬৮৬+৮১,৯৮,১৮৩)] = ২,৬৮,৯৭,২১২ টাকা মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে। গুদামের অভ্যন্তরে বৃষ্টির পানি পড়ে মজুদ পাট ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। গুদামে কোন চার্ট, লট স্লিপ বা অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা নেই।
- সিসি প্লেজ হিসাবে ২৪/১২/২০১২ খ্রি. তারিখে বীমা সম্পাদন বাবদ ১০,৫২,৪৯৩ টাকা উত্তোলন সুবিধা নেয়া হয়। পরবর্তীতে আর কোন উত্তোলন সুবিধা নেয়া হয়নি। ফলে প্লেজ গুদামে ২/৩ বছর পাট মজুদ ছিল তা দীর্ঘদিন যাবৎ গুদামে পড়ে থাকায় পাটের গুণগত মান হ্রাস পাচ্ছে।
- মেয়াদোত্তীর্ণের পর মাত্র ১৪,৯০,৮৩৫ টাকা জমা দেয়া হয় ও অনাদায়ি থাকে ৩,৩০,১৮,৪৩৭ টাকা। ২৮/৭/২০১৫ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও গুদাম রেজিস্টার অনুযায়ী গুদামে পাট মজুদ থাকার কথা তোষা সি বটম ১,১৫,০৫০ কেজি, তোষা ক্রস বটম ৬,২৫,২৫০ কেজি মোট ৭,৪০,৩০০ কেজি। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তবে ৫০ কেজি ওজনের ৫০০ বোঝা ২৫,০০০ কেজি পাট মজুদ ছিল। ফলে পাট গুদাম হতে ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতীত পাট অন্যত্র স্থানান্তর করায় ডিপি ঘাটতি/শর্টফল হয় ১,৯৬,৪২,০৭৪ টাকা। ব্যাংকের কাছে গুদামের চাবি থাকা সত্ত্বেও গুদাম হতে অন্যত্র পাট স্থানান্তর ঘাটতি হওয়ার কথা না থাকলেও পাট ঘাটতি হয়েছে।
- নবায়ন মঞ্জুরির পর সিসি (হাইপোঃ) হিসাবে কোন লেনদেন না হওয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি ২৯,৪২,৬৪৪ টাকা, যা শ্রেণিকৃত হয়ে মন্দ ও ক্ষতিমানে পরিণত হয়।
- ফলে সিসি প্লেজ ও হাইপোঃ ঋণসহ মোট (৩,৩০,১৮,৪৩৭+২৯,৪২,৬৪৪) = ৩,৫৯,৬১,০৮১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

(খ) মেসার্স মাদারীপুর জুট ট্রেডার্স এর ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/এমআর/১৫১৬৩, প্রকা/সাঋবি/২৩৭০, তারিখঃ ১১/০৩/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স মাদারীপুর জুট ট্রেডার্স এর অনুকূলে বিদ্যমান সিসি (মিশ্র) ঋণসীমা ৬১০.০০ লক্ষ টাকা (প্লেজ ৫৫০ লক্ষ+হাইপোঃ ১০ লক্ষ+পিসিসি ৫০ লক্ষ) নিম্নবর্ণিত শর্তে ও প্রচলিত অন্যান্য নিয়মাবলী যথাযথভাবে পরিপালন সাপেক্ষে ২০১২-২০১৩ মৌসুমের জন্য নবায়ন মঞ্জুর করা হয়। তবে শর্ত থাকে যে, ঋণ হিসাবসমূহের অনিয়মিত/সীমাতিরিক্ত বকেয়া পরিশোধ করার পর নবায়ন কার্যকর হবে।

শর্তাবলী :

(১) গুদামসহ অন্যান্য পণ্য অবশ্যই ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে বীমাকৃত থাকতে হবে এবং মজুদ পণ্যের বাজার মূল্যের শতকরা ১০% অগ্নি, বন্যা ও আরএসডি এর ১০০% ঝুঁকি বহনযোগ্য পলিসি দ্বারা বীমাকৃত করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) হাইপোথিকেশন হিসেবে খোলা ও গাইট (বেল) বাধা কাঁচাপাট ঋণ গ্রহীতার ক্রয় কেন্দ্রে ও বেলিং কেন্দ্রের গুদামে গুদামজাত থাকবে। উক্ত মালামালের জন্য ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথ নামে অনুমোদিত বীমা কোম্পানিতে অগ্নি, আরএসডি, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির বিপরীতে বীমা পলিসি সম্পাদন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(খ)]।

(৩) হাইপোথিকেশনের বিপরীতে পণ্য ব্যাংকের নিকট প্লেজকৃত গুদাম হতে আলাদা গুদামে রাখতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(গ)]।

(৪) সিসি প্লেজ ৫৫০.০০ লক্ষ টাকার ঋণ সীমার বিপরীতে ৯৪.২৫ লক্ষ এবং হাইপোঃ ১০.০০ লক্ষ টাকার ঋণ সীমার বিপরীতে ১০.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৫৬০.০০ লক্ষ টাকার ঋণ সীমার বিপরীতে ১০৪.২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের স্থায়ী আমানত ব্যাংকের অনুকূলে সহায়ক জামানত হিসেবে ব্যাংকের নিকট বন্ধক আছে যা বহাল থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩]।

(৫) মার্জিন সিসি প্লেজ ২০% এবং সিসি(হাইপোঃ) ৫০% [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৪]।

(৬) ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৫.৫০% এবং ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৬% হারে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে বার্ষিক সুদ আরোপ ও আদায়যোগ্য হবে। সুদের হার সময় সময় পরিবর্তিত হবে এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হারে সুদ আরোপ ও আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬]।

(৭) প্লেজ হিসাব ৩১ জুলাই, ২০১৪ খ্রি. এবং হাইপোঃ হিসাব ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রি.পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৭]।

(৮) মৌসুমের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে দ্বিগুণ লেনদেন (টার্ণওভার) নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়বদ্ধ পণ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৯]।

- ১৮/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, পাট গুদামে ও গুদামে মজুদ কাঁচা পাট ৪০/৫০ কেজির বোঝা আকারে এলোমেলোভাবে স্তুপ আকারে মজুদ আছে যা গ্রেড অনুযায়ী গণনাযোগ্য অবস্থায় সাজানো নেই। পাটের আকার আয়তন দেখে প্রতিয়মান হয়, পাটের পরিমাণ স্টক রেজিস্টারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
- সিসি প্লেজ হিসাবে ৮,৬৮,০০,৭৩৯ টাকা অনাদায়ি হয়ে মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী প্লেজকৃত গুদামজাত পাট ব্যাংকের সার্বক্ষণিক কর্তৃত্বাধীনে/তালাবন্ধ থাকবে। প্লেজ গুদামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুদাম প্রহরী ও গুদাম রক্ষক সার্বক্ষণিক পাহারা ও পরিচালনার জন্য নিয়োজিত রাখতে হবে এবং গুদামসহ বন্ধককৃত পণ্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে রাখার সর্বপ্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু প্লেজ এর শর্তাদি প্রতিপালন করা হয়নি।
- সিসি হাইপোঃ হিসাবে মেয়াদের মধ্যে বা মেয়াদ উত্তীর্ণের পর কোন লেনদেন না হওয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি ১৪,১৪,৬৩৮ টাকা যা মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে।
- ফলে সিসি প্লেজ ও হাইপোঃ ঋণসহ মোট (৮,৬৮,০০,৭৩৯+১৪,১৪,৬৩৮) = ৮,৮২,১৫,৩৭৭ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

(গ) মেসার্স রাব্বি এন্টারপ্রাইজ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাঋবি/পাট/রাব্বি/ ১৫১৬২, তারিখ: ৩০/১২/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স রাব্বি এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে (১) প্লেজ হিসাবে ৩০/০৬/২০১৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনাদায়ি সুদ বাবদ ৩৫.৯৪ লক্ষ টাকা ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ১ম কিস্তি জানুয়ারি, ২০১৪ হতে আদায়যোগ্য করে প্রচলিত সুদ হারে ব্লক হিসাবে স্থানান্তর এবং (২) বিদ্যমান মিশ্র ঋণসীমা ২৪০.০০ লক্ষ টাকা (প্লেজ ২০০ লক্ষ+হাইপোঃ: ১০ লক্ষ+পিসিসি ৩০ লক্ষ) ২০১২-২০১৩ মৌসুমের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তে নবায়ন মঞ্জুর করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) গুদামসহ অন্যান্য পণ্য অবশ্যই ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে বীমাকৃত থাকতে হবে এবং মজুদ পণ্যের বাজার মূল্যের শতকরা ১০% অগ্নি, বন্যা ও আরএসডি ঝুঁকি বহনযোগ্য পলিসি দ্বারা বীমাকৃত করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) বিদ্যমান প্লেজ এবং হাইপোঃ ঋণের বিপরীতে ৫০ লক্ষ টাকার এফডিআর হিসোবে ব্যাংকের নিকট বন্ধক আছে যা বহাল থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩]।

(৩) হাইপোথিকেশনের বিপরীতে পণ্য ব্যাংকের নিকট প্লেজকৃত গুদাম হতে আলাদা গুদামে রাখতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫]।

(৪) মার্জিন সিসি প্লেজ ২০% এবং সিসি(হাইপোঃ) ৫০% [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১১]।

(৫) ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৫.৫০% এবং ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৬% হারে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে বার্ষিক সুদ আরোপ ও আদায়যোগ্য হবে। সুদের হার সময় সময় পরিবর্তিত হবে এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হারে সুদ আরোপ ও আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৩]।

(৬) প্লেজ হিসাব ৩১ জুলাই, ২০১৪ খ্রি.এবং হাইপোঃ হিসাব ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রি.পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৪]।

(৭) মৌসুমের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে দ্বিগুণ লেনদেন (টার্ণওভার) নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়বদ্ধ পণ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৬]।

- মেয়াদোত্তীর্ণের পর সিসি (প্লেজ) হিসাবে মাত্র ১৫,১০,০০০ টাকা আদায় হওয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি থাকে ২,৭৭,২৯,৬৯৬ টাকা।
- ২৯/৬/২০১৫ খ্রি. তারিখের গুদাম পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় প্লেজ গুদামে রেজিস্টার অনুযায়ী পাট থাকার কথা ২,৪৯,৪৩,২০০ টাকা যার অগ্রিম মূল্য ১,৯৯,৫৪,৫৬০ টাকা ও মজুদ কাঁচা পাট ঘাটতি ৭০%-৭৫% ও সর্বনিম্ন ঘাটতি ৭০% হিসাবে শর্টফল টাকা ১,৩৯,৬৮,১৯২ ও মোট অনাদায়ি ৩,৩৫,৮২,০৯০ টাকা হতে সহায়ক জামানত পাটের মূল্য ৭৪,৮২,৯৬০ টাকা ও এফডিআর মূল্য ৫২,৮০,০০০ টাকা বাদ দিলে দাঁড়ায় ২,০৮,১৯,১৩০ টাকা, যা ব্যাংকের ক্ষতি ও যা শ্রেণিকৃত হয়ে মন্দ ও ক্ষতিমানে পরিণত।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী প্লেজকৃত গুদামজাত পাট ব্যাংকের সার্বক্ষণিক কর্তৃত্বাধীনে/তালাবন্ধ থাকবে। প্লেজ গুদামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুদাম প্রহরী ও গুদাম রক্ষক সার্বক্ষণিক পাহারা ও পরিচালনার জন্য নিয়োজিত রাখতে হবে এবং গুদামসহ বন্ধককৃত পণ্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে রাখার সর্বপ্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, প্লেজ এর শর্তাদি প্রতিপালন করা হয়নি।
- সিসি (হাইপোঃ) হিসাবে মেয়াদে ও মেয়াদোত্তীর্ণের পর আর কোন লেনদেন না হওয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি টাকা ১৫,৯৩,৮৬৫ যা শ্রেণিকৃত হয়ে মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে।
- ৩ বছর মেয়াদী ব্লক ঋণ হিসাব ৩৫.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি করা হয় ও জানুয়ারি/২০১৪ খ্রি. তারিখে ত্রৈমাসিক কিস্তি বাবদ ৩.৮৬ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য যার মেয়াদ ৩১/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু ঋণ হিসাব হতে দেখা যায় মাত্র ৬০০ টাকা আদায় হয়েছে ও কিস্তি খেলাপি হওয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি ৪২,৫৮,৫২৯ টাকা মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত।
- ফলে সিসি প্লেজ ও হাইপোঃ ঋণসহ মোট (২,৭৭,২৯,৬৯৬+১৫,৯৩,৮৬৫+৪২,৫৮,৫২৯) = ৩,৩৫,৮২,০৯০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৪(১+২+৩)]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- অপর্যাপ্ত সহায়ক জামানত এর বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরি করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অনাদায়ি ঋণের অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে "অনাদায়ি ঋণের অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে" বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। উল্লিখিত ০৩ (তিন) টি অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২২/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, মেসার্স এম কে এ্যান্ড সন্স এর ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিজনিত শ্রেণিকৃত হওয়ায় ২২/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখের মাধ্যমে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা নং-৬১/২০১৬ এবং ০৬/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখে ৪৪/২০১৯ জারি মামলা দায়ের করা হয়েছে; (খ) মেসার্স মাদারীপুর জুট ট্রেডার্স এর ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিজনিত শ্রেণিক্ষৃত হওয়ায় ২২/০৩/২০১৭ খ্রি. তারিখের মাধ্যমে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা নং-৩০/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে এবং (গ) মেসার্স রাব্বি এন্টারপ্রাইজ এর জড়িত ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিজনিত শ্রেণিকৃত হওয়ায় ১৬/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখের মাধ্যমে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা নং-৩৫/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে যা চলমান আছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের ১৫,৭৭,৫৮,৫৪৮ টাকার বিপরীতে অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ও যাচাইকারী দলের সর্বশেষ তথ্য মোতাবেক ১৯,০৩,০৩,৬০১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৫

শিরোনাম : যথাসময়ে বিতরণের পরও আদায়ে ব্যর্থতায় ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের **১৩,৮১,৭৯,০০০** (তের কোটি একাশি লক্ষ ঊনআশি হাজার) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনার গ্রাহক মেসার্স রোজেমকো লিমিটেড এর ঋণের নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, যথাসময়ে বিতরণের পরও আদায়ে ব্যর্থতায় ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের **১৩,৮১,৭৯,০০০** টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- পাট খাতের ঋণ গ্রহীতা মেসার্স রোজেমকো লিমিটেড এর অনুকূলে সর্বপ্রথম **১৯৯১-১৯৯২** সালে কাচাঁ পাটের ব্যবসার জন্য ক্যাশ ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করা হয়। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, সাধারণ ঋণ বিভাগের পত্র নং প্রকা/সাঋবি/সিসি (পাট)/১৪৬২৫(২), তারিখঃ ২০/১০/২০১১ খ্রি. এর মাধ্যমে বিদ্যমান সিসি মিশ্র ঋণ সীমা ৮,৬০,০০,০০০ টাকা (সিসি প্লেজ ৭,০০,০০,০০০+ সিসি হাইপোঃ ১০,০০,০০০+পিসিসি ১,৫০,০০,০০০) চলতি ২০১১-২০১২ পাট মৌসুমের জন্য শুধুমাত্র নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয় এবং ব্লক ঋণের অনাদায়ি কিস্তি ৪৬,৬৬,০০০ টাকার ১০% ডাউন পেমেন্ট পরিশোধ করায় তিনটি ব্লক ঋণ পরিশোধের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে পূর্বের ব্লক ঋণের ৩,৭৪,৭১,০০০ টাকা জানুয়ারি/২০১২ হতে আদায়যোগ্য করে নিম্নবর্ণিত শর্তে কিস্তি পুন:নির্ধারণ করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) গুদামসহ পণ্য অবশ্যই ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতাদের যৌথনামে অগ্নি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও আরএসডি ঝুঁকি বীমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-(২)(ক)]।

(২) মঞ্জুরির পর সমুদয় ঋণ সীমা আবরিত করে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রি মর্টগেজ রাখতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং (২)(খ)]।

(৩) গুদাম হতে পণ্যসামগ্রী (পাট) বন্দরে প্রেরণের তারিখ হতে জাহাজীকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য উহা ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে বীমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ৪]।

(৪) সুদের হার ৭% [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ৫]।।

(৫) ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ৩০/০৬/২০১২ খ্রি. পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৭]।।

(৬) শুধুমাত্র রপ্তানিকারক ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে মঞ্জুরিকৃত ঋণ সুবিধা প্যাকিং ক্যাশ ক্রেডিট ঋণ সীমার মধ্যে তাদের প্লেজের রপ্তানির বিপরীতে প্যাকিং ক্যাশ ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করা যাবে। উক্ত ঋণ সুবিধা (প্যাকিং ক্যাশ ক্রেডিট) ভাগ করার ১৮০(একশত আশি) দিনের মধ্যে উহার বকেয়া সমন্বয় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১১]।

- সে অনুযায়ী সিসি প্লেজ গুদামে মালামাল ঢুকানো হয়, যার মেয়াদ ছিল ৩০/০৬/২০১২ খ্রি. পর্যন্ত। গ্রাহক কর্তৃক মালামাল উত্তোলনের বিপরীতে ডিও না থাকায় এবং ঋণ গ্রহীতা উল্লিখিত শর্তাদি প্রতিপালন না করায় ৩১/০৩/২০১৩ খ্রি. তারিখে সকল ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত হয়।
- মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ার পর ০৭/০৩/২০১৩ খ্রি. তারিখের পত্রে সংশ্লিষ্ট শাখার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই মর্মে অবহিত করেন যে, ব্যাংকের ঋণের অর্থ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে মালামাল বিক্রয় করা যুক্তিযুক্ত হবে। তাছাড়া ২৯/০৩/২০১২ খ্রি. তারিখের পত্রে বিদ্যমান এফডিআর জামানত টাকা ৯৯.২২ লক্ষ সুদসহ নগদায়ন করে ঋণ হিসেবে জমার সুপারিশ করা হয়। লিয়েন রাখা হলেও উক্ত অর্থ ঋণ হিসেবে জমা হয়নি এবং মজুদ মালামাল বিক্রয়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তীতে একাধিকবার মালামাল বিক্রয়ের বিষয়ে মতামত চাওয়া হলেও এতদবিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি।

- মন্দ ঋণ থাকা অবস্থায় ১৯/০১/২০১৪ খ্রি. তারিখের ইনভেন্টরি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় ৬,১৭,৩০,০২৬ টাকা মূল্যের পাট মজুদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় পূর্ব হতে মালামালের কিছু ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হতে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সাধারণ ঋণ বিভাগের ০৯/০৯/২০১৪ খ্রি. তারিখের পত্রে উক্ত ঘাটতির দায়ভার শাখা ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজার ও সংশ্লিষ্ট অফিসার দায় এড়াতে পারেন না বলে মন্তব্য করেছেন।
- মালামালের অস্তিত্ব না থাকার বিষয়ে শাখার ০৪(চার) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে তদন্ত দল গঠন করলে তদন্ত দল ১৬/০৪/২০১৪ খ্রি. তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত দলে গুদামের রিলেশনশীপ ম্যানেজার বাবু বিকাশ কুমার ব্যাণার্জি, ইউনিট অফিসারকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়। তদন্ত শেষে উক্ত ম্যানেজারকে অব্যাহতি দিয়ে কেবল গ্রাহকই দায়ী এই মর্মে সুপারিশ করা হয়। যেহেতু ঋণটি প্লেজ ঋণ সেহেতু এই ঘাটতির জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।
- ঋণের বিপরীতে টাকা ৭৭.৯৪ লক্ষের ভূমি জামানত ও টাকা ১৫৭.৫০ লক্ষের স্থায়ী আমানত বন্ধক থাকায় উক্ত অপ্রতুল জামানত দ্বারা ঋণের দায় পরিশোধ সম্ভব নয় (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৫]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঋণ সমন্বয় না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;
- প্লেজ ঋণের মালামাল ঘাটতির ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ২০১২-২০১৩ খ্রি. মৌসুমে নবায়ন না হওয়াতে ঋণটি মন্দ ঋণে পরিণত হয়। পাট দীর্ঘদিন গুদামে মজুদ থাকায় মালামাল নষ্ট হয়ে মজুদে ঘাটতির সৃষ্টি হয়। প্লেজ হিসাবে টাকা ৬.১৭ লক্ষ ঘাটতির বিষয়ে গুদাম রক্ষককে চার্জশীট ও রিলেশনশীপ ম্যানেজারকে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের জন্য সত্বর মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে "ঋণ আদায়ের জন্য সত্বর মামলা দায়ের করা হবে" বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর পাঁচ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৭/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি.তারিখের ফলোআপ অডিট প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, অর্থ ঋণ আদালতে মামলা নং ১৫১/১৫, তারিখঃ ১৬/১১/২০১৫ খ্রি. এবং ১৩/০২/২০১৮ খ্রি.তারিখে জারি মামলা নং-০৯/১৮ দায়ের করা হয়েছে যা চলমান আছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযাযী ১৩,৮১,৭৯,০০০ টাকার বিপরীতে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের Bank Statement,অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব এবং যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ১৪,৭১,৭৩,৩২৭ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৬

শিরোনাম : সিসি প্লেজ, সিসি হাইপোঃ ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ১৩,৪৮,৩৯,৩৯২ (তের কোটি আটচল্লিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তিনশত বিরানব্বই) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ২৮, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১১ হতে ২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঋণ বিভাগের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেসার্স কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড এর সিসি প্লেজ, সিসি হাইপোঃ ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ১৩,৪৮,৩৯,৩৯২ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকার পত্র নং-বিবিএ/জিএডি-১/সিসি/কেয়া কসমেটিকস/১৯০৬, তারিখ: ২৪/০৬/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে চলতি মূলধনের যোগান অব্যাহত রেখে বাণিজ্যিক উৎপাদন কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তার লক্ষ্যে মেসার্স কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড এর ক্যাশ ক্রেডিট প্লেজ ১২,০০,০০,০০০ টাকা, হাইপোঃ ৪,০০,০০,০০০ টাকা এবং ১০% মার্জিনে সাইট/ডেফার্ড কিস্তিতে ঋণ সীমা ১২,০০,০০,০০০ টাকা ০১(এক) বছর ৩১/০৩/২০১৪ খ্রি. মেয়াদে নিম্নবর্ণিত শর্তাদিতে নবায়ন মঞ্জুরি অনুমোদন দেয়া হয়।

শর্তাবলী :

(১) হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১)।

(২) ব্যাংকের অর্থায়িত প্রকল্পের খেলাপি কিস্তি আদায়/সীমাতিরিক্ত বকেয়া পরিশোধ তথা নিয়মিত থাকা সাপেক্ষে নবায়ন সুবিধা কার্যকর হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২)।

(৩) প্লেজকৃত পণ্যের ডিও প্রদান করা হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির মাধ্যমে হালনাগাদ ক্রেডিট রেটিং সম্পাদন করা (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩)।

অন্যান্য শর্তাবলী :

(১) মজুদ মালামাল সমূহ অবশ্যই ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে অগ্নি ও আরএসডি ঝুঁকি বহনযোগ্য পলিসি দ্বারা বীমাকৃত করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) উৎপাদিত পণ্য, কাঁচামাল এবং প্রক্রিয়াধীন পণ্য যা কারখানা বা গুদামে আছে বা থাকবে সেগুলো ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে বন্ধক থাকবে। উক্ত মালামালের জন্য ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথ নামে অনুমোদিত বীমা কোম্পানিতে অগ্নি, আরএসডি, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির বিপরীতে বীমা পলিসি সম্পাদন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(খ)]।

(৩) ঋণ মঞ্জুরির পর সমুদয় ঋণ সীমা আবরিত করে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রি মর্টগেজ রাখা [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩(ক)]।

(৪) ঋণ সীমা ০১(এক) বছর অর্থাৎ ৩০/০৩/২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫]।

(৫) মজুদ মালামালের বিক্রয় লব্ধ টাকা দৈনিক/সাপ্তাহিক ভিত্তিক জমা করে অবশিষ্ট বকেয়া মেয়াদ সীমার মধ্যে এককালীন পরিশোধ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৭]।

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর পত্র নং- বিবিএ/সাঋবি/সিসি/কেয়া/৮৪৮৩, তারিখঃ ২৮/০৯/২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড এর অনুকূলে ০১(এক) বছর অর্থাৎ ২৪/০৯/২০১৮ খ্রি. মেয়াদে শর্তসাপেক্ষে নবায়ন মঞ্জুরি অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু উক্ত শর্তাবলি প্রতিপালন না করায় ঋণ পরিশোধের পূর্বের মেয়াদ অর্থাৎ ৩০/০৩/২০১৪ খ্রি. বহাল থাকে।

- বিগত ৩১/১২/২০১৪ খ্রি. ভিত্তিক ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স কেয়া কসমেটিকস লিঃ এর চলতি মূলধন ঋণ হিসাব সন্দেহজনক মানে অর্থাৎ মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণিকৃত হয়েছে মর্মে পত্র নং- এসবিএল/বিবিএ/জিএডি/কেয়া কসমেটিকস/১৪৬, তারিখ : ২৮/০৭/২০১৪ খ্রি. এর প্রত্যয়নে বলা হয়েছে।

- কেয়া সুয়েটার এর ঋণের বিপরীতে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি অবমুক্ত করে কেয়া কসমেটিকস লিঃ এর ঋণের বিপরীতে বন্ধক গ্রহণ করা হয়নি।

- নবায়ন মঞ্জুরিপত্রে পরিশোধ পদ্ধতির শর্তে "মজুদ মালামালের বিক্রয়লব্দ টাকা দৈনিক/সাপ্তাহিকভিত্তিক জমা করে অবশিষ্ট বকেয়া মেয়াদ সীমার মধ্যে এককালীন পরিশোধ করতে হবে" মর্মে উল্লেখ থাকলেও নির্ধারিত মেয়াদ অর্থাৎ ৩১/০৩/২১০৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় পরিশিষ্ট অনুযায়ী অডিটকালীন সময় ১৩/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১৩,৪৮,৩৯,৩৯২ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা, ব্যবস্থাপকের এখতিয়ারে নোটিশ প্রদান করা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উকিল নোটিশ করা, মামলার জন্য অনুমোদন নেয়া, চূড়ান্ত নোটিশ প্রদানকরত মামলা দায়ের করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু উক্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৬]।

অনিয়মের কারণ :

- নবায়ন মঞ্জুরির শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- বীমা না করা;
- ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রি মর্টগেজ না রাখা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কেয়া কসমেটিকস লিঃ কর্তৃক দায়েরকৃত রিটটি প্রত্যাহারের পর ঋণ হিসাবটি নবায়ন মঞ্জুরির বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তাব/সুপারিশ প্রেরণ করা হবে অন্যথায় ব্যাংক পাওনা আদায়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে। উক্ত টাকা আদায়ের বিষয়ে ব্যাংক বিধি অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী বিতরণকৃত ঋণের পরিশোধযোগ্য অর্থ সুদসহ আদায়ের সময়সীমা ৩১/০৩/২০১৪ খ্রি. তারিখ অতিবাহিত হওয়ায় খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে।
- ঋণ মঞ্জুরির শর্তানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ, জমি রেজিস্ট্রি মর্টগেজ, বীমা নির্ধারিত হারে সুদ আদায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও অনাদায়ি অর্থ ইত্যাদি আদায়/প্রতিপালন করা হয়নি।
- ঋণগুলোর বিষয়ে ব্যাংক বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও প্রায় দুই বছর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১৭/০১/২০১৭ খ্রি. এবং ১০/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৩/২০১৭ খ্রি. এবং ১৫/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২১/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, অর্থ ঋণ আদালতে ঢাকা-১, ২০/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং- ২০০/২০১৮ এবং ০৫/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখে শুনানী আছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ১৩,৪৮,৩৯,৩৯২ টাকার বিপরীতে অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ও যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ১৮,৪৩,৫৭,০২১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৭

শিরোনাম : প্রকল্প ঋণ এবং সিসি (হাইপোঃ) ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী আদায় না হওয়ায় অনাদায়ি **১১,৬১,৯৩,৭৪৬** (এগার কোটি একষট্টি লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশত ছেচল্লিশ) টাকা।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এর ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষায় শিল্প ঋণ বিভাগের গ্রাহক (ক) মেসার্স হাবিব কর্পোরেশন (খ) মেসার্স এডভান্স টেক্সাটাইল লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্প ঋণ এবং সিসি (হাইপোঃ) ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের **১১,৬১,৯৩,৭৪৬** টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

(ক) ঋণ গ্রহীতা মেসার্স হাবিব কর্পোরেশন এর প্রকল্প ঋণ, আইডিসিপি ও সিসি (হাইপোঃ) ঋণের অর্থ ব্যাংক কর্তৃক আদায় না হওয়ায় ৬,৬৩,৬৩,৭৪৬ টাকা মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।

- ঢাকা গেন্ডারিয়ায় ''অটো প্রিন্টিং প্রেস'' শিল্প প্রকল্প বিএমআরই (প্রকল্প ঋণ) করণের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- স্থাঃকাঃ/শিঃপ্রঃঅডি/১৯৯৯, তাং-২৭/১০/২০১১ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স হাবিব কর্পোরেশন এর অনুকূলে ৭.১৭৩৩ কোটি টাকার বিপরীতে ৬০:৪০ ঋণ ইক্যুইটি অনুপাতে ৪.৩১৩৩ কোটি টাকা (নির্মাণকালীন সুদসহ) প্রকল্প ঋণ নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) প্রকল্পে স্থাপিত/স্থাপিতব্য যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, খুচরা যন্ত্রাংশ ঋণের জামানত হিসাবে ব্যাংক এবং কোম্পানির যৌথনামে বীমাকৃত অবস্থায় হাইপোথিকেশনে বন্ধক থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) ঋণ মঞ্জুরির পর সমুদয় ঋণ সীমা আবরিত করে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিষ্ট্রি মর্টগেজ রাখা [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(গ)]।

(৩) স্থায়ী মূলধনের জন্য ১২ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৭ (সাত) বছর, ১২ মাসের গ্রেস পিরিয়ডের মধ্যে ৬ মাস নির্মাণকালীন সুদসহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩]।

(৪) স্থায়ী মূলধন ঋণের জন্য সুদের হার বার্ষিক ১৩% যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য ও আদায়যোগ্য এবং যে কোন সময় এই হার পরিবর্তনযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫]।

(৫) প্রকল্প ঋণ প্রতিটি ২৭,৯২,০০০ টাকা হিসেবে ২৪টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এবং নির্মাণকালীন সুদসহ প্রতিটি ৫,২৭,০০০ টাকা হিসেবে ৫টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণের তারিখের ১৫তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। কোন সময় পরিশোধ সূচিতে উল্লিখিত কিস্তির টাকা অপেক্ষা কম টাকা জমা হলে তা সুদের অংশ কভার করে উদ্বৃত্ত থাকলে ঐ অতিরিক্ত অর্থ প্রকল্প ঋণের আসল হিসাবে জমা বলে বিবেচনা করা হবে তা যথানিয়মে পরিশোধ করা হয়নি [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬]।

- এছাড়া প্রকল্পটি যে উদ্দেশ্যে কার্যক্রম করার কথা ছিল তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। ০৯/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক ব্যাংক বিবরণীতে দেখা যায় যে, এ প্রকল্প ঋণের বিপরীতে জমা করেছে মাত্র ৩১,১৩,১৬৬ টাকা। বর্তমানে ঋণটি মন্দ ঋণে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও ঋণটি মেয়াদোত্তীর্ণ ও আদায় না হওয়া সত্ত্বেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- স্থাঃকাঃ/শিঃপ্রঃঅডি/১৬৪, তারিখ : ২৮/০১/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে ১,০০,০০,০০০ টাকা চলতি মূলধন সিসি (হাইপোঃ) ঋণ নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) সুদের হার বার্ষিক ১৬% যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য ও আদায়যোগ্য এবং যে কোন সময় এ হার পরিবর্তনযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬]।

(২) ঋণের মেয়াদকাল ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ১ (এক) বছর [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৭]।

(৩) তৈরী পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় হতে অথবা এককালীন যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধযোগ্য, যদি ঋণ সীমা নবায়ন বিবেচিত না হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৮]।

- ০৯/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক ব্যাংক বিবরণীতে দেখা যায় যে, প্রকল্প ঋণ, আইডিসিপি ও সিসি (হাইপোঃ) ঋণের (৫,২০,২০,৬২৭+২৩,৫৮,১৬৬+১,১৯,৮৪,৯৫৩) = ৬,৬৩,৬৩,৭৪৬ টাকা আদায় অনিশ্চিত ও ক্ষতির সম্ভাবনা। [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৮]।

- মেসার্স এডভান্স টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ ১০০% রপ্তানিমুখী ফেব্রিক্স উৎপাদনকারী শিল্প প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে মেসার্স এডভান্স টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ কে সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- স্থাঃকাঃ/শিঃপ্রঃঅডি/৫৩, তাং: ০৪/০১/২০১১ খ্রি. এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৪,২৬,৫৪,০০০ টাকা এবং নির্মাণকালীন সুদ ২৩,৪৬,০০০ টাকা ঋণ নিম্নবর্ণিত শর্তে অনুমোদন ও বিতরণ করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) প্রকল্প ভূমি ও তদুপরিস্থ নির্মিত/নির্মিতব্য ভবন ব্যাংকের অনুকূলে সম্পূর্ণ ঋণ সীমা কভার করে ব্যাংক বিধি মোতাবেক রেজিস্ট্রি মর্টগেজ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ২(ক)]

(২) প্রকল্পে স্থাপিত/স্থাপিতব্য যন্ত্রপাতি,কলকব্জা, খুচরা যন্ত্রাংশ ঋণের জামানত হিসাবে ব্যাংক এবং কোম্পানির যৌথনামে বীমাকৃত অবস্থায় হাইপোথিকেশনে বন্ধক থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ২(খ)]

(৩) স্থায়ী মূলধনের জন্য ১২ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৭ (সাত) বছর, ১২ মাসের গ্রেস পিরিয়ডের মধ্যে ৬ মাস নির্মাণকালীন সুদসহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৩]

(৪) স্থায়ী মূলধন ঋণের জন্য সুদের হার বার্ষিক ১১% যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য ও আদায়যোগ্য এবং যে কোন সময় এই হার পরিবর্তনযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৫]

(৫) প্রকল্প ঋণের মেয়াদ স্থায়ী মূলধন ঋণের জন্য ১৮ (আঠারো) মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ৮ (আট) বছর। পরিশোধ সূচি অনুযায়ী প্রকল্প ঋণ প্রতিটি ২৫.৮৪ লক্ষ টাকার ২৬টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এবং নির্মাণকালীন সুদ ৪.৬৯ লক্ষ টাকা হিসাবে ৫টি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করার জন্য সময় সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। ঋণ বিতরণের ১ম তারিখের ২১তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু শাখা কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট হতে কিস্তির অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হন [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৬]

- ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের অনুকূলে সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- স্থাঃকাঃ/শিঃপ্রঃঅডি/৩১৮(১-২), তাং: ১৯/০৩/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিদ্যমান মেয়াদ ৮ (আট) বছর বহাল রেখে গ্রেস পিরিয়ড ১৮ মাস হতে ৩০ (ত্রিশ) মাসে উন্নীত করে কিস্তি পুনঃনির্ধারণের আবেদনের প্রেক্ষিতে গ্রেস পিরিয়ড আরও ৯ মাস বৃদ্ধিপূর্বক বিদ্যমান মেয়াদ ৮(আট) বছর বহাল রেখে প্রকল্প ঋণের ত্রৈমাসিক কিস্তি ২৭.৩০ লক্ষ টাকা এবং আইডিসিপি হিসাবের বার্ষিক কিস্তি ৪.৬৯ লক্ষ টাকা নির্ধারণপূর্বক আদায়যোগ্য কিস্তি ৩১/০৩/২০১২ খ্রি. এর পরিবর্তে ৩০/০৩/২০১২ খ্রি. তারিখ হতে আদায়যোগ্য করে অনুমোদন করা হয়।

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ হিসাবে কোন কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করায় ঋণ হিসাবসমূহ মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হয়। ফলে ৪,৯৮,৩০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।
- দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম সম্পর্কে গ্রাহক শাখাকে কিছুই অবহিত করেনি এবং প্রকল্পটি অদ্যাবধি কার্যক্রমে যাওয়ার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। তদুপরি শাখা কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ কোন প্রকার আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা করেনি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৭ (১+২)।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রি মর্টগেজ না রাখা;
- বীমা না করা;
- কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- (ক) মেসার্স হাবিব কর্পোরেশন এর প্রকল্প ঋণ জবাবে জানান যে, আপত্তিতে উত্থাপিত ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ঋণ পরিশোধ করার জন্য শাখা হতে ২৪/০৮/২০১৪ খ্রি. তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা এ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে ৭.৫৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন। শাখা থেকে ঋণ আদায়ের জন্য ০৯/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে লিগ্যাল নোটিশ দেয়ার জন্য ব্যাংক মনোনীত আইনজীবীকে প্রকল্পের দায় দেনার সারসংক্ষেপ দেয়া হয়েছে।
- (খ) মেসার্স এডভান্স টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ এর জবাবে জানান যে, আপত্তিতে উত্থাপিত ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। তাদের সাথে সরাসরি টেলিফোনিক এবং পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সর্বশেষ গত ১৪/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে ঋণ গ্রহীতা কোম্পানি ও তার পরিচালকদের নামে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে (ক) মেসার্স হাবিব কর্পোরেশন এর বিষয়ে "শাখা হতে ২৪/০৮/২০১৪ খ্রি. তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা এ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে ৭.৫৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন " বলে জানানো হলেও এ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়নি। তাছাড়া "ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে লিগ্যাল নোটিশ দেয়ার জন্য ব্যাংক মনোনীত আইনজীবীকে

প্রকল্পের দায় দেনার সারসংক্ষেপ দেয়া হয়েছে" বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। তবে ১৯ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক রিটপিটিশন নং-১২২২৮/২০১৬ দায়ের করা হয়েছে।

- (খ) মেসার্স এডভান্স টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড এর বিষয়ে "গত ১৪/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে ঋণ গ্রহীতা কোম্পানি ও তার পরিচালকদের নামে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাংক ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে" বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের কিংবা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিজনিত শ্রেণিকৃত হওয়ায় এবং অর্থ ঋণ আদালতে ০১/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখে মামলা নং- ২২৫/২০১৭ এবং ১৫/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৪৭৮/২০২০ জারি মামলা দায়ের করা হয়েছে যা চলমান আছে।
- উল্লিখিত ২ টি অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ০২ টি প্রতিষ্ঠানের ১১,৬১,৯৩,৪৭৩ টাকার বিপরীতে অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ও যাচাইকারী দলের তথ্য অনুযায়ী ২৬,৫৫,৫৬,৬৫৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৮

শিরোনাম : চলতি মূলধন সিসি (হাইপোঃ) ঋণ সীমাতিরিক্ত এবং ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ১০,৬৬,৭২,৯১৭ (দশ কোটি ছেষট্টি লক্ষ বাহাত্তর হাজার নয় শত সতের) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৫ হতে ২০১৬ সালের প্রাথমিক হিসাব নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-১ এর নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চলতি মূলধন সিসি (হাইপোঃ) ঋণ সীমাতিরিক্ত এবং ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ১০,৬৬,৭২,৯১৭ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-১, প্রধান কার্যালয়, ৩৫-৪২,৪৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা এর মঞ্জুরি পত্র নং- প্রকা/আইপিএফডি-১/পারটেক্স লেমিনেটস/৫৩৪, তারিখ : ২৩/০৩/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স পারটেক্স লেমিনেটস লিঃ এর অনুকূলে বিদ্যমান সিসি হাইপোঃ ঋণ সীমা ১০,০০,০০,০০০ টাকা এবং এলটিআর সুবিধাসহ এলসি সীমা (১৮০ দিনের মেয়াদে সাইট ও ডেফার্ড ভিত্তিতে) ৫,০০,০০,০০০ টাকা পরবর্তী ০১ (এক) বছর মেয়াদে অর্থাৎ ৩১/১২/২০১৬ খ্রি. মেয়াদে নিম্নলিখিত শর্তাদিতে নবায়ন মঞ্জুরি দেয়া হয়।

শর্তাবলী :

(১) ঋণ গ্রহীতা কোম্পানি এবং এর উদ্যোক্তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করার পর নবায়ন সুবিধা কার্যকর করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ১)।

(২) এলটিআর হিসাব ও ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) হিসাবের দায় একত্রে কোনোক্রমেই হাইপোঃ সীমা ১০,০০,০০,০০০ টাকা অতিক্রম করতে পারবে না (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ২)।

- ঋণ মঞ্জুরির শর্তানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ, জমি রেজিষ্ট্রার্ড মর্টগেজ, বীমা নির্ধারিত হারে সুদ আদায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও অনাদায়ি অর্থ ইত্যাদি আদায়/প্রতিপালন করা হয়নি।
- কিন্তু প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ০৪/০১/২০১৬ খ্রি. হতে ১১/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত, ৩১/০৩/২০১৬ খ্রি. হতে ২৮/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এবং একটানা ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি. থেকে ৩১/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত লেনদেন সংঘটিত হয়েছে যা ২নং শর্তের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
- ঋণ হিসাব ৩১/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও নবায়নের জন্য মেয়াদকালীন সময়ে গ্রাহক কর্তৃক আবেদন করা হয়নি।
- সীমাতিরিক্ত লেনদেন হলেও শাখা থেকে কখনো ঋণ গ্রাহককে সতর্ক করা হয়নি বা সীমার নীচে লেনদেনের জন্য অনুরোধ করা হয়নি। ফলে ঋণ হিসাবসমূহ মেয়াদোত্তীর্ণ, সীমাতিরিক্ত এবং শ্রেণিকৃত হয়ে পড়েছে।
- পরিশিষ্ট মোতাবেক আপত্তির ১০,৬৬,৭২,৯১৭ টাকার বিপরীতে ৩০ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে Bank Statement অনুযায়ী (১০,৬৬,৭২,৯১৭-১,৬০,৯৬,৬৭১)= ৯,০৫,৭৬,২৪৬ টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৮)।

অনিয়মের কারণ :

- এলটিআর সুবিধা সংক্রান্ত শর্তাদি প্রতিপালন না করা;
- ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ না করা;
- বীমা না করা;
- জমি রেজিস্ট্রার্ড মর্টগেজ না রাখা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ত্রৈমাসিক সুদ আরোপের ফলে সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু ৩০/০৩/২০১৭ খ্রি. তারিখে ঋণ হিসাবে জমাপূর্বক সমন্বয় করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে আপত্তিকৃত অর্থ জমাপূর্বক সমন্বয়ের কথা বলা হলেও প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১০/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারি করা হয় এবং ১৫/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২১/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারিপত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ৩১/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পরও আপত্তিকৃত অর্থ আদায়/সমন্বয় করা হয়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ১০,৬৬,৭২,৯১৭ টাকার বিপরীতে অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ও যাচাইকারী দলের সর্বশেষ তথ্য মোতাবেক ৯,০৫,৭৭,২৪৬ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৯

শিরোনাম : ঋণের টাকা বিতরণের পর দীর্ঘদিন যাবৎ ঋণ হিসাবে লেনদেন বন্ধ ও বিতরণকৃত ঋণ আদায় করতে না পারায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ৮,৮২,৩৪,৯৮২ (আট কোটি বিরাশি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয়শত বিরাশি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকার ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে বার্ষিক হিসাব সমাপনী বিবরণী, ঋণ সংক্রান্ত নথি, লেজার কার্ড পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ঋণের টাকা বিতরণের পর দীর্ঘদিন যাবৎ ঋণ হিসাবে লেনদেন বন্ধ ও বিতরণকৃত ঋণ আদায় করতে না পারায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ৮,৮২,৩৪,৯৮২ টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স মলিনা টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ এর অনুকূলে বিতরণকৃত প্রকল্প ঋণ (আইডিসিপিসহ) ও সিসি (হাইপোঃ) ঋণ বাবদ যথাক্রমে ৪.৫০ কোটি টাকা ও ১.৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। গ্রাহক কর্তৃক ঋণের টাকা উত্তোলনের পর নিয়মিত কিস্তির টাকা পরিশোধ না করায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংক ৮,৮২,৩৪,৯৮২ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।
- ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড প্রসেসিং ব্যবসা পরিচালনার জন্য শাখার গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে মেসার্স মলিনা টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ কে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ এর পত্র নং স্থাঃকাঃ/শিঃপ্রঃঅডি/১৩৯৩, তারিখঃ ২৫/০৭/২০১১ খ্রি. এর মাধ্যমে প্রকল্পটি সার্বিক দিক দিয়ে ভায়াবেল বিবেচনায় ৮ (আট) বছর মেয়াদে (১৫ মাস নির্মাণকালীন সুদসহ) স্থায়ী ব্যয়ের ৪৬:৫৪ ঋণ ইক্যুইটি অনুপাতে ৪.৫০ কোটি টাকা (আইডিসিপিসহ) প্রকল্প ঋণ নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুর করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) প্রকল্প ভূমি ও তদুপরিস্থ নির্মিত/নিমিতব্য ভবন, স্থাপিত যন্ত্রপাতিসহ সমুদয় ঋণ সীমা আবরিত করে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিষ্ট্রি মর্টগেজ রাখা [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) ঋণের মেয়াদ স্থায়ী মূলধন ঋণের জন্য ১৫ মাস (৬ মাস নিমার্ণকালীন সুদসহ) গ্রেস পিরিয়ডসহ ০৮(আট) বছর [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩]।

(৩) সুদের হার বার্ষিক ১৩% যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য ও আদায়যোগ্য এবং ব্যাংকের নীতিমালা পরিবর্তনের সাথে যে কোন সময় এই হার পরিবর্তনযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫]।

(৪) ২৮টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রকল্প ঋণ এবং ৫টি সমান কিস্তিতে আইডিসিপি ঋণ বিতরণের ১ম তারিখের ১৮তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করার শর্তারোপ করা হয় [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬]।

বিশেষ শর্তাবলী :

(১) ইক্যুইটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১)।

(২) হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২)।

- ঋণ গ্রহীতার ০৪/০৪/২০১৩ খ্রি. তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ এর পত্র নং- স্থাঃকাঃ/শিঃপ্রঃঅডি/১০০০(১), তাং: ১৯/০৫/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে ঋণের বিদ্যমান মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে গ্রেস পিরিয়ড ১৫ মাস হতে আরও ৫ মাস বৃদ্ধি করে ২০ মাসে উন্নীত করা হয়। প্রকল্প ঋণ ও আইডিসিপি ৩০/০৪/২০১৩ খ্রি. তারিখের পরিবর্তে ৩০/০৯/২০১৩ খ্রি. তারিখ হতে আদায়যোগ্য করে অনুমোদনসহ নবায়ন করা হয়।

- ঋণ হিসাবটি যথাযথ মনিটরিং না করায় ৩০/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখে প্রকল্প ঋণের আদায়যোগ্য ৮টি কিস্তি বাবদ ১,৯৮,০০,০০০ টাকার মধ্যে গ্রাহকের নিকট হতে মাত্র ৩১,৮৮,০০৩ টাকা আদায় হওয়ায় অনাদায়ি স্থিতি ১,৬৬,১১,৯৯৭ টাকাসহ স্থিতি ৬,৯৩,০০,০০০ টাকা এবং আইডিসিপি হিসাবের টাকা ২৩/১০/২০১১ খ্রি. তারিখের পর হতে গ্রাহক কর্তৃক জমা প্রদান না করায় আইডিসিপি হিসাবে ১৩,৮,০০৩ টাকা অনাদায়ি রয়েছে। গ্রাহকের প্রকল্প ঋণ বাবদ ৬,৯৩,০০,০০০ টাকা এবং আইডিসিপি ঋণ হিসাবে ১৩,৯৮,০০৩ টাকা অনাদায়ি রয়েছে। ফলে ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হয়।

- গ্রাহকের অনুকূলে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ এর পত্র নং- স্থাঃকাঃ/শিঃপ্রঃঅডি/২৪৩, তাং: ১৪/০২/২০১৩ এর মাধ্যমে সিসি (হাইপোঃ) বাবদ ১,৫০,০০,০০০ টাকা নিম্নোক্ত শর্তে মঞ্জুরি করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) বার্ষিক সুদের হার ১৬% ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য ও আদায়যোগ্য এবং ব্যাংকের নীতিমালা পরিবর্তনের সাথে যে কোন সময় এই হার পরিবর্তনযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩]।

(২) ঋণ অনুমোদনের তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছর অর্থাৎ ১১-০২-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৪]।

(৩) তৈরী পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় হতে অথবা এককালীন যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫]।

- প্রতি মাসে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে মজুদ মালের বিবরণী গ্রাহক কর্তৃক শাখায় দাখিল করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক এ সকল শর্তাবলীর কোনটিই পরিপালন করা হয়নি। ফলে ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হয়ে আরোপিত এবং অনারোপিত সুদসহ মোট ১,৭৫,৩৬,৯৭৯ টাকা অনাদায়ি অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

- এমতাবস্থায় প্রকল্প ঋণের ৬,৯৩,০০,০০০ টাকা, আইডিসিপি হিসাবের ১৩,৯৮,০০৩ টাকা ও সিসি (হাইপোঃ) ঋণের ১,৫২,৬২,৫০২ টাকা এবং অনারোপিত সুদ বাবদ ২২,৭৪,৪৭৭ টাকাসহ সর্বমোট ৮,৮২,৩৪,৯৮২ টাকা মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।

- ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবে দীর্ঘদিন লেনদেন বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ কোন প্রকার আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৯)।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- বীমা না করা;
- সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গ্রাহক কর্তৃক ঋণের টাকা উত্তোলনের পর ঋণ আদায়যোগ্য হওয়ার পর ঋণ আদায়ের নিমিত্তে সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। তাদের সাথে সরাসরি টেলিফোনে আলাপ ছাড়াও পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ঋণের অর্থ পরিশোধ করার জন্য শাখা থেকে গত ২৫/০৯/২০১৪ খ্রি. ও ১০/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক প্রকল্প ঋণের আদায়যোগ্য ১৬৫.৪২ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে ১৭.৯০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে। এছাড়াও সিসি (হাইপোঃ) হিসাবে ২৭ জুলাই, ২০১৪ খ্রি. তারিখ হতে ২৫ আগষ্ট, ২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১৯.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে। ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের করার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে লিগ্যাল নোটিশ দেয়ার জন্য ব্যাংক মনোনীত আইনজীবীকে প্রকল্পের দায় দেনার সারসংক্ষেপ দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে “ঋণ গ্রহীতা এ পর্যন্ত প্রকল্প ঋণ হিসাবে ১৭.৯০ লক্ষ টাকা এবং সিসি (হাইপোঃ) হিসাবে ১৯.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন ” বলে জানানো হলেও এ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়নি। তাছাড়া “ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে লিগ্যাল নোটিশ দেয়ার জন্য ব্যাংক মনোনীত আইনজীবীকে প্রকল্পের দায় দেনার সারসংক্ষেপ দেয়া হয়েছে” বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৮,৮২,৩৪,৯৮২ টাকার বিপরীতে অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব এবং ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি.তারিখের যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ১,৩৩,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ২০

শিরোনাম : কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ঋণ, আইডিসিপি ও চলতি মূলধন সিসি (হাইপোঃ) ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৭,৬৯,২৩,৭৯৪ (সাত কোটি উনসত্তর লক্ষ তেইশ হাজার সাতশত চুরানব্বই) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকার ২০১৪ সালের নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, শাখার ঋণ গ্রহীতার কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ঋণ, আইডিসিপি ও চলতি মূলধন সিসি (হাইপোঃ) ঋণ অনাদায়ি হওয়ায় ব্যাংকের ৭,৬৯,২৩,৭৯৪ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ এর পত্র নং- স্থাঃকাঃ/শিঃপ্রঃঅডি/৪৫১, তাং: ১৮/০৩/২০১০ খ্রি. এর মাধ্যমে শিল্প ঋণ স্কীমের আওতায় কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প খাতে হাজরদীঘি বগুড়ায় একটি ডেইরি অ্যান্ড মিল্ক প্রডাক্টস শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে মেসার্স গ্রাম বাংলা ডেইরি অ্যান্ড মিল্ক প্রডাক্টস লিঃ এর অনুকূলে প্রাক্কলিত স্থায়ী ব্যয় ১০১৭.১৪ লক্ষ টাকার ৫০:৫০ ঋণ ইক্যুইটি অনুপাতে ৫০৮.৫৭ লক্ষ টাকার (আইডিসিপিসহ) প্রকল্প ঋণ নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) প্রকল্প ভূমি ও তদুপরিস্থ নির্মিত/নিমিতব্য ভবন, স্থাপিত যন্ত্রপাতিসহ সমুদয় ঋণ সীমা অবারিত করে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিষ্ট্রি মর্টগেজ রাখা [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ২(ক)]।

(২) ঋণের মেয়াদ স্থায়ী মূলধন ঋণের জন্য ১৫ মাস (৬ মাস নিমার্ণকালীন সুদসহ) গ্রেস পিরিয়ডসহ ০৭(সাত) বছর [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৩]।

(৩) স্থায়ী মূলধন ঋণের জন্য সুদের হার বার্ষিক ১১% যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য ও আদায়যোগ্য এবং ব্যাংকের নীতিমালা পরিবর্তনের সাথে যে কোন সময় এই হার পরিবর্তনযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৫]।

(৪) প্রকল্প ঋণ প্রতি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ২৬.৫০ লক্ষ টাকা হিসাবে ২৬ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এবং নির্মাণকালীন সুদ ৯.০০ লক্ষ টাকা হিসাবে ৫ টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণের তারিখের ১৮তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৬]।

বিশেষ শর্তাবলী :

(১) ইক্যুইটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১)।

(২) ঋণ বিতরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পরিচালকদের নামে হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২)।

- মঞ্জুরিপত্রের ৬নং পরিশোধ পদ্ধতির শর্তানুযায়ী প্রকল্প ঋণ প্রতি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ২৬.৫০ লক্ষ টাকা হিসাবে ২৬ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এবং নির্মাণকালীন সুদ ৯.০০ লক্ষ টাকা হিসাবে ৫ টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণের তারিখের ১৮তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে হবে কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী তা পরিশোধ করা হয়নি। বাস্তবে ১৭/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখভিত্তিক হিসাব বিবরণীতে দেখা যায় উক্ত হিসাবে মাত্র ৮৭,০০,১৮৫ টাকা জমা প্রদান করেছে। এছাড়া উক্ত ঋণটি যে উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয়েছে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ এর পত্র নং- স্থাঃকাঃ/কৃঃভিঃপ্রঃঅডি/গ্রাম বাংলা ডেইরি/১২৫৯(১-৫), তাং: ০৪/০৭/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম (উৎপাদন) চালু করার লক্ষ্যে ১,৫০,০০,০০০ টাকা চলতি মূলধন সিসি (হাইপোঃ) ঋণ নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুরি ও বিতরণ করা হয়। উক্ত ঋণের মেয়াদকাল ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ১ (এক) বছর।

শর্তাবলী :

(১) সুদের হার বার্ষিক ১৬% যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য ও আদায়যোগ্য এবং ব্যাংকের নীতিমালা পরিবর্তনের সাথে যে কোন সময় এই হার পরিবর্তনযোগ্য। প্রতি ত্রৈমাসিকের আরোপকৃত সুদ পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৫]।

(২) মেয়াদ ০৩/০৭/২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৬]।

(৩) ঋণের তৈরী পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় হতে অথবা এককালীন যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৭]।

- চলতি মূলধন হিসাবে ঋণ সীমার দ্বিগুণ লেনদেন করার কথা থাকলেও ঋণের আয় হতে টাকা পরিশোধ করা হয়নি। ফলে ঋণটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ে। ১৭/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখভিত্তিক হিসাব বিবরণীতে দেখা যায় ঋণ গ্রহণের পর হতে কোন লেনদেন করা হয়নি। ফলে ১,৮৩,৯৯,৩৫০ টাকা স্থিতি রয়েছে এবং ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ে।
- ১৭/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখভিত্তিক হিসাব বিবরণীতে দেখা যায় প্রকল্প ঋণ, আইডিসিপি ও চলতি মূলধন সিসি (হাইপোঃ) ঋণের সর্বমোট (৫,৮০,৮৭,৫৯৭+ ৪,৩৬,৮৪৭+১,৮৩,৯৯,৩৫০) = ৭,৬৯,২৩,৭৯৪ টাকা অনাদায়ি রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২০]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- চলতি মূলধন হিসাবে ঋণ সীমার দ্বিগুণ লেনদেন করার কথা থাকলেও ঋণের আয় হতে টাকা পরিশোধ না করা;
- প্রতি ত্রৈমাসিকের আরোপকৃত সুদ পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- মেসার্স গ্রাম বাংলা ডেইরি অ্যান্ড মিল্ক প্রডাক্টস লিঃ এর জবাবে জানায় যে, ঋণের বকেয়া কিস্তির ও সিসি (হাইপোঃ) ঋণ হিসাবের সীমাতিরিক্ত দায় পরিশোধপূর্বক হিসাব নিয়মিত করার জন্য গ্রাহককে মৌখিক ও পত্রের মাধ্যমে একাধিক বার তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা কোন সাড়া না দেয়ায় মামলা গ্রহণের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। মামলার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে লিগ্যাল নোটিশ দেয়ার জন্য ব্যাংক মনোনীত আইনজীবীকে পত্র দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে মেসার্স গ্রাম বাংলা ডেইরি অ্যান্ড মিল্ক প্রডাক্টস লিমিটেড এর বিষয়ে "মামলার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে লিগ্যাল নোটিশ দেয়ার জন্য ব্যাংক মনোনীত আইনজীবীকে পত্র দেয়া হয়েছে" বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অগ্রগতি এবং "ব্যাংকের পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে লিগ্যাল নোটিশ ইস্যু এবং মামলা দায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে" বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিজনিত শ্রেণিমানে পরিণত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে ৩১/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখ ৯২৫/২০১৬ মামলা দায়ের করা হলে ব্যাংক ডিক্রী পায় এবং ১১/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখ ৯৮৯/২০১৭ জারি মামলা করা হয়।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৭,৬৯,২৩,৭৯৪ টাকার বিপরীতে অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব এবং ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি.তারিখের যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ১০,৫৪,৩২,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ২১

শিরোনাম : ঋণ গ্রহীতার মঞ্জুরিকৃত ঋণগুলো ব্লক সুবিধা প্রদান এবং ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৭,৪৯,৩৭,১৩২ (সাত কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার একশত বত্রিশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৫ হতে ২০১৬ সালের প্রাথমিক হিসাব নিরীক্ষাকালে সাধারণ ঋণ বিভাগের রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র এবং ব্যাংক বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ঋণ গ্রহীতার মঞ্জুরিকৃত ঋণগুলো ব্লক সুবিধা প্রদান এবং ঋণ পরিশোধের সময়সীমা অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৭,৪৯,৩৭,১৩২ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- পরিচালনা পর্ষদের ২৪/১১/১৪ খ্রি. তারিখের ৩৯৭তম সভায় দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনার সিসি ঋণ গ্রহীতা মেসার্স পরশ ট্রেডার্স, হাজী মহসীন রোড, দৌলতপুর, খুলনা এর বিদ্যমান সিসি (প্লেজ) ৫,০০,০০,০০০ টাকা, সিসি (হাইপো) ২০,০০,০০০ টাকা এবং পিসিসি- ১,০০,০০,০০০ টাকা ২০১৪-২০১৫ মৌসুমের জন্য নবায়ন মঞ্জুরি দেয়া হয়। পরিচালনা পর্ষদের ২৫/০৮/১৪ খ্রি. তারিখের ৩৮৫তম সভায় প্লেজ ও হাইপো হিসাবে জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত সময়ের আরোপিত সুদ ৩,২৬,৬৬,০০০ টাকার ৩% ডাউন পেমেন্ট বাবদ ৯,৮০,০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৩,১৬,৮৬,০০০ টাকা ব্লক হিসাবে স্থানান্তরের অনুমোদন দেয়া হয়। শর্ত ছিল অনুমোদিত ব্লক সীমার বিপরীতে ২৫% সহায়ক জামানত হিসেবে সোনালী ব্যাংক লিঃ এর এফডিআর অথবা স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে ৪০% তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্যের সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে। আরো শর্ত ছিল যে, প্রতি রপ্তানি/বিক্রয় বিল হতে বিল মূল্যের ১০% ব্লক হিসাবে জমা করতে হবে।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় , মেসার্স পরশ ট্রেডার্স এর অনুকূলে কাঁচা পাট ব্যবসা খাতে ২০০৫-২০০৬ মৌসুমে প্রথম বারের মতো সিসি (প্লেজ) ঋণ সীমা ৮০,০০,০০০ টাকা মঞ্জুরি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে পূর্বতন ঋণ সীমা বিভিন্ন মেয়াদে বর্ধিতকরণসহ নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। সর্বশেষ ২০১৪-২০১৫ মৌসুমের জন্য মঞ্জুরিপত্র নং-সাঋবি/পাট/১৯০২৫, তারিখ: ১৪/১২/১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে ৩১/০৭/২০১৫ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরি দেওয়া হয়।
- ঋণ মঞ্জুরির শর্তানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ, জমি রেজিস্ট্রি মর্টগেজ, বীমা নির্ধারিত হারে সুদ আদায় এবং ১৫/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও অনাদায়ি অর্থ ইত্যাদি আদায়/প্রতিপালন করা হয়নি।
- ঋণ হিসাবে দীর্ঘদিন যাবৎ সন্তোষজনক লেনদেন করা হয়নি এবং পর্যাপ্ত জামানতও গ্রহণ করা হয়নি। ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং স্কোর ৫২, যা বিনিয়োগযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও ঋণটি নবায়ন মঞ্জুরি দেয়া হয়েছে; যা ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ। ঋণটিতে সীমাতিরিক্ত বকেয়া ৪৬,৩৫,৭৫০ টাকা, যে বিষয়ে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কোন আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঋণ গ্রহীতাকে অনিয়মিতভাবে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, যা ব্যাংক স্বার্থের পরিপন্থি। বর্তমানে ঋণটি বিএল হিসেবে পরিণত এবং সীমাতিরিক্ত বকেয়াসহ মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ৫,৪৬,৩৫,৭৫০ টাকা।

- সিসি (হাইপো) ঋণ সীমা ২০০৫-২০০৬ মৌসুমে প্রথম বারে ৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন মেয়াদে বর্ধিতকরণসহ নবায়ন মঞ্জুরি দেওয়া হয়। সর্বশেষ ২০১৪-২০১৫ মৌসুমের জন্য মঞ্জুরিপত্র নং-সাঋবি/পাট/১৯০২৫ তারিখ : ১৪/১২/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে ৩০/০৪/১৫ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরি দেওয়া হয়। বর্তমানে ঋণটি বিএল হিসেবে পরিণত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ২,৯২,৯৪৪ টাকা।

- সিসি (প্লেজ) ও সিসি (হাইপোঃ) হিসাবে জুলাই/২০০৯ থেকে জুন/২০১৪ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) বছরের আরোপিত সুদ ৩,১৬,৮৬,০০০ টাকা ১৫/০৭/২০১৭ খ্রি. মেয়াদে ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করা ।

- পরিচালনা পর্ষদের ২৪/১১/২০১৪ খ্রি. তারিখের ৩৯৭তম সভার অনুমোদনক্রমে জুলাই/২০০৯ থেকে জুন/২০১৪ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) বছরের আরোপিত সুদ ৩,২৬,৬৬,০০০ টাকা ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। শর্ত ছিল ৩২৬.৬৬ লক্ষ টাকার ৩% ডাউন পেমেন্ট বাবদ ৯,৮০,০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৩,১৬,৮৬,০০০ টাকা ব্লক হিসাবে স্থানান্তর এবং অনুমোদিত ব্লকঋণের বিপরীতে সহায়ক জামানত হিসেবে ২৫% হারে ১,৪১,৩৫,০০০ টাকার এফডিআর বন্ধকী নিতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত শর্ত ভঙ্গ করে গ্রাহককে অনিয়মিত আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

- শর্তানুযায়ী মার্চ/২০১৬ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ব্লক ঋণ পরিশোধ করতে হবে। প্রতি রপ্তানি বিল/স্থানীয় বিক্রয় বিল হতে ১০% কর্তন করে ব্লক হিসাবে জমা করতে হবে। কর্তনকৃত অর্থ দ্বারা যদি ব্লক হিসাবের ত্রৈমাসিক কিস্তি সমন্বিত না হয় তাহলে ঘাটতি অর্থ ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক কোন প্রকার শর্তই পরিপালন করা হয়নি, যা ব্যাংক স্বার্থের পরিপন্থি।

- পর পর ০২ (দুই)টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্লক সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে নবায়ন মঞ্জুরির উক্ত কোন প্রকার শর্ত পরিপালন না হওয়ায় ব্লক ঋণের নবায়ন মঞ্জুরি বাতিল হয়েছে। বর্তমানে ঋণটি বিএল হিসেবে পরিণত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ২,০০,০৮,৪৩৮ টাকা। ঋণটিতে বর্তমানে সীমাতিরিক্ত বকেয়া রয়েছে ৪৮,৭৮,৪৩৮ টাকা।

- ঋণটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা, ব্যবস্থাপকের এখতিয়ার নোটিশ প্রদান করা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উকিল নোটিশ করা, মামলার জন্য অনুমোদন নেয়া, চূড়ান্ত নোটিশ প্রদানকরত মামলা দায়ের করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু উক্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

- পরিশিষ্টে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী ৭,৪৯,৩৭,১৩২ টাকা অনাদায়ি রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২১]।

অনিয়মের কারণ :

- নবায়ন মঞ্জুরির শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- রেজিস্ট্রি মর্টগেজ না রাখা;
- বীমা না করা;
- নির্ধারিত হারে সুদ আদায় না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বিগত বছরসমূহে ঋণ গ্রহীতার রপ্তানি/বিক্রয় হ্রাস পাওয়ার কারণে অপারেটিং মুনাফা কমে যাওয়ায় ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং নিম্নমান হয়েছে। প্রস্তাবিত সুদ ব্লক সুবিধা অনুমোদনের পর ঋণ গ্রহীতা পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবসা করতে সক্ষম হলে তার রপ্তানি/বিক্রয় কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়ে অপারেটিং মুনাফা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত হবে মর্মে ধারণা করা হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা পাট ব্যবসা ও রপ্তানিতে অচলাবস্থা সৃষ্টির কারণে ঋণ গ্রহীতা প্রকৃত অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী ব্লক সুবিধাসহ ঋণ সীমা নবায়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, গ্রাহক কর্তৃক নবায়ন মঞ্জুরির কোন প্রকার শর্ত পরিপালন না করায় ব্লক ঋণের নবায়ন মঞ্জুরি বাতিল হয়েছে।
- প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি, উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১০/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৫/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২১/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। ঋণটি মন্দ ও ক্ষতি মান শ্রেণিতে পরিণত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে ১১/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে মামলা নং-৯৬/২০১৬ দায়ের করা হয়েছে যা চলমান রয়েছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৭,৪৯,৩৭,১৩২ টাকার বিপরীতে অডিটি প্রতিষ্ঠানের এবং ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি.তারিখের যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ৭,৪৯,৩৭,১৩২ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ২২

শিরোনাম : প্রজেক্ট ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ার পর পুনতফসিল করা হলেও শর্তানুযায়ী আদায় না হয়ে খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ৬,৮৫,৫১,৮৪৪ (ছয় কোটি পঁচাশি লক্ষ একান্ন হাজার আট শত চুয়াল্লিশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রিন্সিপাল অফিস, সিরাজগঞ্জ এর আওতাধীন সিরাজগঞ্জ শাখার ২০১৩-২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঋণ সংশ্লিষ্ট নথি, ঋণ লেজার/কার্ড পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রদত্ত প্রজেক্ট ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ার পর পুনতফসিল করা হলেও শর্তানুযায়ী আদায় না হয়ে খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ৬,৮৫,৫১,৮৪৪ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

(ক) মেসার্স অভি ফ্লাওয়ার মিলস্ লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- প্রদত্ত প্রজেক্ট লোন মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ার পর পুনঃতফসিল করা হলেও শর্তানুযায়ী ১৩টি কিস্তির একটিও জমা না দেয়ায় অনাদায়ি হয়ে মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংক ২,৭৪,০৪,৪৫২ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।
- এগ্রোবেজড প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং এর আওতায় কৃষি ভিত্তিক শিল্প খাতে মেসার্স অভি ফ্লাওয়ার মিলস্, প্রোঃ মোঃ নাসিরুজ্জামান (বাবু) এর অনুকূলে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, রাজশাহী এর মঞ্জুরিপত্র নং- জিএমও/রাজ/শিঋবি/অভি৯ ফ্লাওয়ার/৫৪৩,তারিখঃ ০২/১২/২০১০ এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণ সীমা ১৯৭.৭৪ লক্ষ টাকা এবং চলতি মূলধন (সিসি) খাতে ঋণ সীমা ৮০.০০ লক্ষ (প্লেজ ৩০.০০ লক্ষ+ হাইপোঃ ৫০.০০ লক্ষ) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুরি করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) স্থাবর সম্পদ প্রাথমিক জামানত হিসেবে গণ্য হবে এবং ব্যাংকের অনুকূলে সম্পূর্ণ ঋণ সীমার জন্য রেজিস্ট্রি মর্টগেজ রাখতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) প্রকল্পে স্থাপিত/স্থাপিতব্য যন্ত্রপাতি,কলকব্জা, খুচরা যন্ত্রাংশ ঋণের জামানত হিসাবে ব্যাংক এবং কোম্পানির যৌথনামে বীমাকৃত অবস্থায় হাইপোথিকেশনে বন্ধক থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(খ)]।

(৩) গ্রেস পিরিয়ড ১২ (বার) মাস (৬ মাস নির্মাণকাল অন্তর্ভুক্ত) মোট ৬(ছয়) বছর [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-৪]।

(৪) সুদের হার বার্ষিক ১১% যা ত্রৈমাসিকভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে প্রয়োগযোগ্য ও আদায়যোগ্য এবং যে কোন সময় এই হার পরিবর্তনযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫]।

(৫) প্রকল্প ঋণ প্রতিটি ১৩.০০ লক্ষ টাকা হিসেবে ২০ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এবং নির্মাণকালীন সুদসহ প্রতিটি ২.০৬ লক্ষ টাকা হিসেবে ৫টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণের তারিখের পর ১৫তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬]।

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ হিসাব পরিচালিত না হওয়ায় ঋণটি মন্দ/কু -ঋণে পরিণত হওয়ায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, রাজশাহী এর মঞ্জুরিপত্র নং- জিএমও/রাজ/শিঋবি/অভি ফ্লাওয়ার/,তারিখঃ ২৪/১১/২০১৩ এর মাধ্যমে উক্ত প্রকল্প ঋণ হিসাবের ৩০/০৯/২০১৩ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক বকেয়া ২,৪৩,০৭,৮৫২ টাকা প্রচলিত সুদ হারে প্রতিটি ত্রৈমাসিক ২৩,৯৭,০০০ টাকা হিসেবে মোট ১৩টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রথম কিস্তি ডিসেম্বর/২০১৩ খ্রি. তারিখে পরিশোধযোগ্য করে বিদ্যমান মেয়াদে অর্থাৎ ৩১/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখ মেয়াদে বিদ্যমান ও প্রচলিত শর্তাদিতে পুনতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয় ।
- **শর্তাবলী :**

(১) ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান ও ইহার পরিচালকদের হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১]।

(২) প্রতিটি পরিশোধযোগ্য কিস্তির সমসংখ্যক ও সমপরিমাণ অগ্রিম চেক গ্রহণ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২]।

(৩) পর পর ০২ (দুই) টি কিস্তি খেলাপি হলে পুনতফসিলসুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ঋণ আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩]।

(৪) সকল দায় দেনা নিয়মিত থাকতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬]।

(৫) আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমাদিত এজেন্সী দ্বারা ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন নিশ্চিত করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৭]।

- পুনতফসিল সুবিধা প্রদান করার পর শর্তানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ না করায় ২৭/০৫/২০১৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত কিস্তির টাকা জমা না করায় (২৮/৫/২০১৫ খ্রি. হতে ১৩/৭/২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত মাত্র ১.৯৫ লক্ষ টাকা জমা করায়) ২,৭৪,৪৪,৪৫২ টাকা অনাদায়ি হওয়ায় ঋণটি মন্দ ও ক্ষতি মানে পরিণত হয়েছে।

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২৩ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের জবাব অনুযায়ী ২,৭৫,৪৭,০১৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

(খ) এম কে ক্যাটেল এন্ড ফিশারিজ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখার গ্রাহক জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমানকে কৃষি খামার (প্রকল্প) ঋণের আওতায় গবাদি পশু পালন খামার প্রতিষ্ঠার জন্য এজিএম, কর্পোরেট শাখা, বগুড়া এর সুপারিশ এবং ডিজিএম, পল্লী ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরি আদেশ নং- পঋবি/প্রবিশা/এমকে ক্যাটল/ঋণ মঞ্জুরি/৮৮৯, তাং : ১৪/০৫/২০১৩ খ্রি. মূলে প্রকল্প ঋণ ৯৫,৮৭,০০০ টাকা আইডিসিপি ৩,৮৩,০০০ টাকা এবং চলতি মূলধন ৩০,৮০,০০০ টাকা ১২% সুদে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) প্রকল্প ঋণ ১২ মাস গ্রেস পিরিয়ড ৪ মাস নির্মাণকালসহ ৭ বছরে এবং চলতি মূলধন ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ১ বছরে পরিশোধ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২]।

(২) প্রকল্প ঋণের টাকা প্রতিটি ৬.১২ লক্ষ টাকা হিসাবে ২৪টি ত্রৈমাসিক কিস্তি এবং নির্মাণকালীন সুদ ৭৭,০০০ টাকার ৫টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬]।

(৩) প্রকল্প ঋণ বিতরণের তারিখ হতে অর্থাৎ ১৫তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৭]।

(৪) প্রকল্পটি যথাযথভাবে মনিটরিং ও পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে পরিদর্শন/রিপোর্টিং এবং খামারের সার্বিক কার্যক্রম মনিটর করার জন্য সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার পদমর্যাদার একজন রিলেশনশীপ ম্যানেজার নিয়োগদান করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১০(২০)]।

- কিন্তু ঋণ হিসাবের ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় ১৯/০৬/২০১৩ খ্রি. হতে ২১/০৬/২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত প্রকল্প ঋণে ৪ কিস্তিতে (৬,১২,০০০×৪) = ২৪,৪৮,০০০ টাকার মধ্যে মাত্র ১০০ টাকা, চলতি মূলধন ঋণে ৩৫,৩৯,১৮৯ টাকার মধ্যে ৩টি লেনদেনে মাত্র ২,৫২,১০০ টাকা এবং আইডিসিপি ৩,৮৩,০০০ টাকার মধ্যে ১০০ টাকা আদায় হওয়ায় ঋণ হিসাবটিতে সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয়েছে। চলতি মূলধন ঋণের টাকা দৈনিক বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে জমার মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ঋণটি প্রতি ৯০ দিন অন্তর অন্তর কমপক্ষে একবার করে চক্রাকারে ঋণ হিসাব সমন্বয় করার শর্ত থাকলেও উপরোক্ত শর্ত পরিপালন না করায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে পরিণত হয়েছে।

- ঋণ মঞ্জুরির শর্ত নং-৮(ক) অনুযায়ী প্রকল্প ভূমির মূল দলিল, ভায়া দলিল, সিএস, এসএ, আরএস, মিউটেশন পর্চা ও হাল নাগাদ খাজনা রশিদসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি অবশ্যই শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু কাগজপত্র যাচাইকালে দেখা যায় মোট মর্টগেজ ভূমির ২.৩৪৫ একর জমির মধ্যে প্রকল্প ভূমির সি এস-২২, এস আর-৩০, ৪৩, ডিপি-৪১২ সাবেক দাগ-৮১৩, হাল দাগ-৯৩৯, ১১২৬ জমির পরিমাণ ১.২৮ একর এবং সি এস-১০১, এস আর-১৩৭, ডিপি-৮২৭ সাবেক দাগ-৮১৫, হাল দাগ- ১১২৫ জমির পরিমাণ ০.০৭ একর মোট ১.৩৫ একর জমির মূল দলিল ছাড়াই সার্টিফাইড কপি ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের জমি দলিলের স্বপক্ষে বরাত রশিদ যা মূল দলিল উত্তোলনের রশিদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা গ্রহণ করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দলিলের মূল কপি উত্তোলন করতে গেলে সাব রেজিস্ট্রি অফিস বরাত রশিদ মূলে মূল দলিল ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে বলে বরাত রশিদটি ফেরত প্রদান করে। মর্টগেজ দলিলের মূল দলিল না পাওয়ায় ঋণের অর্থ আদায়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

- এম কে ক্যাটেল এন্ড ফিশারিজকে দলিলের সার্টিফাইড কপি ও বরাত রশিদ মূলে কৃষি খামার ঋণের আওতায় ঋণ প্রদান, প্রদত্ত টাকা সীমাতিরিক্ত দায়সহ ক্ষতি হিসাবে শ্রেণিকৃত মন্দ ঋণ হওয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় না করায় ব্যাংক ১,৪৪,৪৮,৩১৯ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২৩ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের জবাব অনুযায়ী ৮৯,৪৮,৩১৯ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

(গ) করতোয়া বহুমুখী খামার এর ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখার গ্রাহক জনাব হাজী মোঃ ছোলায়মান আলীকে প্রকল্প ঋণের আওতায় গবাদি পশু পালন ও মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার জন্য এজিএম, কর্পোরেট শাখা, বগুড়া এর সুপারিশ এবং ডিজিএম, পল্লী ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরি আদেশ নং- পঋবি/প্রবিশা/২৩৪, তারিখ: ০৩-০২-২০১১ খ্রি. মূলে প্রকল্প ঋণ ১৮১.৪৫ লক্ষ টাকা ৭ (সাত) বছর মেয়াদে ক্যাশ ক্রেডিট চলতি মূলধন ১৩.৫০ লক্ষ টাকা ১ (এক) বছর মেয়াদে মঞ্জুর ও শাখা ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে ঋণের গ্রাহকের আবেদন ও প্রধান কার্যালয়ের পুনতফসিলিকরণ আদেশ নং- পঋবি/প্রবিশা/করতোয়া/ঋণ মঞ্জুরি/১১৩২, তারিখ: ২৬-১২-২০১৩ খ্রি. মূলে প্রকল্প ঋণ হিসাবের ৩১-১২-২০১৩ খ্রি. তারিখভিত্তিক বকেয়া (অনারোপিত সুদসহ) স্থিতি (আইডিসিপিসহ একত্রে) ২,১১,৪৬,০০০ টাকা প্রচলিত সুদ হারে প্রতিটি ১৬.৬ লক্ষ টাকা ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এবং ১৬-০৬-২০১৩ খ্রি. তারিখের প্রকা/পঋবি/ প্রবিশা/করতোয়া/ ১১৩২ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে চলতি মূলধন ১৩.৫ লক্ষ টাকা হতে ৩৫.০ লক্ষ টাকায় বর্ধিতকরণ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। যার মেয়াদ ছিল প্রকল্প ঋণ ৩১/০৩/২০১৮ খ্রি. এবং চলতি মূলধন ঋণ ২৫-১২-২০১৪ খ্রি.।
- ঋণ পুনতফসিলিকরণ আদেশ অনুযায়ী প্রকল্প ঋণ ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রথম কিস্তি মার্চ/২০১৪ খ্রি. তারিখে পরিশোধযোগ্য করে মার্চ/২০১৮ খ্রি. মেয়াদে পরিশোধ করতে হবে এবং ঋণের প্রতিটি কিস্তি হবে ১৬.০৬ লক্ষ টাকা।
- ঋণ পুনতফসিলিকরণ আদেশ অনুযায়ী পরপর দুইটি কিস্তি খেলাপি হলে পুনতফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঋণ পুনতফসিলিকরণ আদেশ অনুযায়ী প্রকল্প ঋণ বিতরণের তারিখ মার্চ/২০১৪ খ্রি. হতে নিয়মিত কিস্তি আদায় করতে হবে। কিন্তু ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত কোন কিস্তি আদায় হয়নি।
- ক্যাশ ক্রেডিট চলতি মূলধন ঋণের টাকা দৈনিক বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে জমার মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ঋণটি প্রতি ৯০ দিন অন্তর অন্তর কমপক্ষে একবার করে চক্রাকারে ঋণ হিসাব সমন্বয় করার শর্ত থাকলেও উপরোক্ত শর্ত পরিপালন না করায় ঋণ হিসাবটি সীমাতিরিক্ত দায়সহ ক্ষতি হিসাবে শ্রেণিকৃত (মন্দ) দায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- ঋণ মঞ্জুরির ৯ নং শর্ত অনুযায়ী শাখা হতে প্রতি মাসে অন্তত একবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল পরিদর্শন করতে হবে। সাধারণ পরিদর্শন ছাড়াও শাখা ব্যবস্থাপক স্বয়ং মাঝে মাঝে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল পরিদর্শন করবেন।
- ঋণ মঞ্জুরির শর্ত নং-২(ক) অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতার নিজ খরচে ব্যংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথ নামে অনুমোদিত বীমা কোম্পানি হতে অগ্নি, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকি বহনযোগ্য বীমা করতে হবে। কিন্তু বীমা নবায়ন না করায় ঋণটি বীমা ঝুঁকিতে আছে।
- ঋণ হিসাবের ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় যে, ঋণ পুনতফসিলিকরণ হতে নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত প্রকল্প ঋণ ও সিসি ঋণ হিসাব হতে কোন টাকা আদায় না হওয়ায় প্রকল্প ঋণটি শ্রেণিকৃত (মন্দ) ঋণে এবং ক্যাশ ক্রেডিট চলতি মূলধন ঋণটি সাব স্ট্যান্ডার্ড ঋণে পরিণত হয়েছে।
- গ্রাহক ঋণ মঞ্জুরির শর্তাবলী যথাযথ পরিপালন না করায় ও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক সঠিকভাবে তদারকি না করায় প্রকল্প ঋণটি ক্ষতি হিসাবে শ্রেণিকৃত দায়ের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ব্যাংকের ২,৬৬,৯৯,০৭৩ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।
- করতোয়া বহুমুখী খামারকে কৃষি খামার ঋণ কর্মসূচির আওতায় গবাদি পশু পালন ও মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রদত্ত প্রকল্প ঋণের টাকা পুনতফসিলিকরণের সুবিধা প্রদান করার পরও কোন অর্থ আদায় না হওয়ায় সীমাতিরিক্ত দায়সহ মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংক ২,৬৬,৯৯,০৭৩ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২৩ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের জবাব অনুযায়ী ২,৯১,৫৫,০৭৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

  [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২২ (১+২+৩)]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত ও পুনতফসিলের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- মর্টগেজ দলিলের সঠিকতা যথাযথভাবে যাচাই না করে ঋণ বিতরণ করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঋণের অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে [ক ঋণ গ্রহীতা]।
- ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ও অর্থ আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে [খ ঋণ গ্রহীতা]।
- ঋণ গ্রহীতা অদ্য ২.০০ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছেন। আগামী সপ্তাহে আরও টাকা জমা দিবেন এবং ঋণ হিসাবটি নিয়মিতকরণের জন্য ব্যাংক থেকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে [গ ঋণ গ্রহীতা]।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে (ক) মেসার্স অভি ফ্লাওয়ার মিলস্ লিমিটেড এর বিষয়ে "ঋণের অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে" বলে জানানো হলেও প্রায় দুই বছর নয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। তবে ২৩ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি.তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, মেসার্স অভি ফ্লাওয়ার মিলস্ লিমিটেড এর ঋণ হিসাবটি মন্দ ও ক্ষতিজনিত ঋণ শ্রেণিতে পরিণত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে ০৩/০৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে মামলা নং-০৪/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে যা চলামান রয়েছে। (খ) এম কে ক্যাটেল এন্ড ফিশারিজ এর বিষয়ে "ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ও অর্থ আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে" বলে জানানো হলেও প্রায় দুই বছর নয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহণ কিংবা অর্থ আদায়ের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, এম কে ক্যাটেল এন্ড ফিশারিজ এর বিপরীতে অর্থ ঋণ ডিক্রি জারি মামলা নং১৮৭/২০১৭, তারিখ ১০/১০/২০১৭ এ ঋণ গ্রহীতার ৬ মাসের জেল দিয়ে মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে। এ ছাড়াও ফৌজদারী মামলা নং৭৫৩/১৬, তারিখ ২০/০৬/২০১৬ এ ঋণ গ্রহীতার ৩ বছর জেল দেওয়া হয়েছে যার বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা আপীল করায় জেলা জজ আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। (গ) করতোয়া বহুমুখী খামার এর বিষয়ে "ঋণ গ্রহীতা অদ্য ২.০০ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছেন এবং ঋণ হিসাবটি নিয়মিতকরণের জন্য ব্যাংক থেকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে" বলে জানানো হলেও প্রায় দুই বছর নয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও এ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, করতোয়া বহুমুখী খামার এর ঋণ হিসাবটি মন্দ ও ক্ষতিজনিত শ্রেণিকৃত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করা হলে ব্যাংকের পক্ষে রায় দেয়া হয়। পরবর্তীতে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট এ রিট পিটিশন নং-৯১৮৫/২০১৮ তারিখ ২২/০৭/২০১৮ দায়ের করা হয়েছে যা চলামান রয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়ম ০৩(তিন) টির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০২/১১/২০১৬ খ্রি. ও ০৩/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/১২/২০১৬ খ্রি. ও ১১/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের ৬,৮৫,৫১,৮৪৪ টাকার বিপরীতে অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব এবং ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি.তারিখের যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ৬,৫৬,৫০,৪১৫ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ২৩

শিরোনাম : প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণ পুনতফসিল করার পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৫,৫৪,৪২,৭৮৭ (পাঁচ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশত সাতাশি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে প্রকল্প ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে, প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণ পুনতফসিল করার পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৫,৫৪,৪২,৭৮৭ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স নুরাব লিঃ এর প্রকল্প ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- পলি প্রোপাইল ওভেন ব্যাগ প্রস্তুতকালে জিএম অফিস, ঢাকার ০৩/১১/২০১১ খ্রি. তারিখের ৮০৩৮ নং পত্রমূলে ৩,২০,০০,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের ০৯/০৪/২০১৩ খ্রি. তারিখের ৩৪১ নং স্মারক মূলে ১,৫০,০০,০০০ টাকা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহক কর্তৃক গৃহীত ঋণ সময়মত পরিশোধ না করায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-২ ঢাকা এর পত্র নং-প্রকা/আইপিএফডি-২/নোরাব/১৩৬১, তারিখঃ ২৩/১২/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ঋণের ১ম কিস্তি এপ্রিল, ২০১৩ এর পরিবর্তে জানুয়ারি, ২০১৪ হতে আদায়যোগ্য করে ঋণ হিসাব ১ম বার নিম্নবর্ণিত শর্তে পুনতফসিলীকরণ করা হয়।

বিশেষ শর্তাবলী :

(১) কোম্পানি ও পরিচালকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১)।

(২) ক্রেডিট রেটিং এর মেয়াদ ১২/১২/২০১৩ খ্রি.তারিখে উত্তীর্ণ হবে বিধায় ৩১/০১/২০১৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২)।

(৩) পুনতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের কিস্তি নিয়মিত আদায় নিশ্চিত করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩)।

অন্যান্য শর্তাবলী :

(১) পুনতফসিলকৃত ঋণ সীমা আবৃত করে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন করতে হবে। পুনতফসিলকৃত ঋণের দায় আবৃত করে কোম্পানির সকল পরিচালকদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি নিতে হবে এবং প্রতিটি কিস্তির সমসংখ্যক ও সমপরিমাণ অগ্রিম চেক গ্রহণ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১)।

(২) পুনতফসিলকৃত ঋণের পরিশোধ সূচী নির্ধারণপূর্বক আদায়যোগ্য কিস্তি যথাসময়ে আদায় নিশ্চিত করতে হবে এবং ঋণের শেষ কিস্তিতে ঋণ হিসাবের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২)।

(৩) পুনতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের যে কোন ০২(দুই) টি কিস্তি পরিশোধে ঋণ গ্রহীতা ব্যর্থ হলে পুনতফসিলসুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ঋণ আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩)।

(৪) গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের কারখানার সকল প্রকার ঝুঁকির বিপরীতে ব্যাংক বিধি মোতাবেক বীমা পলিসি বিদ্যমান থাকতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৭)।

- পুনতফসিলসহ ০৭/০৯/২০১৪ খ্রি. তারিখে নতুন করে ১,৬০,০০,০০০ টাকা BMRE দিলেও গ্রাহক পুনতফসিল ও BMRE সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি।

  উক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে শাখার ১৬/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখের চূড়ান্ত নোটিশ হতে দেখা যায়, গ্রাহক ঋণ পরিশোধ করেনি। উল্লেখ্য যে, সরকার ওভেন ব্যাগ (পলি প্রোপাইল) ব্যবহারের উপর ২০১০ খ্রি. সালে নীতিমালা জারি করে। উক্ত নীতিমালা আমলে না নিয়ে প্রকল্প অনুমোদন ও চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরি প্রদানই ঋণ খেলাপির অন্যতম কারণ এবং বর্তমানে ৫,৫৪,৪২,৭৮৭ টাকা অনাদায়ি রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২৩]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- পুনতফসিলের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির না থাকা;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- মেসার্স নুরাব লিঃ এর প্রকল্পের স্থায়ী ব্যয়ের উপর ৫৩:৪৭ ইক্যুইটি অনুপাতে ৩/১১/২০১১ খ্রি. তারিখে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করার পর ৮/৪/২০১৩ খ্রি. তারিখে ১.৫০ কোটি টাকা সিসি (হাইপোঃ) ঋণ চলতি মূলধন হিসাবে মঞ্জুর করা হয়। সরকারের ২৬/৯/২০১৩ খ্রি. তারিখে জারিকৃত সার্কুলার অনুযায়ী পাটজাত বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করায় প্রকল্পের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- মেসার্স নুরাব লিঃ এর বিষয়ে “গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে” বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর পাঁচ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৭/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, অর্থ ঋণ আদালতে মামলা নং-৯২/২০১৮, ০৯/০৫/২০১৮ খ্রি. তারিখে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তীতে জারি মামলা নং-৯৫১/২০১৯, দায়ের করা হয়েছে যা চলমান রয়েছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্টে বর্ণিত ৫,৫৪,৪২,৭৮৭ টাকার বিপরীতে ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের Bank Statement, অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব এবং যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ৮,২০,৬৭,৭৪৪ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ২৪

শিরোনাম : গ্রাহকের মিশ্র ঋণের অর্থ খেলাপি হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ৫,৩৮,৩০,৪৩৯ (পাঁচ কোটি আটত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার চারশত উনচল্লিশ) টাকা।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কর্পোরেট শাখা, খুলনার ২০১৪-১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে (ক) মেসার্স আরদি জুট ট্রেডিং (খ) মেসার্স সায়েদ এ্যান্ড সন্স এর মিশ্র ঋণ সংশ্লিষ্ট নথি, ঋণ হিসাব বিবরণী ও এ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি নিরীক্ষান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, গ্রাহকের মিশ্র ঋণের অর্থ খেলাপি হওয়ায় ৫,৩৮,৩০,৪৩৯ টাকা ব্যাংকের অনাদায়ি রয়েছে।

(ক) মেসার্স আরদি জুট ট্রেডিং এর ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাঋবি/পাট/আরদি জুট/ তারিখ: ২৭/১/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স আরদি জুট ট্রেডিং এর অনুকূলে (১) প্লেজ হিসাবে ৩০/০৬/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ১ম কিস্তি ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ হতে আদায়যোগ্য করে প্রচলিত সুদ হারে ব্লক হিসাবে স্থানান্তর এবং (২) বিদ্যমান মিশ্র ঋণসীমা ২৩০.০০ লক্ষ টাকা ২০১৩-২০১৪ মৌসুমের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তে নবায়ন মঞ্জুর করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) গুদামসহ অন্যান্য পণ্য অবশ্যই ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে বীমাকৃত থাকতে হবে এবং মজুদ পণ্যের বাজার মূল্যের শতকরা ১০% অগ্নি, বন্যা ও আরএসডি ঝুঁকি বহনযোগ্য পলিসি দ্বারা বীমাকৃত করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) হাইপোথিকেশন হিসেবে খোলা ও গাইট (বেল) বাধা কাঁচাপাট ঋণ গ্রহীতার ক্রয় কেন্দ্রে ও বেলিং কেন্দ্রের গুদামে গুদামজাত থাকবে। উক্ত মালামালের জন্য ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথ নামে অনুমোদিত বীমা কোম্পানিতে অগ্নি, আরএসডি, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির বিপরীতে বীমা পলিসি সম্পাদন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(খ)]।

(৩) মার্জিন সিসি প্লেজ ২০% এবং সিসি(হাইপোঃ) ৫০% [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১১]।

(৪) ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৫.৫০% এবং ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৬.০০% হারে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে বার্ষিক সুদ আরোপ ও আদায়যোগ্য হবে। সুদের হার সময় সময় পরিবর্তিত হবে এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হারে সুদ আরোপ ও আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৩]।

(৫) প্লেজ হিসাব ৩১ জুলাই, ২০১৪ এবং হাইপোঃ হিসাব ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-১৪]।

(৬) মৌসুমের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে দ্বিগুণ লেনদেন (টার্ণওভার) নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়বদ্ধ পণ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৬]।

- ৪/৮/২০১৫ খ্রি. তারিখের গুদাম পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় মজুদ রেজিস্টার অনুযায়ী মজুদকৃত পাটের মূল্য ২,৪২,৫৪,০০০ টাকা, যার মধ্যে অগ্রিম মূল্য (ব্যাংক প্রদত্ত) ১,৯৪,০৩,২০০ টাকা। গুদামে পাট ঘাটতি ৭০-৮০% দেখানোয় সর্বনিম্ন ৭০% হিসাবে ডিপি ঘাটতি/শর্ট ফল ১,৩৫,৮২,২৪০ টাকা এবং ব্যাংকের মোট অনাদায়ি ৩,৬৬,১৬,৫৬১ টাকা হতে সহায়ক জামানত মজুদকৃত পাটের মূল্য (৩০% মজুদ) ৭২,৭৬,২০০ টাকা এবং এফডিআর এর বর্তমান মূল্য ৫২,৩৯,১০৭ টাকা বাদ দিলে ব্যাংকের দায় থাকে অর্থাৎ ক্ষতি ২,৪১,০১,২৫৪ টাকা। মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সিসি প্লেজ হিসাবে আদায়কৃত ২০,১০,০০০ টাকা হওয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি ২,৮৪,৪৯,১৭২ টাকা যা মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে।

- ব্যাংকের নিকট প্লেজ গুদামের চাবি থাকায় অন্যত্র পাট সরানোর সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও অন্যত্র পাট স্থানান্তর করা হয়েছে। গুদামজাতকৃত পাট লট আকারে গণনাযোগ্য অবস্থায় সাজানো নেই। মজুদ পাট দীর্ঘদিন গুদামজাত থাকায় গুণগত মান হ্রাস পাচ্ছে।
- নবায়ন মঞ্জুরির মেয়াদের মধ্যে মাত্র ৮০০ টাকা জমা হয়। অদ্যাবধি আর কোন লেনদেন না হওয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি ১১,৪৮,৩৫৯ টাকা যা মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে।
- ৩০/৬/২০১৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত প্লেজ ঋণ সীমার অতিরিক্ত অনাদায়ি সুদ বাবদ ৫৯.১১ লক্ষ টাকা ৩ বছর মেয়াদে ১২ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ১ম কিস্তি ফেব্রুয়ারি/২০১৪ খ্রি. হতে আদায়যোগ্য করে প্রতি ত্রৈমাসিকে ৬.৩০ লক্ষ টাকা করে পরিশোধযোগ্য। উক্ত কিস্তি আদায়ের লক্ষ্যে প্রতি রপ্তানি বিল/স্থানীয় বিক্রয় বিল হতে ৫% কর্তন করে ব্লক হিসাবে জমা করতে হবে। কর্তনকৃত অর্থ দ্বারা যদি ব্লক হিসাবের ত্রৈমাসিক কিস্তি সমন্বিত না হয় তাহলে ঘাটতি অর্থ ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করতে হবে। ব্লক ঋণ সৃষ্টির পর ৭ টি কিস্তি পাওনা হলেও ১ টি কিস্তিও পরিশোধ না হওয়ায় অনাদায়ি ৭০,১৯,০০০ টাকা, যা মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে।
- ফলে সিসি প্লেজ ও হাইপোঃ এবং ব্লক ঋণসহ মোট (২,৮৪,৪৯,১৭২+১১,৪৮,৩৫৯+৭০,১৯,০০০) = ৩,৬৬,১৬,৫৩১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

(খ) মেসার্স সায়েদ এন্ড সন্স এর ঋণ সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র প্রকা/সাঋবি/৯৯৮, তারিখ: ২৯/১/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স সায়েদ এন্ড সন্স এর অনুকূলে বিদ্যমান সিসি (মিশ্র) সীমা ১৩০.০০ লক্ষ টাকা (প্লেজ ১০০.০০ লক্ষ+হাইপোঃ ১০.০০ লক্ষ + পিসিসি ২০.০০ লক্ষ) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে এবং প্রচলিত অন্যান্য নিয়মাবলী যথাযথভাবে পরিপালন সাপেক্ষে ২০১২-১৩ মৌসুমের জন্য নবায়ন মঞ্জুর করা হয়।

শর্তাবলী :

(১) গুদামসহ অন্যান্য পণ্য অবশ্যই ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে বীমাকৃত থাকতে হবে এবং মজুদ পণ্যের বাজার মূল্যের শতকরা ১০% অগ্নি, বন্যা ও আরএসডি ঝুঁকি বহনযোগ্য পলিসি দ্বারা বীমাকৃত করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(ক)]।

(২) হাইপোথিকেশন হিসেবে খোলা ও গাইট (বেল) বাধা কাঁচাপাট ঋণ গ্রহীতার ক্রয় কেন্দ্রে ও বেলিং কেন্দ্রের গুদামে গুদামজাত থাকবে। উক্ত মালামালের জন্য ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথ নামে অনুমোদিত বীমা কোম্পানিতে অগ্নি, আরএসডি, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির বিপরীতে বীমা পলিসি সম্পাদন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২(খ)]।

(৩) মার্জিন সিসি প্লেজ ২০% এবং সিসি(হাইপোঃ) ৫০% [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-১১]।

(৪) কাঁচা পাটের বিপরীতে ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৫.৫০% এবং ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে ১৬.০০% হারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক সুদ আরোপ ও আদায়যোগ্য হবে। সুদের হার সময় সময় পরিবর্তিত হবে এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হারে সুদ আরোপ ও আদায় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৩]।

(৫) প্লেজ হিসাব ৩১ জুলাই, ২০১৩ এবং হাইপোঃ হিসাব ৩০ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৪]।

(৭) মৌসুমের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে দ্বিগুণ লেনদেন (টার্ণওভার) নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়বদ্ধ পণ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণগ্রহীতার ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৬]।

বিশেষ শতাবর্লী :

(১) ক্লিন সিআইবি প্রাপ্তির পর নবায়ন কার্যকর হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-৩(ক)]।

(২) ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-৩(গ)]

(৩) ঋণ হিসাবে ঋণ সীমার দ্বিগুণ লেনদেন নিশ্চিত করতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-৩(ঘ)]।

- সিসি (প্লেজ) হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণের পর ৪,৫৩,৯৬৩ টাকা আদায় হয় এবং আর কোন লেনদেন না হওয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি থাকে **১,৫৭,৪৩,৮১১** টাকা।
- গুদাম পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় প্লেজ গুদামে রেজিস্টার অনুযায়ী পাট থাকার কথা **১**,২৪,৭৭,৫০০ টাকার যার অগ্রিম মূল্য ৯৯,৪২,০০০ টাকা। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী গুদামে পাট আছে ৪৫০০ বোঝা, ঘাটতি ৭৪৯৫-৪৫০০=২৯৯৫ বোঝা যার মূল্য ৪৯,৮৬,০০৬ টাকা ফলে ডিপি ঘাটতি (৯৯,৪২,০০০-৪৯,৮৬,০০৬)= ৪৯,৫৫,৯৯৪ টাকা।
- মিশ্র ঋণের মোট অনাদায়ি **১**,৭২,**১**৩,৯০৮ টাকা হতে সহায়ক জামানত গুদামে পাটের মূল্য ৭৪,৯**১**,৪৯৪ টাকা ও এফডিআর এর বর্তমান মূল্য ৩২,৯০,৫৬০ টাকা বাদ দিলে সহায়ক জামানাত অতিরিক্ত দায় ৬৪,৩**১**,৮৫৪ টাকা।
- সিসি (হাইপোঃ) হিসাবে কোন লেনদেন বা ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি **১**৪,৭০,০৯৭ টাকা। যা মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে ।
- ফলে সিসি প্লেজ ও হাইপোঃ ঋণসহ মোট (১,৫৭,৪৩,৮১১+১৪,৭০,০৯৭) = ১,৭২,১৩,৯০৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২৪ (১+২)]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা;
- অপর্যাপ্ত সহায়ক জামানত এর বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরি করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অনাদায়ি ঋণের অর্থ আদায়ের জোর প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে " অনাদায়ি ঋণের অর্থ আদায়ের জোর প্রচেষ্টা চলছে" বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি, উল্লিখিত ০২(দুই)টি অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২২/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি.তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, **(ক)** মেসার্স আরদি জুট ট্রেডিং এর ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিজনিত শ্রেণিকৃত হওয়ায় ২৫/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখের মাধ্যমে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা নং-২২/২০১৬ এবং ২৫/০৮/২০১৯ খ্রি. তারিখে ২৫/২০১৯ জারি মামলা করা হয়েছে এবং **(খ)** মেসার্স সায়েদ এন্ড সন্স এর ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিজনিত শ্রেণিকৃত হওয়ায় ১৭/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখের মাধ্যমে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা নং-৫৮/২০১৬ দায়ের করা হয়েছে,যা চলমান আছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ০২টি প্রতিষ্ঠানের ৫,৩৮,৩০,৪৩৯ টাকার বিপরীতে অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ও যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ৫,৪৩,৪৩,৯৫০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ২৫

শিরোনাম : প্রকল্পে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির মূল্য অনিয়মিতভাবে পিএডি দায় সৃষ্টি করে পরিশোধ করা হলেও ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৪,৪৩,৫৫,২৭৬ (চার কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুই শত ছিয়াত্তর) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৪ হতে ২০১৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিঃ (ইউনিট-২) এর পিএডি (Payment Against Documents) লোন সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্পে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির মূল্য অনিয়মিতভাবে পিএডি দায় সৃষ্টি করে পরিশোধ করা হলেও ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৪,৪৩,৫৫,২৭৬ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- কনসোর্টিয়াম ঋণ ব্যবস্থায় শাখার অর্থায়নকৃত প্রকল্প মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিঃ (ইউনিট-২), মুড়াপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর অনুকূলে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির লক্ষ্যে শাখার এলসি নং-০৩৩২১০০১০০৬২ তারিখ : ০৪/০৮/২০১০ খ্রি. মূল্য মাঃডঃ ১৮২১০৭০.০০ বিল মূল্য মাঃডঃ ৫০৫০০০.০০ এবং এলসি নং ০৩৩২১১০১০০০৭ তারিখ : ০৯/০২/২০১১ খ্রি. মূল্য মাঃডঃ ১১৫০০০.০০ বিল মূল্য মাঃডঃ ১১৫০০০.০০ গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ না করায় ব্যাংক শাখা কর্তৃক গ্রাহকের নামে ২৩/০১/২০১২ এবং ৩০/০১/২০১২ খ্রি. তারিখে পিএডি দায় সৃষ্টি করে বিল মূল্য পরিশোধসহ যন্ত্রপাতি বন্দর হতে ছাড়করণ করা হয়েছে।
- ৬০ দিন মেয়াদে ২ (দুই)টি পিএডি দায় ৪,৭২,৪১,৯০০ টাকা গ্রাহক কর্তৃক সমন্বয়ের শর্ত থাকলেও মাত্র ২৮,৮৬,৬২৪ টাকা সমন্বয় শেষে অর্থাৎ (৪,৭২,৪১,৯০০-২৮,৮৬,৬২৪) = ৪,৪৩,৫৫,২৭৬ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ৩৫-৪৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা এর মঞ্জুরি পত্র নং- প্রকা/আইপিএফডি/সিন্ডিকেশন/লিনা পেপার (ইউনিট-২)/১৯০৪, তারিখ: ২০/০৭/২০১০ খ্রি. এ এলসি খোলার শর্তাদিতে নিম্নবর্ণিত শর্ত ছিল।

শর্তাবলী :

(১) আমদানিতব্য যন্ত্রপাতির নির্ধারিত ইক্যুইটির আনুপাতিক হারে নগদ জমা নিয়ে ঋণপত্র স্থাপন করা যাবে। কোন অবস্থাতেই যন্ত্রপাতি ছাড়করণে অন্য কোন দায়/ঋণ হিসাব সৃষ্টি করা যাবে না [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১]।

(২) প্রকল্পের প্রয়োজনে যে কোন বাড়তি ব্যয় উদ্যোক্তা বহন করবেন মর্মে অঙ্গীকারনামা নিতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩]।

(৩) যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীর স্থানীয় প্রতিনিধি, আমদানিকারক ও ব্যাংকের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৮]।

(৪) মালামাল জাহাজীকরণ হতে শুরু করে প্রকল্পে পৌঁছান পর্যন্ত ভাঙ্গন, ঝুঁকি, আইসিবি ও ইনল্যান্ড রিস্কসহ সম্ভাব্য ঝুঁকি কভার করে বীমা করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৯]।

- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে পিএডি দায় সৃষ্টিতে মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি প্রতিপালন করা হয়নি।
- মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিঃ এর অনাদায়ি অর্থ আদায়ের জন্য ব্যাংক কর্তৃক কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। গ্রাহক কর্তৃক Bad Loan হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে।
- ঋণটি মন্দ ও ক্ষতি মানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় এবং পরিশিষ্টে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ২২/০২/২০১২ এবং ০১/০৩/২০১২ খ্রি.তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পরেও (৪,৭২,৪১,৯০০-২৮,৮৬,৬২৪) = ৪,৪৩,৫৫,২৭৬ টাকা অনাদায়ি রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২৫]।

অনিয়মের কারণ :

- অনিয়মিতভাবে এলসি স্থাপন;
- আমদানিতব্য যন্ত্রপাতির নির্ধারিত ইক্যুইটির আনুপাতিক হারে নগদ জমা না করা;
- প্রকল্পের প্রয়োজনে যে কোন বাড়তি ব্যয় উদ্যোক্তা বহন করবেন মর্মে অঙ্গীকারনামা সংগ্রহ না করা;
- বীমা না করা;
- স্থানীয় প্রতিনিধি, আমদানিকারক ও ব্যাংকের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিনামা সম্পাদন না করা;
- পিএডি দায় সৃষ্টি করা;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নির্ধারিত ইক্যুইটি নগদ জমা নিয়ে এলসি স্থাপন করা হয়। কনসোর্টিয়াম ঋণের আওতায় সদস্য ব্যাংক এর নিকট হতে তহবিল সংগ্রহ এর বিষয়টি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদন করা হয়। সে প্রেক্ষিতে শাখার ১২/০৭/২০১১ খ্রি. তারিখের ২২৬০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে তহবিল সংগ্রহের জন্য পত্র দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সদস্য ব্যাংকসমূহ হতে পর্যাপ্ত তহবিল না পাওয়ায় বিল মূল্য পরিশোধের বিষয়ে UCPDC এর বাধ্যবাধকতা থাকায় PAD সৃষ্টির মাধ্যমে বিলসমূহ পরিশোধ করতে হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে "প্রধান কার্যালয়ে তহবিল সংগ্রহের জন্য পত্র দেয়া" ও "বিল মূল্য পরিশোধের বিষয়ে UCPDC এর বাধ্যবাধকতা থাকার" কথা বলা হলেও এ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়নি।
- প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও অর্থ আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ৩১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১০/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২১/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ঋণটি মন্দ ও ক্ষতি মানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে মামলা নং ৫৪/২০১৮, তারিখঃ ২৯/০৩/২০১৮ খ্রি. দায়ের করা হয়েছে যা চলমান আছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৪,৪৩,৫৫,২৭৬ বিপরীতে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখের Bank Statement, অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব এবং যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ৯,৭৫,৮০,৫৮২ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ২৬

শিরোনাম : প্রকল্প ঋণের অর্থ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৪,২৯,৯৮,৬৬৮ (চার কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত আটষট্টি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ২৮, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১১ হতে ২০১৫ সালের ঋণ প্রদান সংক্রান্ত রেজিস্টার, লেজার ও আদায় বিবরণী ঋণের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্প ঋণের অর্থ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৪,২৯,৯৮,৬৬৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- শাখা মহাব্যবস্থাপক নিজ ক্ষমতাবলে মার্ভেলাজ এক্সেসরিজ লিমিটেড এর অনুকূলে পত্র নং- এসবিএল/বিবিএ/শিঋণবি/মার্ভেলাস/৮৩৯, তারিখ : ০২/০৪/১৫ খ্রি. অনুযায়ী প্রকল্প ঋণ হিসাবের বিদ্যমান মেয়াদ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে ২(দুই) বছর বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর/২০২০ নির্ধারণপূর্বক প্রথম কিস্তি সেপ্টেম্বর/২০১৫ হতে আদায়যোগ্য করে নিম্নোক্ত শর্তাদিতে পুনতফসিল প্রস্তাবের অনুমোদন দেয়া হয়।

বিশেষ শর্তাদি :

(১) কোম্পানি ও পরিচালকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে।
(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫, তারিখ- ২৩/০৯/২০১২ ও বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৬, তারিখ- ২৯/০৫/২০১২ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

অন্যান্য শর্তাবলী :

(১) পুনতফসিলকৃত ঋণ সীমা আবৃত করে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন করতে হবে, এবং সকল পরিচালকদের ব্যাক্তিগত গ্যারান্টি (পৃথকভাবে) নিতে হবে এবং প্রতিটি কিস্তির সমান সংখ্যক ও সমপরিমাণ চেক গ্রহণ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১)।
(২) আদায়যোগ্য কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ করতে হবে এবং ঋণের শেষ কিস্তিতে ঋণ হিসাবে সমুদয় পাওনা (কিস্তির অতিরিক্ত অর্থ যদি থাকে তা সহ) পরিশোধ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২)।
(৩) পুনতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের যে কোন ২ (দুই) কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে পুনতফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ঋণ আদায়ের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩)।
(৪) কারখানার সকল প্রকার ঝুঁকির বিপরীতে ব্যাংক বিধি মোতাবেক ব্যাংক ও কোম্পানির যৌথ নামে বীমা পলিসি সনদ গ্রহণ করতে হবে (মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬)।

- ঋণ হিসাবটি ২৮/১০/১৩ খ্রি. তারিখে প্রাইম মিনিস্টার অফিস কর্পোরেট শাখা হতে অত্র শাখায় স্থানান্তরিত হয়। ঋণ গ্রহীতা যথাসময়ে বৈদেশিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করলেও স্থানীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপনে বিলম্ব হয়েছে। ফলশ্রুতিতে যথাসময়ে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করতে পারেনি। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখার পত্র নং-এসবিএল/বিবিএ/শিঋণবি/মার্ভেলাস/৯৩০, তারিখ : ১২/০৩/১৪ খ্রি.।
- পুনতফসিলকৃত প্রকল্প ঋণ হিসাবে সেপ্টেম্বর ২০১৫ ও ডিসেম্বর ২০১৫ এবং মার্চ ২০১৬ মাসের জন্য ওভারডিউ কিস্তি পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও ওভারডিউ কিস্তির টাকা পরিশোধ করেনি। পত্র নং- এসবিএল/বিবিএ/শিঋণবি/মার্ভেলাজ/৬৯৮, তারিখ : ১৬/০৭/২০১৬ খ্রি.।
- আইডিসিপি ঋণের বিপরীতে সহায়ক জামানত ও প্রকল্পের জমির পরিমাণ ৩৭.৫৭ শতাংশের মূল্য ২৬,৮০,০০০ টাকা তদস্থিত নির্মাণাদি ব্যাংক কর্তৃক প্রদর্শিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে যা ঋণের দায়ের অর্ধেক মাত্র।
- ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি মানসম্মত কিনা তা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়নি। ফলে ঋণের দ্বারা ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ব্যর্থ হয়েছে। ফলে গ্রাহক উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।
- ব্যাংকের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়া সত্ত্বেও পাওনা টাকা আদায়ের লক্ষ্যে আইননানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
- ১৯/০১/১১ খ্রি. তারিখে সম্পাদিত বন্ধকীয়দের পাওয়ার অব এ্যাটর্নী দলিলের মূল কপি সাব রেজিস্ট্রি অফিস থেকে উঠানো হয়নি যা ব্যাংকের কাস্টডিতে যাবার কথা।
- দলিল সম্পাদনের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নিকট চার্জ ক্রিয়েশন করা হয়নি।
- বন্ধকীকৃত সম্পত্তির মূল দলিলের পরিবর্তে অবিকল নকল রেকর্ড রয়েছে।

- ঋণের কিস্তি নিয়মিত আদায়ের লক্ষ্যে শাখা কর্তৃক গৃহীত অগ্রিম চেক নেওয়ার বেলায় মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট অব চেকের মাধ্যমে নেয়া হয়নি।
- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক কোম্পানি মালিকানাধীন সম্পত্তিসমূহ কোম্পানির নামে হস্তান্তর করা হয়নি।
- কোম্পানির শেয়ারসমূহ হস্তান্তর ফ-১১৭ এর মাধ্যমে নেয়া হয়নি।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা, ব্যবস্থাপকের এখতিয়ারে নোটিশ প্রদান করা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উকিল নোটিশ করা, মামলার জন্য অনুমোদন নেয়া, চূড়ান্ত নোটিশ প্রদানকরত মামলা দায়ের করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু উক্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ২৪/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখ অতিবাহিত হলেও ব্যাংকের ৪,২৯,৯৮,৬৬৮ টাকা আদায় করা হয়নি [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২৬]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- কোম্পানি ও পরিচালকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ না করা;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫, তারিখ- ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. ও বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ- ২৯/০৫/২০১২ খ্রি. এর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা;
- পুনতফসিলের শর্তাদি পরিপালন না করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- পাওনা টাকা আদায়ের লক্ষ্যে শাখার পত্র নং- এসবিএল/বিবিএ/শিঋণবি/মার্ভেলাজ/৬৯৮, তারিখ : ১৬/০৭/১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাকে ওভারডিউ কিস্তি পরিশোধের জন্য বলা হয়েছে। শীঘ্রই ঋণ গ্রহীতাকে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদানপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, পুনতফসিলকরণের অন্যান্য শর্তাবলী (৩) পরিপালন না করায় মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী বিতরণকৃত ঋণটির পরিশোধযোগ্য অর্থ সুদসহ আদায়ের সর্বশেষ তারিখ ৩১/১২/১৮ খ্রি. বলে গণ্য হবে। কিন্তু উক্ত মেয়াদের মধ্যে ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায় ঋণটি খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে।
- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও প্রায় দুই বছর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি, উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১৭/০১/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৩/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২১/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। তবে এ কার্যালয়ের ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদন দেখা যায় যে,ঋণটি মন্দ এবং ক্ষতি মান শ্রেণিতে পরিণত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে ২৭/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখে মামলা দায়ের করা হয়েছে, মামলা নং- ৩৬/২০/২০১৮ যা চলমান আছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৪,২৯,৯৮,৬৬৮ টাকার বিপরীতে ৩০ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত Bank Statement, অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব এবং যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ৪,২১,১০,৭৬৬ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ২৭

শিরোনাম : বিতরণকৃত সিসি (হাইপোঃ) ঋণের অর্থ নবায়ন সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসেবে কোন অর্থ জমা প্রদান না করায় ঋণ হিসেবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ৫২,০০,০০০ (বায়ান্ন লক্ষ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এর ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষায় কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প ঋণ সংক্রান্ত নথি, লেজার কার্ড পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে বিতরণকৃত সিসি (হাইপোঃ) ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থ, পরবর্তীতে নবায়ন সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও গ্রাহক কর্তৃক ঋণ হিসেবে কোন অর্থ জমা প্রদান না করায় ঋণ হিসেবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ৫২,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স চাঁন টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্যে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে মেসার্স চাঁন টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ কে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ এর পত্র নং- স্থাঃকাঃ/শিঃপ্রঃঅডি/১৬২৯, তাং-১৪-০৯-২০১০ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্রের মাধ্যমে ৩০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিম্নবর্ণিত শর্তে অনুমোদন ও বিতরণ করা হয়।
- গ্রাহক ঋণ উত্তোলনের পর হতে মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ হিসাবে অদ্যাবধি সুদাসলে কোনো অর্থই পরিশোধ করেনি।

শর্তাবলী :

(১) কারখানা প্রাঙ্গনে/গুদামে রক্ষিত ও প্রদর্শিত যাবতীয় কাঁচামাল ও তৈরী পণ্যসহ প্রক্রিয়াধীন পণ্য স্টোরস ও খুচরা যন্ত্রাংশ প্যাকিং দ্রব্যাদি হাইপোথিকেশন অধীনে থাকবে। অগ্নি, দাঙ্গা, ধর্মঘট ও সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির বিপরীতে ব্যাংকের বিধি মোতাবেক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথনামে বীমা করতে হবে যা ব্যাংকের নিকট থাকবে এবং ব্যাংকের বিধি মোতাবেক অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ওয়ারহাউস/ওয়ার্কশপ লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ২(ক)]।

(২) ঋণ মঞ্জুরির পর সমুদয় ঋণ সীমা আবরিত করে ব্যাংকের অনুকূলে রেজিষ্ট্রি মর্টগেজ রাখা [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩(ক)]।

(৩) সুদের হার বার্ষিক ১৩% যা ত্রৈমাসিকভিত্তিতে প্রয়োগযোগ্য ও আদায়যোগ্য এবং যে কোন সময় এ হার পরিবর্তনযোগ্য [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৬]।

(৪) ঋণ বিতরণের তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছর পর্যন্ত [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৭]।

(৫) তৈরী পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় হতে অথবা এককালীন যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধযোগ্য যদি ঋণ সীমা নবায়ন বিবেচিত না হয় [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৮]।

বিশেষ শর্তাবলী :

(১) প্রকল্পের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় ক্যাশ ক্রেডিট হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন করতে হবে এবং ক্যাশ ক্রেডিট হিসাবে বিক্রয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লেনদেন করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ক]।

(২) ঋণ গ্রহীতাকে সিসি(হাইপোঃ) ঋণ সীমার সন্তোষজনক ব্যবহার করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- খ]।

অন্যান্য শর্তাবলী :

(১) প্রতি মাসে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে মজুদ মালের বিবরণী গ্রাহক কর্তৃক শাখায় দাখিল করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৩(ঘ)]।

(২) হিসাবের বার্ষিক ক্লোজিং হতে ৩ মাস সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের কপি ব্যাংকে জমা দিতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৩(ছ)]।

- কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক এ সকল শর্তাবলীর কোনটিই পরিপালন করা হয়নি।
- ঋণ হিসাবের বিপরীতে গ্রাহকের নিকট হতে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত গ্রহণ করা সত্ত্বেও ঋণ হিসাবটি মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হয়। তদুপরি শাখা কর্তৃক ঋণের অর্থ আদায়কল্পে কোনরূপ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সুদাসল (সুদ+আসল) বাবদ গ্রাহকের নিকট ৫২,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।
- গ্রাহক কর্তৃক ঋণের অর্থ ঋণ হিসাবে জমা না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের নিকট হতে অর্থ আদায়কল্পে অদ্যাবধি অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ কোন প্রকার আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২৭]।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা;
- পুনতফসিলের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করা;
- বীমা না করা;
- ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রি মর্টগেজ না রেখে ঋণ বিতরণ করা;
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব;
- যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তিতে উত্থাপিত ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। তাদের সাথে সরাসরি টেলিফোনিক এবং পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে উল্লিখিত ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে ব্যাংক পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। খেলাপি ঋণ আদায়ের সাথে সাথে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে মেসার্স চাঁন টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড এর বিষয়ে "ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে ব্যাংক পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। খেলাপি ঋণ আদায়ের সাথে সাথে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে" বলে জানানো হলেও প্রায় তিন বছর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে এ কার্যালয়ের ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখের ফলোআপ প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় অর্থ ঋণ আদালতে ১৩/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে ৯৯৫/২০১৬ মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ১৬/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখে ৫২৭/২০১৯, ১নং অর্থ ঋণ আদালতে জারি মামলা করা হয়েছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৫২,০০,০০০ টাকার বিপরীতে ১৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখে Bank Statement, অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব এবং যাচাইকারী দলের তথ্য মোতাবেক ৮৮,০৪,২৫৫ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

তারিখ : ১৫.৬.১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ৩০.৯.২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৮ম ও ৯ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বাংসমুঃ-২০২০-২১/৬৪৯২ কম-এ (৮)—৬৬৫ বই, ২০২১।